ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA গৌরবের ৭১ তম বছর

Founder : J.C.Paul ■ Former Editor : Paritosh Biswas

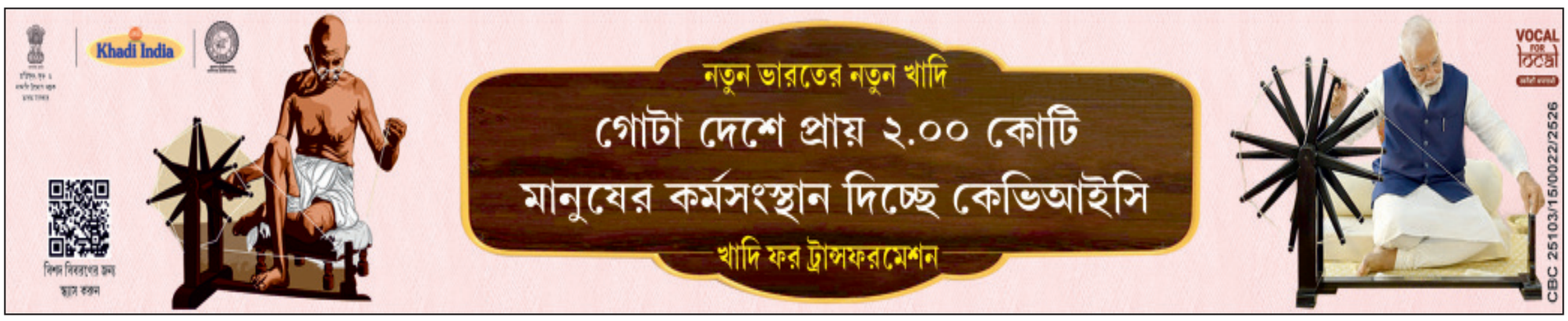

JAGARAN ■ 71 Years ■ Issue-333 ■ 12 September, 2025 ■ আগরতলা ১২ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ ইং ■ ২৬ ভাদ্র, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, শুক্রবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

রাশিয়া থেকে তেল আমদানি বন্ধ করলেই ভারতের সঙ্গে বাণিজ্য চুক্তি চূড়ান্ত করবে যুক্তরাষ্ট্রঃ লুটনিক

যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে বাণিজ্য চুক্তির আলোচনা ইতিবাচক পরিবেশে এগোচ্ছে, আশাবাদী ভারত

ওয়াশিংটন/নয়াদিল্লি, ১১ সেপ্টেম্বর।। অবস্থান থেকে একচুল নড়তে রাজি নয় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। ফলে, রাশিয়া থেকে তেল কেনা বন্ধ না করলে ভারতের সঙ্গে বাণিজ্য চুক্তি সম্ভব নয় বলে জানালেন যুক্তরাষ্ট্রের বাণিজ্য সচিব হাওয়ার্ড লুটনিক। তিনি জানান, দিল্লি যদি রাশিয়ান তেল কেনা বন্ধ করে, তাহলে খুব শীঘ্রই যুক্তরাষ্ট্র-ভারত বাণিজ্য চুক্তি কার্যকর হতে পারে। তবে ভারত আশাবাদী, যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে বাণিজ্য চুক্তির আলোচনা ইতিবাচক পরিবেশে এগোচ্ছে।

আন্তর্জাতিক সংবাদ মাধ্যমে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে লুটনিক বলেন, আমরা ভারতের বিষয়টি মিটিয়ে নেব। তবে তার আগে ওদের রাশিয়ান তেল কেনা বন্ধ করতে হবে। তাঁর এই মন্তব্য এমন এক সময়ে এল, যখন দুই দেশের মধ্যে বাণিজ্য ও জ্বালানি নীতিকে কেন্দ্র করে উত্তেজনা তৈরি হয়েছে।

লুটনিক আরও জানান, তাইওয়ানের সঙ্গে একটি বড় চুক্তি আসতে চলেছে এবং সুইজারল্যান্ডের সঙ্গেও বাণিজ্য চুক্তি চূড়ান্ত হওয়ার পথে। এদিকে, ভারতের প্রতি কিছুটা নরম সুরে কথা বলেন লুটনিক, যখন প্রাক্তন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে *“প্রিয় বন্ধু”* বলে অভিহিত করেন এবং দু'দেশের সম্পর্কের উন্নতির ইঙ্গিত দেন।

ট্রুথ সোশ্যাল-এ একটি পোস্টে ট্রাম্প লেখেন, আমি আমার অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ বন্ধু প্রধানমন্ত্রী মোদীর সঙ্গে আগামী সপ্তাহগুলোতে কথা বলার অপেক্ষায় রয়েছি। বাণিজ্য সমস্যা সমাধানের জন্য আলোচনা চলছে এবং আমি নিশ্চিত, এই আলোচনা উভয় দেশের পক্ষেই সাফল্য এনে দেবে। প্রধানমন্ত্রী মোদী তার জবাবে বলেছেন, ভারত ও যুক্তরাষ্ট্র ঘনিষ্ঠ বন্ধু এবং প্রাকৃতিক অংশীদার। আমাদের বাণিজ্য আলোচনাগুলি ভারত-আমেরিকা অংশীদারিত্বের সীমাহীন সম্ভাবনা উন্মোচনে সহায়ক হবে।

এর আগে লুটনিক ভারতের বিরুদ্ধে কঠোর ভাষা ব্যবহার করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, ওরা ভাবছে যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে ঝগড়া করাটা সাহসের ব্যাপার, কিন্তু শেষ পর্যন্ত ব্যবসায়ীরা ওদের বলবে, এইসব বন্ধ করো, গিয়ে আমেরিকার সঙ্গে চুক্তি করো। তিনি আরও বলেছিলেন, আমি মনে করি এক বা দুই মাসের মধ্যেই ভারত আলোচনার টেবিলে ফিরে আসবে, এবং বলবে তারা দুঃখিত। তখন সিদ্ধান্তটা ট্রাম্পের হাতে থাকবেতিনি কীভাবে মোদীর সঙ্গে এগোতে চান।

এদিকে, ভারতের বাণিজ্য ও শিল্পমন্ত্রী পীযূষ গোয়েল জানিয়েছেন, ভারতের সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের বাণিজ্য চুক্তির আলোচনা ইতিবাচক পরিবেশে এগোচ্ছে। বৃহস্পতিবার পাটনায় সাংবাদিকদের তিনি বলেন, মার্চ থেকে আলোচনাগুলি অত্যন্ত আন্তরিকতা ও সদিচ্ছা নিয়ে চলছে। উভয় দেশই অগ্রগতিতে সন্তুষ্ট। গোয়েল জানান, ফেব্রুয়ারিতে প্রধানমন্ত্রী মোদী ও ডোনাল্ড ট্রাম্প দুই দেশের বাণিজ্য মন্ত্রীদের নির্দেশ দিয়েছিলেন যাতে ২০২৫ সালের নভেম্বরের মধ্যে দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য চুক্তির প্রথম পর্ব সম্পন্ন হয়। তিনি আরও বলেন, আমরা এখনো যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে সক্রিয় সংলাপে রয়েছি এবং এটি ইতিবাচকভাবে এগোচ্ছে।

কৈলাসহরে কংগ্রেসের বনধ ঘিরে উত্তেজনা, ভাঙচুর, প্রতিবাদ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ সেপ্টেম্বর।।: ঊনকোটি জেলা কংগ্রেসের ডাকা ১২ ঘণ্টার বনধকে ঘিরে উত্তেজনা ছড়ালো গোটা কৈলাসহরে। বনধ চলাকালীন গাড়ি ভাঙচুর, চালককে মারধর, এমনকি পুলিশের বিরুদ্ধে ঘুষ নেওয়ার অভিযোগ ওঠে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ রাখতে সর্বশক্তি প্রয়োগ করেছে প্রশাসন। জেলা পুলিশ সুপার সুধাম্বিকা আর সহ গোটা পুলিশ প্রশাসন ময়দানে ছিলেন।

চালক রাহুল সদ্দার অভিযোগ করেন, আমরা জানতাম না কৈলাসহরে বনধ চলছে। ধর্মনগর থেকে মাল গাড়ি নিয়ে আসছিলাম। চিনিবাগান নাকা পয়েন্টে পুলিশ আমাদের আটকে দুইশো টাকা ঘুষ নেয়। কিন্তু তারা একবারও বলেনি যে এখানে বনধ চলছে। এরপর নাকা পয়েন্ট পার হতেই কিছু দুষ্কৃতকারী আমাদের গাড়ি ভাঙচোর করে এবং আমাকে ও আমার সঙ্গীকে মারধর করে। বর্তমানে হাসপাতালে চিকিৎসা নিচ্ছি, সারা শরীরে ব্যথা করছে। আরেক চালকও অভিযোগ করেন, আমার গাড়ি দাঁড়ানো অবস্থায় ছিল, তবুও কংগ্রেস কর্মীরা এসে ভাঙচুরর চালায়। ঘটনা প্রসঙ্গে ঊনকোটি জেলা পুলিশ সুপার সুধাম্বিকা আর বলেন, বনধকে কেন্দ্র করে ছোটখাটো কিছু ঘটনা ঘটেছে বটে, তবে কোনো ধরনের অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটেনি।

এদিকে, বনধের বিরোধিতায় রাস্তায় নামে ভারতীয় জনতা পার্টি। কৈলাসহর মন্ডলের সভাপতি প্রীতম ঘোষের নেতৃত্বে সকাল থেকেই কয়েক হাজার বাইক নিয়ে শহরের বিভিন্ন এলাকা পরিদর্শন করেন বিজেপি কর্মীরা। প্রীতম ঘোষ বলেনজনবর্জিত কংগ্রেস যে কর্মনাশা বনধের ডাক দিয়েছে তা প্রত্যাহার করার জন্য আমরা মানুষকে সচেতন করছি। সবাইকে কাজে ফেরার আহ্বান জানাচ্ছি। তাছাড়া, বনধের ব্যাপারে ভারতীয় জনতা পার্টির ঊনকোটি জেলা কমিটির সভাপতি বিমল কর বলেন, বিরোধী দল তাদের দাবি-দাওয়া পূরণের লক্ষ্যে আন্দোলন কর্মসূচি করতেই পারে, কিন্তু বনধ কোন সমাধানের রাস্তা নয়। পুজোর প্রাক মুহূর্তে ও পরীক্ষার দিন এই বনধ ঘোষণা করে সাধারণ জনজীবন বিপর্যস্ত করে তুলেছে কংগ্রেস। বনধের নামে সড়ক অবরোধ করে শহরকে অবরুদ্ধ করে রেখেছিল কংগ্রেস। তাতে অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়েছিল ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

হতাশা থেকে বিতর্কিত মন্তব্য, ভিলেজ ভোট আসন্ন হলেও, ত্রিপাক্ষিক চুক্তি বাস্তবায়নের লক্ষণ নেই, প্রদ্যোতকে বিঁধলেন সুদীপ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ সেপ্টেম্বর।। ত্রিপুরার মালিক জনগণ। রাজ্যে আমার, আপনার, প্রদ্যোতবাবু সহ সকল অংশের মানুষের অধিকার রয়েছে। আজ প্রদেশ কংগ্রেস ভবনে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে প্রদ্যোত কিশোর দেববর্মণের মন্তব্যের এমনটাই প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করলেন বিধায়ক সুদীপ রায় বর্মণ। তাঁর দাবি,আসলে প্রদ্যোত হতাশা থেকে বিতর্কিত মন্তব্য করেছেন। কারণ, সামনেই ভিলিজ কমিটির নির্বাচন কিন্তু এখনো পর্যন্ত ত্রিপাক্ষিক চুক্তি বাস্তবায়নের কোনো লক্ষণ নেই।

তিপ্রাসাদের কি জবাব দেবেন তিনি। প্রসঙ্গগত, কিছুদিন আগে তিপরা মথার কর্মী ডেবিড মুড়াসিং-র উদ্যোগে দিল্লির যন্তর মন্তরে একটি প্রতিবাদ সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। ওই সভায় উপস্থিত ছিলেন তিপরা মথার প্রাক্তন সুপ্রিম তথা এমডিসি প্রদ্যোত কিশোর দেববর্মণ। ওই সভায় ত্রিপুরার মালিক বলে নিজেকে আখ্যায়িত করেছেন তিনি। ওই বিতর্কিত মন্তব্যের জেরে গোটা রাজ্যে তীব্র প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়েছে। এর জবাবে আজ সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে কংগ্রেস বিধায়ক সুদীপ রায় বর্মণ বলেন, ত্রিপুরার মালিক জনগণ। রাজ্যে আমার, আপনার, প্রদ্যোতবাবু সহ সকল অংশের মানুষের অধিকার রয়েছে। তাঁর কথায়, এখনো প্রদ্যোতের মানসিকতা রাজন্য শাসনে থাকলে তা ভুল হবে। তার মানসিকতা পরিবর্তন করতে হবে।

শ্রীবর্মণের দাবি, আসলে হতাশা থেকে প্রদ্যোত বিতর্কিত মন্তব্য করেছেন। কারণ, ছয় মাসের কথা বলে ১৮ মাস অতিক্রম করলেও এখনো পর্যন্ত ত্রিপাক্ষিক চুক্তি মানছে না কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার। সামনেই ভিলিজ কমিটির নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। তিপ্রাসাদের কাছে কি জবাব দেবেন তিনি। এই চিন্তায় তিনি দিল্লিতে ত্রিপুরার মালিক বলে নিজেকে অখ্যায়িত করেছেন।

আজ উপ-রাষ্ট্রপতি পদে শপথ সি পি রাধাকৃষ্ণনের

নয়াদিল্লি, ১১ সেপ্টেম্বর ।। নবনির্বাচিত উপ-রাষ্ট্রপতি চন্দ্রপুরম পন্নুস্বামী রাধাকৃষ্ণন আগামী ১২ সেপ্টেম্বর* শুক্রবার রাষ্টপতি ভবনে শপথ গ্রহণ করবেন। পন্ডিতের মতে, নবনির্বাচিত উপ-রাষ্ট্রপতি সিপি রাধাকৃষ্ণনের শপথগ্রহণ অনুষ্ঠানটি সকালে অনুষ্ঠিত হবে। কারণ সময়টি শুভ।

রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু রাধাকৃষ্ণনকে উপ-রাষ্ট্রপতির পদে শপথ বাক্য পাঠ করাবেন। এই শপথগ্রহণ অনুষ্ঠানকে ঘিরে ইতিমধ্যে দিল্লিতে প্রস্তুতি জোরকদমে চলছে। বিশিষ্ট রাজনৈতিক নেতা ও বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবেন। ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী অধ্যাপক(ডা.) মানিক সাহা ওই শপথগ্রহণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবেন। তার জন্য আজকেই তিনি দিল্লি গেছেন।

রাজ্যের ২১টি বাজারকে ই-মার্কেটে রূপান্তরিত করা হবেঃ কৃষি মন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ সেপ্টেম্বর।। কৃষকদের আয় বৃদ্ধির লক্ষ্যে রাজ্যের কৃষি ও কৃষক কল্যাণ দপ্তর, কেন্দ্র সরকারের সহায়তায় রাজ্যের মোট ২১টি বাজারকে ই-মার্কেটে রূপান্তর করতে চলেছে। এর মাধ্যমে রাজ্যের কৃষকরা তাঁদের উৎপাদিত পণ্য অনলাইনের মাধ্যমে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে বিক্রি করতে পারবেন। আজ এই ঘোষণা করেন রাজ্যের কৃষি ও কৃষক কল্যাণ দপ্তরের মন্ত্রী রতন লাল নাথ। মন্ত্রী আজ ধলাই জেলার কুলাইয়ে নবনির্মিত বাজার এবং নোয়াগাঁও গ্রামে গ্রামীণ জ্ঞানকেন্দ্রের উদ্বোধন করেন।

মন্ত্রী জানান, রাজ্যে বর্তমানে মোট ৫৫৪টি কৃষি বাজার রয়েছে। এর মধ্যে ৮৪টি পাইকারি বাজার এবং সেই তালিকায় ২১টি কৃষি উৎপাদন বাজার অন্তর্ভুক্ত। কৃষিমন্ত্রী বলেন, আমাদের সরকার গত সাত বছর ধরে ক্ষমতায় রয়েছে। আমরা মনে করি শুধুমাত্র কৃষিজ উৎপাদন যথেষ্ট নয়। উৎপাদিত পণ্যকে শিল্পপণ্যের মতোই বাজারজাত করার ব্যবস্থা করতে হবে। ২০১৮ সালের আগে সাত বছরে আগের সরকার বাজার উন্নয়নে খরচ করেছিল ২০ কোটি ২০ লক্ষ টাকা। অথচ আমাদের সরকারের সাত বছরে এই খাতে ব্যয় হয়েছে ৩০৩ কোটি টাকা। এর মাধ্যমে স্পষ্ট বোঝা যায় কৃষকদের জন্য সরকার কতটা আন্তরিকভাবে কাজ করছে। মন্ত্রী জানান, রাজ্যে মোট ২১টি বাজারকে ধাপে ধাপে ইলেকট্রনিক ন্যাশনাল এগ্রিকালচার মার্কেট (ত্রঙ্কুঞ্চঞ্চ)-এর আওতায় আনা হবে। তিনি আরও বলেন এই প্রকল্প কেন্দ্র সরকারের উদ্যোগ। এর মাধ্যমে কৃষকরা বাড়িতে বসেই তাঁদের উৎপাদিত পণ্যের ছবি ও পরিমাণ আপলোড করে দেশের যেকোনো স্থানে সঠিক মূল্যে বিক্রি করতে পারবেন।

মন্ত্রী জানান, প্রথম পর্যায়ে সাতটি বাজার যেগুলো হল পানিসাগর, পাবিয়াছড়া , কুলাই বাজার, তেলিয়ামুড়া, মোহনপুর, সোনামুড়া ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

নেপালে আটকে আগরতলার স্বপ্নজিত দিশেহারা পরিবার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ সেপ্টেম্বর।। নেপালে চলতে থাকা রাজনৈতিক অস্থিরতার জেরে আটকা পড়েছেন ত্রিপুরার ছেলে স্বপ্নজিত চৌধুরী। জানা যায়, গত ৪ সেপ্টেম্বর একটি সেমিনারে যোগ দিতে নেপালে গেছিলেন তিনি। পুরাতন আগরতলার বাসিন্দা খোকন চৌধুরীর ছেলে স্বপ্নজিত ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

ঐক্যবদ্ধ থাকুন, তবেই পূরণ হবে দাবিদাওয়া রেশন ডিলারদের পরামর্শ খাদ্যমন্ত্রীর

***নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ সেপ্টেম্বর।।** সকল ন্যায্য মূল্যের দোকানের মালিকদের ঐক্যবদ্ধ থাকতে হবে। তাহলে সরকারের ক্ষেত্রেও সুবিধা হবে সরকারি সুযোগ সুবিধা ও দাবিদাওয়াগুলি পৌঁছে দিতে। রাজ্যের রেশন ডিলাররা সংঘবদ্ধ না থাকলে রাজ্য সরকারও তাদের সাহায্যে উৎসাহ হারাবে। আজ ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি সদর এএমসি কমিটির ৮ম ত্রিবার্ষিক সম্মেলনে একথা বলেন মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী।* ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

সরকারি বিদ্যালয়গুলিতে ‘ইউনিফাইড স্কুল ইউনিফর্ম’ বাধ্যতামূলক করল রাজ্য সরকার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ সেপ্টেম্বর।। রাজ্যে সমস্ত সরকারি বিদ্যালয়গুলিতে 'ইউনিফাইড স্কুল ইউনিফর্ম' বাধ্যতামূলক করল রাজ্য সরকার। রাজ্য সরকার এক গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপে প্রথম শ্রেণি থেকে দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত শিক্ষার্থীদের জন্য এই সিদ্ধান্ত কার্যকরে নির্দেশ জারি করেছে। এই নির্দেশ আগামী শিক্ষাবর্ষ থেকে কার্যকর হবে।

ত্রিপুরা মাধ্যমিক শিক্ষা দপ্তরের জারি করা সরকারি নির্দেশিকায় বলা হয়েছে, বিদ্যাজ্যোতি বিদ্যালয়, প্রধানমন্ত্রী-শ্রী (ঞ্চঞ্চ-ছ্ছটুজ্জ) বিদ্যালয় এবং অন্যান্য সকল সরকারি বিদ্যালয়ে 'ইউনিফাইড স্কুল ইউনিফর্ম' প্রয়োগ করা হবে। তবে, পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার শিশুবিহার উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়, সুখময় উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়, উমাকান্ত একাডেমি এবং উনকোটি জেলার পিএম-শ্রী রাধাকিশোর ইন্সটিটিউশন, এই চারটি প্রতিষ্ঠানকে এই নির্দেশনার বাইরে রাখা হয়েছে।

বর্তমান শিক্ষাবর্ষে বিদ্যালয়গুলিকে নতুন ও পুরনো উভয় ইউনিফর্ম ব্যবহারের অনুমতি দেওয়া হয়েছে। যাতে ধাপে ধাপে রূপান্তর সম্ভব হয়। তবে, আগামী শিক্ষাবর্ষ থেকে 'ইউনিফাইড স্কুল ইউনিফর্ম' ব্যবহার বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। সমগ্র শিক্ষা প্রকল্পের আওতায় ইতিমধ্যে প্রথম শ্রেণি থেকে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত শিক্ষার্থীদের জন্য ইউনিফর্ম সরবরাহ শুরু হয়েছে এবং শীঘ্রই তা সম্পূর্ণ হবে বলে জানা গেছে।

এই উদ্যোগের মূল লক্ষ্য হল বিদ্যালয়ে শৃঙ্খলা বজায় রাখা, শিক্ষার্থীদের মধ্যে সমতা ও ঐক্যের মনোভাব গড়ে তোলা এবং একটি অভিন্ন প্রাতিষ্ঠানিক পরিচয় প্রতিষ্ঠা করা। জেলা শিক্ষা আধিকারিকদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যাতে তারা এই নির্দেশনার যথাযথ বাস্তবায়ন নিশ্চিত করেন ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

পুর নিগমের ১৬ কোটি টাকা উধাও, গঠিত হল বিশেষ তদন্তকারী টিম

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ সেপ্টেম্বর।। পুর নিগমের টাকা আত্মসাতের মামলায় বিশেষ তদন্তকারী টিম (সিট) গঠন করা হয়েছে। আগরতলা পশ্চিম থানার আওতায় এই মামলার তদন্তে বিশেষ তদন্তকারী দল গঠন করেছে পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা পুলিশ প্রশাসন। জেলা পুলিশ সুপার নামিত পাঠকের জারি করা আদেশে এ কথা জানা গেছে।

আর মাত্র ১৬ দিন

আদেশ অনুযায়ী, ৪ সেপ্টেম্বর দায়ের হওয়া আগরতলা পশ্চিম থানার মামলা নং ২০২৫ ডাব্লিউএজি ১০১ ধারা ৬১(২)/৩১৮(২)/৩১৯/৩১৬(৫)/৩৩৬(৩)/৩৪০(২)/ ৩৪১/৩৩৮ ভারতীয় দণ্ডবিধি (বিএনএস) অনুসারে তদন্তের জন্য এই বিশেষ দল গঠন করা হয়েছে। মামলাটি সংবেদনশীল হওয়ায় ন্যায়সঙ্গত বিচার নিশ্চিত করতে সিট সদস্যদের দ্রুত ও নিখুঁত তদন্ত করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

বিশেষ তদন্তকারী দলে রয়েছেন, ধ্রুব নাথ, তদন্তকারী দলের প্রধান তথা অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (আরবান) পশ্চিম। এছাড়াও রয়েছেন দেব প্রসাদ রায়, এসডিপিও সদর, পশ্চিম আগরতলা থানার অফিসার-ইন-চার্জ রাণা চ্যাটার্জি এবং রঞ্জিত দাস, তদন্তকারী অফিসার। পুলিশ সুপার নামিত পাঠক নির্দেশ দিয়েছেন, সিট সদস্যরা নিয়মিত বৈঠকের মাধ্যমে মামলার ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

ভারত থেকে বিদ্যুৎ আমদানি বাড়াল বাংলাদেশ

জাকির হোসেন, ঢাকা, ১১ সেপ্টেম্বর ।। বিদ্যুতের ক্রমবর্ধমান চাহিদা মোকাবিলায় ভারত থেকে বিদ্যুৎ আমদানি ও তেলভিত্তিক বিদ্যুৎ উৎপাদন বাড়িয়েছে বাংলাদেশ। গ্যাস সরবরাহে সীমাবদ্ধতা ও কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্রগুলির রক্ষণাবেক্ষণজনিত কারণে এই পদক্ষেপ নিতে হয়েছে বলে জানিয়েছেন সংশ্লিষ্টরা।

২০২৫ সালের প্রথম সাত মাসে ভারতের কাছ থেকে বাংলাদেশের বিদ্যুৎ আমদানি ৭০ শতাংশ বেড়েছে। এর বেশিরভাগই এসেছে ঝাড়খণ্ডে অবস্থিত আদানি পাওয়ারের একটি কয়লাভিত্তিক কেন্দ্র থেকে।

একসময় গ্যাস নির্ভরতা বেশি থাকলেও অবকাঠামোগত চ্যালেঞ্জ ও উচ্চ ব্যয়ের কারণে বাংলাদেশ এখন আমদানি ও তেলভিত্তিক উৎপাদনের দিকে ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

জাগরণ আগরতলা, ১২ সেপ্টেম্বর,২০২৫ ইং
২৬ভাদ্র, শুক্রবার,১৪৩২ বঙ্গাব্দ

ভাষার ভিত্তিতে অনুপ্রবেশকারী নয়

হঠাৎই দেশ জুড়িয়া এক অন্য সন্ত্রাস শুরু হইয়া গিয়াছে। বাংলা ভাষা বলিলেই দাগিয়ে দেওয়া
হইতেছে বাংলাদেশি বলিয়া। এমন ছবি দেশের বিভিন্ন জায়গা থেকে উঠিয়া আসিয়াছে বার বার। বহু পরিযায়ী শ্রমিকরা মূলত ভাষাভাষী মানুষ যাহারা দেশের বাইরে কাজ করিতে গিয়াছেন তাঁহাদেরকে বাংলাদেশি বলিয়া দাগিয়া দেওয়ার পাশাপাশি বাংলাদেশেও 'পুশব্যাক' করা হইয়াছে। অপরাধ, বাংলা ভাষায় কথা বলা। এই ধরনের অভিযোগ যথেষ্টই অসন্তোষ ও উত্তেজনা বৃদ্ধি পাইয়াছে সারা দেশ জুড়িয়া। সদ্য ঘটিয়া যাওয়া একটি ঘটনা বাংলা ভাষায় কথা বলিবার জন্য বাংলাদেশে পুশব্যাক করা হয়। এই নিয়া ওঠে প্রশ্ন, কোন ব্যক্তির পরিচয় সে বাংলাদেশে কি না তাঁহার ভাষা দিয়া কি সত্যিই বিচার করা সম্ভব? কারণ তাহার পরিচয়পত্র রহিয়াছে, রহিয়াছে ভোটার কার্ড, আধার কার্ড। যা দিয়ে খুব সহজেই প্রমাণ করা বা বোঝা যেতে পারে তিনি ভারতীয় নাগরিক না বাংলাদেশের। আর সেই আইন অনুযায়ী কোন পরিচয়পত্র যাচাই না করিয়াই একটি মানুষকে বাংলাদেশী বলিয়া দাগিয়া দেওয়া যিনি প্রকৃতপক্ষে ভারতীয় বাসিন্দা বাঙালি ও ভারতের নাগরিক। তাঁহাকে এভাবে বাংলাদেশে পাঠাইয়া দেওয়া বা বাংলাদেশি তকমা দিয়া অসম্মান করাটা একজন ভারতীয় নাগরিকের কাছে কতটা সম্মানজনক !বাংলা ভাষা নিয়া এই ধরনের কুরুচিকর মন্তব্য এবং পদক্ষেপ যাহা অতি অসম্মানজনক বাংলা ও বাঙালির পক্ষে, তাহার বিরুদ্ধে পাশাপাশি কংগ্রেস, সিপিএম উভয়ই আন্দোলনে মাঠে না নামিয়া পড়ে। আর এই প্রতিবাদের আগুন ছড়াইয়া পড়ে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে, যাহার কারণে যথেষ্ট চাপে পড়ে কেন্দ্র তথা বিজেপি সরকার। মূলত বিজেপিশাসিত রাজ্যগুলিতেই বাংলা ও বাঙালিকে অসম্মান করার চিত্র প্রবল ভাবে প্রকাশ্য আসিয়াছে। প্রতিবাদের ঝড় ও আঁচ গিয়ে পড়েছে সুপ্রিম কোর্টেও। বাংলাদেশে পুশব্যাক করা নিয়া মামলা হয়েছিল কলকাতা হাইকোর্টে। আর সেই মামলার অবিলম্বে শুনানি ও ফয়সালা যাতে শীঘ্র হয় সেই জন্য সুপ্রিম কোর্ট বার্তা দিয়েছে। দেশের শীর্ষ আদালত স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছে, কোনও ব্যক্তির ভাষা নিয়ে সে দেশি না বিদেশি তার সিদ্ধান্ত করা যায় না। তাঁর প্রকৃত পরিচয়পত্র রয়েছে, তা দিয়েই নাগরিকত্ব বিচার করা উচিত।গত ২৯ আগস্ট সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি সূর্য্যকান্ত, বিচারপতি জয়মাল্য বাগচী এবং বিচারপতি বিপুল পাঞ্চোলির ডিভিশন বেঞ্চ কেন্দ্রের কাছে জানতে চায়, রাজ্যে রাজ্যে যে বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারীদের চিহ্নিত করিয়া ফেরত পাঠানোর কার্য্যক্রম শুরু হইয়াছে তাহার পদ্ধতি (স্ট্যান্ডার্ড অপারেটিং প্রসিডিউর) কি? একই সঙ্গে বিচারপতি জয়মাল্য বাগচী প্রশ্ন তুলিয়াছেন, কোন ব্যক্তির ভাষার ভিত্তিতে তাকে কি অনুপ্রবেশকারী বলিয়া চিহ্নিত করা যায়? ভাষার ভিত্তিতে কি তাঁর নাগরিকত্ব নির্ধারণ করা যায়?
দিল্লি পুলিশ সম্প্রতি বাংলা ভাষাকে বাংলাদেশি ভাষা হিসাবে উল্লেখ করিয়ূছিলেন একটি বিজ্ঞপ্তি জারি করিয়া। যা হা খুবই নিন্দনীয় এবং দুর্ভাগ্যজনক। আর সেই নিয়েই বিচারপতি বাগচী জেনারেল সলিসিটর তুষার মেহতার কাছে প্রশ্ন তোলেন, "যেখানে কোনও ব্যক্তিকে ভাষার ভিত্তিতে বিদেশি বলিয়া দাগিয়ে দেওয়া হয়, সেখানে আমরা এই পক্ষপাতদুষ্ট প্রক্রিয়া নিয়ে ব্যাখ্যা চাই।"

লখনউ সহ ৫টি বিমানবন্দরে 'ফাস্ট ট্র্যাক ইমিগ্রেশন-ট্রাস্টেড ট্র্যাভেলার প্রোগ্রাম' উদ্বোধন করলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ

নয়াদিল্লি, ১১ সেপ্টেম্বর: আন্তর্জাতিক যাত্রীদের জন্য আরও দ্রুত, মসৃণ ও নিরাপদ ইমিগ্রেশন পরিষেবা প্রদানের লক্ষ্যে আজ কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে লখনউ, তিরুবনন্তপুরম, তিরুচিরাপল্লি (ত্রিচি), কোঝিকোড় (ক্যালিকট) ও অমৃতসর বিমানবন্দরে 'ফাস্ট ট্র্যাক ইমিগ্রেশন-ট্রাস্টেড ট্র্যাভেলার প্রোগ্রাম'-এর উদ্বোধন করেন।
এই প্রোগ্রামের অধীনে বিদেশ থেকে আগত ভারতীয় নাগরিক ও ওভারসিজ সিটিজেন অব ইন্ডিয়া যাত্রীদের জন্য আরও উন্নত সুবিধা নিশ্চিত করা হবে। ইমিগ্রেশন প্রক্রিয়া হবে ই-গেট বা অটোমেটেড বর্ডার গেট-এর মাধ্যমে, যেখানে মানবীয় হস্তক্ষেপ অনেকটাই কমে আসবে, ফলে প্রক্রিয়া হবে দ্রুত ও ঝঞ্ঝাটমুক্ত।
অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে অমিত শাহ বলেন, এই ট্রাস্টেড ট্র্যাভেলার প্রোগ্রামের মাধ্যমে ইমিগ্রেশন প্রক্রিয়া এখন অনেক সহজ, দ্রুত ও নিরাপদ হয়েছে। এটি একদিকে যেমন যাত্রীদের জন্য সহজতা ও স্বাচ্ছন্দ্য নিশ্চিত করবে, অন্যদিকে জাতীয় নিরাপত্তাকেও শক্তিশালী করবে।
তিনি জানান, এই প্রকল্পটি প্রথম চালু হয়েছিল গত বছর দিল্লি বিমানবন্দরে, এবং বর্তমানে এটি দেশের ১৩টি বিমানবন্দরে চালু হয়েছে। এখন পর্যন্ত তিন লক্ষ যাত্রী এই পোর্টালে নিবন্ধন করেছেন বলেও জানান মন্ত্রী।
স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আরও জানান, গত এগারো বছরে আন্তর্জাতিক যাত্রী চলাচলে ব্যাপক বৃদ্ধি হয়েছে। ২০১৪ সালে বিদেশগামী ভারতীয় যাত্রীর সংখ্যা ছিল ৩ কোটি ৫৪ লক্ষ, যা ২০২৪ সালে বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৬ কোটি ১২ লক্ষ অর্থাৎ প্রায় ৭৩ শতাংশ বৃদ্ধি। পাশাপাশি, বিদেশ থেকে ভারতে আগত যাত্রীর সংখ্যাও বেড়েছে ২০১৪ সালে ছিল ১ কোটি ৫৩ লক্ষ, যা ২০২৪ সালে বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়িয়েছে প্রায় ২ কোটি।
বিশেষজ্ঞদের মতে, এই ধরনের ডিজিটাল ও প্রযুক্তিভিত্তিক উদ্যোগ ভবিষ্যতের স্মার্ট ইমিগ্রেশন ব্যবস্থার পথপ্রদর্শক হবে এবং আন্তর্জাতিক ভ্রমণকারীদের অভিজ্ঞতাকে আরও উন্নত করে তুলবে।

দেশজুড়ে ডেঙ্গু ও ম্যালেরিয়া পরিস্থিতি নিয়ে পর্যালোচনা বৈঠক করলেন কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী জে পি নাড্ডা, রাজ্যগুলিকে সতর্ক থাকার নির্দেশ

নয়াদিল্লি, ১১ সেপ্টেম্বর: দেশে ডেঙ্গু ও ম্যালেরিয়ার বর্তমান পরিস্থিতি পর্যালোচনা করতে আজ এক উচ্চপর্যায়ের বৈঠক করেন কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী জে পি নাড্ডা। রাজ্যগুলোর দ্বারা গৃহীত প্রতিরোধমূলক পদক্ষেপগুলিকে আরও কার্যকর করে তোলার লক্ষ্যে এই বৈঠকের আয়োজন করা হয়।
বৈঠকে মন্ত্রী দেশের বিভিন্ন রাজ্যে ডেঙ্গু ও ম্যালেরিয়ার বর্তমান চিত্র ও প্রতিরোধে মূল চ্যালেঞ্জগুলোর খোঁজখবর নেন। তিনি রাজ্য সরকার, স্থানীয় প্রশাসন এবং জনসাধারণকে এই উচ্চ-ঝুঁকির সময়ে রোগ নিয়ন্ত্রণে আরও সক্রিয় পদক্ষেপ গ্রহণের আহ্বান জানান।
মন্ত্রী দেশের সব মুখ্যমন্ত্রীকে উদ্দেশ করে একটি পরামর্শ জারি করেছেন, যাতে তারা আগামী কয়েক মাস সতর্ক থেকে প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থার পাশাপাশি জনসচেতনতা বৃদ্ধিতে জোর দেন।
তিনি রাজ্যগুলির স্বাস্থ্যমন্ত্রীদের প্রতি আহ্বান জানান, যেন তারা নিজে হাতে পরিস্থিতির পর্যালোচনা করেন এবং আগামী ২০ দিনের মধ্যে একটি বিস্তারিত কর্মপরিকল্পনা তৈরি করেন। নাড্ডা বলেন, কেন্দ্রের আওতাধীন হাসপাতালগুলিও যেন পর্যাপ্ত পরিমাণে ওষুধ, পরীক্ষা ব্যবস্থা, শয্যা এবং মশামুক্ত পরিবেশ নিশ্চিত করে।
স্বাস্থ্যমন্ত্রী জানান, ম্যালেরিয়া প্রতিরোধে ভারত উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি করেছে। ২০১৫ থেকে ২০২৪ সালের মধ্যে ম্যালেরিয়া আক্রান্তের সংখ্যা ও মৃত্যুর সংখ্যা উভয়ই ৭৮ শতাংশের বেশি হ্রাস পেয়েছে। তিনি জানান, ২০২২ থেকে ২০২৪ সালের মধ্যে দেশের ১৬০টি জেলা শূন্য ম্যালেরিয়া সংক্রমণ রিপোর্ট করেছে।

নেপালের 'জেন-জি' আন্দোলন

প্রবীর মজুমদার

দু'দিনের লাগামছাড়া রক্তাক্ত বিক্ষোভের মুখে পদত্যাগ করেছেন নেপালের প্রধানমন্ত্রী কেপি শর্মা অলি। সামাজিক মাধ্যম বন্ধ এর করাকে কেন্দ্র করে সোমবার নেপালে "জেন-জি" আন্দোলনের সূত্রপাত। মঙ্গলবার সন্ধ্যা পর্যন্ত নেপালি আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর মুখোমুখি হয়ে ২৩ জন রে আন্দোলনকারী প্রাণ হারিয়েছে। এ সংখ্যা আরও বাড়ার আশঙ্কা রয়েছে। আইনসভার - মতো রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানে আন্দোলনকারীরা আগুন দিয়েছে। ঘটনার সূত্রপাত আপাতত সামাজিক মাধ্যম বলা হলেও অন্য কারণ থাকার সমূহ আশঙ্কা রয়েছে। সকালে কাঠমান্ডুর বাণেশ্বর এলাকায় প্রথম বিক্ষোভ শুরু হয় এবং অল্প সময়ের মধ্যে তা রাজধানীর সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে। বিক্ষোভদমনে দেশটির সরকার সেনাবাহিনী মোতায়েন করে। পুলিশ ও সেনাবাহিনীর সঙ্গে বিক্ষোভকারীদের সংঘাতে সময় পুলিশের গুলিতে অন্তত ১৯ জন বিক্ষোভকারী নিহত হয়, যাদের মধ্যে ড. শিক্ষার্থীরাও ছিলেন। এ ঘটনায় ৪০০ জনের বেশি তরুণ আহত হন। এই ঘটনার দায় নিয়ে দেশটির স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ও কৃষিমন্ত্রীও পদত্যাগ করেন।
সংবাদমাধ্যম গুলোতে বলা হচ্ছে, ফেসবুক, ইউটিউব, এক্স, রেডিট, লিংকডইন প্রভৃতি সামাজিক মাধ্যম নেপাল সরকার-নির্দেশিত নিয়ম মানতে ব্যর্থ হওয়ায় দেশটিতে এসবের কার্যক্রম ব্লক করে দেওয়া হয়। সরকারের এ সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে জেন-জি প্রজন্ম বিক্ষোভ করতে রাস্তায় নেমে পড়ে। এক পর্যায়ে পুলিশের সঙ্গে তাদের সংঘাত বাধে। মূলত বিরোধী দলগুলোকে দমন, মতপ্রকাশের স্বাধীনতা সংকুচিত ও সংবাদমাধ্যম শৃঙ্খলিত করার উদ্দেশ্যেই সরকার এসব সামাজিক মাধ্যম বন্ধ করে দিয়েছে। এ ছাড়া সমাজে বিরাজমান। বিভিন্ন সমস্যা-উদ্ভুত ক্ষোভজনিত আন্দোলন দমিয়ে রাখার উদ্দেশ্যেও এ পদক্ষেপ নেওয়া হতে পারে। এ সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে সোমবার রাস্তায় নেমে র আসা তরুণরা বলেন, তারা সরকারের কর্তৃত্ববাদী মনোভাবের বিরুদ্ধেও প্রতিবাদ করছে। বিক্ষোভকারীরা বলছেন, সোশ্যাল মিডিয়ার ওপর নিষেধাজ্ঞাই তাদের বিক্ষোভের জন্য জড়ো হওয়ার প্রধান কারণ। তবে সোশ্যাল মিডিয়া নিষিদ্ধ করার পাশাপাশি সকলের দুর্নীতির দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করাও তাদের উদ্দেশ্য। সাম্প্রতিক সপ্তাহগুলোতে নেপালের সোশ্যাল মিডিয়ায় রাজনীতিবিদদের সন্তানদের বিলাসবহুল জীবনযাত্রা এবং তাদের দুর্নীতির অর্থায়নের অভিযোগে "নেপো কিড" নামে একটি প্রচারণা শুরু হয়।
গত বছর বিশ্ববাসী বাংলাদেশে জেন-জির বিক্ষোভ দেখেছে। যার ফলে শেখ হাসিনা ক্ষমতাচ্যুত হন। বাংলাদেশের সঙ্গে নেপালের আর্থসামাজিক ও রাজনৈতিক পরিস্থিতিরও বহু ক্ষেত্রে মিল খুঁজে পাওয়া যায়। বাংলাদেশের মতোই ভূরাজনৈতিক কারণে দেশটির অর্থনীতি প্রতিবেশী প্রভাবিত। বিশেষত নেপালের দুই পাশে রয়েছে এশিয়ার দুই বৃহৎ শক্তি ভারত ও চিন।
পঞ্চাশ ও ষাটের দশকে বিশ্বব্যাপী ঔপনিবেশিত দেশগুলো যখন স্বাধীন হতে শুরু করে, রাজতন্ত্র শাসিত নেপালেও এ সময় ব্যাপক রাজনৈতিক অস্থিরতা দেখা দেয়। নব্বইয়ের দশকে গড়ে ওঠে গণআন্দোলন। শেষ পর্যন্ত দীর্ঘ গৃহযুদ্ধ শেষে একুশ শতকে এসে দেশটি রাজতন্ত্র থেকে সংসদীয় ব্যবস্থায় রূপ নেয়। রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় রূপান্তর ঘটলেও অর্থনৈতিক রূপান্তর সম্ভব হয়নি; বরং সংকট বিভিন্নভাবে বেড়েছে। চাহিদা অনুযায়ী যথেষ্ট কর্মসংস্থান গড়ে ওঠেনি। তা ছাড়া দীর্ঘদিন গুটিকয়েক মানুষের হাতে ক্ষমতা কুক্ষিগত থাকা এবং অর্থনীতিতে ব্যবসায়ী গোষ্ঠীর নিয়ন্ত্রণ দিন দিন বাড়তে থাকায় সমাজের ভেতরেই ক্ষোভ বিরাজ করছিল, যা প্রায় সময় রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতার মধ্য দিয়ে স্পষ্ট হয়ে পড়ে। মূলত রাজতন্ত্রের বিলোপ ঘটলেও কতিপয় ব্যবসায়িক বলয়ে দেশটি পৈতৃক শাসনাধীনের রূপ পরিগ্রহ করেছে।
নেপালের অর্থনৈতিক মন্দার একটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ হলো নিশ্চিত না হয়ে অনুমানের ভিত্তিতে মুনাফা লাভের আশায় রিয়েল এস্টেট তথা প্রধানত জমির মতো অনুৎপাদনশীল খাতে বিনিয়োগ করা। তা ছাড়া দেশটির অর্থনীতির বড় একটি অংশ রেমিট্যান্সনির্ভর। কর্মসংস্থানের অভাবে প্রতিদিন ছয় সহস্রাধিক তরুণ বিদেশ পাড়ি দিচ্ছে। বিশেষজ্ঞদের মতে, নেপাল এখনও গুরুতরভাবে কেন্দ্রীয় শাসনাধীন। এখানে বিকেন্দ্রীকরণের যথেষ্ট অভাব রয়ে গেছে। সংঘাত ও পদ্ধতিগত সহিংসতা রাজনীতি উত্তপ্ত করেই চলেছে। তবে প্রধানমন্ত্রীর পদত্যাগেও উত্তেজনা প্রশমিত হয়নি। বিক্ষোভকারীরা জানিয়েছেন, কেবল নেতৃত্ব পরিবর্তন নয়, তারা চায় রাজনৈতিক ব্যবস্থার মৌলিক সংস্কার ও কার্যকর জবাবদিহি। তরুণদের অভিযোগ দীর্ঘদিন ধরে দেশের বড় রাজনৈতিক দলগুলো শুধু ক্ষমতার ভাগাভাগি নিয়ে ব্যস্ত থেকেছে, অথচ শিক্ষা, কর্মসংস্থান ও সুশাসনের প্রশ্নে জনগণের প্রত্যাশা পূরণ করতে ব্যর্থ হয়েছে। সম্প্রতি প্রেসিডেন্ট রামচন্দ্র পৌডেল ২০২৫-২৬ অর্থবছরে ১১ দফার ঘোষণা করেছেন। এতে নীতি ও বাস্তবায়নের মধ্যে রয়েছে ব্যাপক দূরত্ব। তা ছাড়া তৃতীয় বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতোই এখানে জনসেবা খাতগুলো বেশ দুর্বল। যেমন শিক্ষা, স্বাস্থ্যসেবা, সামাজিক সুরক্ষা ব্যবস্থা, বিচার ব্যবস্থাসহ রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলো পদ্ধতিগত সমস্যায় জর্জরিত, যা স্বাভাবিকভাবেই সমাজে ক্ষোভের দানা বপন করে রেখেছে। বিশ্বায়নের ফলে যে কোনো আন্দোলন দ্রুত অপরাপর দেশে ছড়িয়ে পড়ে। সুতরাং তৃতীয় বিশ্বের বহু সরকারকে এখন বিভিন্ন ভূরাজনৈতিক অভিজ্ঞতার মুখোমুখি হতে হচ্ছে, তেমনি দেশগুলোর অভ্যন্তরীণ ক্ষমতার কুক্ষিগত কাঠামোতেও ব্যাপক চাপ ও তাপ তৈরি হচ্ছে। নেপালের চলতি পরিস্থিতি যেমন অভ্যন্তরীণ বহু ঘটনা দ্বারা তাড়িত, তেমনি সেখানে বহু বৈশ্বিক আন্দোলন আগুনে ঘি ঢালার মতো ইন্ধন দিয়েছে। বিশেষত আমেরিকার বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে সরকার-বিরোধী আন্দোলন, মিয়ানমারে জান্তা-বিরোধী লড়াই, বাংলাদেশের জুলাই গণঅভ্যুত্থান নেপালি তরুণদের উস্কে দেওয়ার যথেষ্ট সম্ভাবনা রয়েছে। নেপালেও দীর্ঘদিন ধরে ক্ষমতা কুক্ষিগত করে রাখার যে বলয় তৈরি হয়েছে, তা চলমান আন্দোলনের মধ্য দিয়ে ভেঙে যেতে পারে বৈ কি। পেছনে ফিরে যেতে চাইলে জনগণ তা মেনে নেবে না। অলির পদত্যাগ নেপালের চলমান রাজনৈতিক অচলাবস্থা ও যুবসমাজের ক্রমবর্ধমান ক্ষোভ প্রশমনের একটি বড় মোড় ঘুরনো ঘটনা হয়ে উঠতে পারে। ২০২৪ সালের জুলাই থেকে চতুর্থবারের মতো প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব পালন করছিলেন অলি। নেপালি কংগ্রেসের সমর্থনে তিনি ক্ষমতায় এসেছিলেন। তবে রক্তক্ষয়ী দমন-পীড়নের দায় তার প্রশাসনের ওপর চাপতে শুরু করলে ক্রমেই তার বিরুদ্ধে জনরোষ বাড়তে থাকে। মানবাধিকার সংগঠনগুলোও নিরস্ত্র বিক্ষোভকারীদের ওপর প্রাণঘাতী শক্তি ব্যবহারের জন্য অলির সরকারকে দায়ী করে।

অলি এর আগে ২০১৫-১৬, ২০১৮-২১. স্বল্প সময়ের জন্য ২০২১ সালে এবং সর্বশেষ ২০২৪ সালের জুলাই থেকে প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। দৃঢ় মনোভাব ও জাতীয়তাবাদী নীতির জন্য পরিচিত এই নেতা ক্ষমতায় আসেন স্থিতিশীলতা ও সমৃদ্ধির প্রতিশ্রুতি নিয়ে। তবে তার রাজনৈতিক জীবন শেষ হলো অস্থিরতা, জনঅসন্তোষ ও কর্তৃত্ববাদিতার অভিযোগের মধ্য দিয়ে। প্রধানমন্ত্রী কেপি শর্মা অলির পদত্যাগের পরও শান্ত হয়নি নেপালের রাজপথ। সর্বশেষ তথ্য অনুযায়ী, তিনি নেপাল ছেড়ে দুবাইয়ে পাড়ি জমানোর পরিকল্পনা করছেন।
(সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

পলাশীর প্রান্তরে নবাব সিরাজউদ্দৌলার শেষ যুদ্ধ

অমিতাভ ভট্টশালী

কলকাতা থেকে যে প্রধান জাতীয় মহাসড়ক—এনএইচ ১২ উত্তরবঙ্গের দিকে চলে গেছে, তারই ওপরে পলাশী। পশ্চিমবঙ্গের নদীয়া আর মুর্শিদাবাদ জেলার সীমান্তে।
দিন কয়েক আগে সিরাজউদ্দৌলাকে নিয়ে লেখার জন্য যখন রওনা হয়েছিলাম মুর্শিদাবাদের দিকে, তখনও আমার মনে পলাশীর প্রান্তরের প্রায় ১৮ বছরের পুরনো একটা ছবি গেঁথে ছিল, পলাশীর যুদ্ধের আড়াইশো বছর উপলক্ষে যখন সেখানে গিয়েছিলাম। এতবছর পরে জায়গাটা অনেকটাই বদলিয়েছে — বহিরঙ্গে। এত বছর পরে আবারও যখন ওই বিস্তীর্ণ ধানক্ষেতের দিকে তাকিয়ে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়েছিলাম, তখন সূর্য প্রায় ডোবে ডোবে। আমার পেছনে একটা স্মৃতিসৌধ, স্থানীয় মানুষদের মুখে যেটা "তিন গম্বুজ"।
ওই "তিন গম্বুজ" হলো আসলে নবাব সিরাজউদ্দৌলার তিন সেনাপতি — মীর মদন, বাহাদুর আলি খান আর নুয়ে সিং হাজারির স্মৃতিস্তম্ভ। এরা তিনজনেই ২৬৮ বছর আগে ১৭৫৭-র পলাশীর যুদ্ধে নিহত হয়েছিলেন ওই প্রান্তরেই। স্মৃতিস্তম্ভগুলো অবশ্য নির্মিত হয়েছে ১৯৭২-৭৩ সালে।
ওই পড়ন্ত আলোয় বলে উঠতে ইচ্ছা করছিল কাজী নজরুল ইসলামের "কাণ্ডারি হুঁশিয়ার" কবিতার ওই কয়েকটা ছত্র:
'কাণ্ডারি! তব সম্মুখে ঐ পলাশীর প্রান্তর, বাঙ্গালীর খুনে লাল হল যেথা ক্লাইভের খঞ্জর! ঐ গঙ্গায় ডুবিয়াছে হায়, ভারতের দিবাকর উদিবে সে রবি আমাদেরি খুনে রাঙিয়া পুনর্বার। পলাশীর প্রান্তর: ১৭৫৭ থেকে ২০২৫ গঙ্গা নদী, যা এই অঞ্চলে ভাগীরথী, সেটা অবশ্য ১৭৫৭-র পর থেকে গত আড়াইশো বছরে বেশ কিছুটা দূরে সরে গেছে। এখন আর পলাশীর প্রান্তরে দাঁড়িয়ে নদী দেখা যায় না। ঠিক কোথায় ছিল পলাশীর সেই ইতিহাস প্রসিদ্ধ আমবাগান, তা-ও আজ আর বোঝার উপায় নেই।
পলাশীর যুদ্ধাঙ্গনের একটিই স্বীকৃত মানচিত্র পাওয়া যায় আইরিশ সৈনিক স্যার এয়রে কোতের জীবনীতে। তিনি রবার্ট ক্লাইভের বাহিনীতে ক্যাপ্টেন ছিলেন। যুদ্ধের বহু পরে, ১৯২২ সালে প্রকাশিত তার জীবনীতে এই মানচিত্রটি প্রকাশিত হয়েছিল।
মুর্শিদাবাদের লালবাগ কলেজের ভূগোলের অধ্যাপক সুব্রত বিশ্বাস সেই মানচিত্রটিকে ভিত্তি হিসাবে ধরে গুগল আর্থের মাধ্যমে একটি সাম্প্রতিকতম ম্যাপ তৈরি করে দিয়েছেন বিবিসি বাংলাকে।
নিচে সেই ম্যাপটি দেওয়া হলো। এতে দেখা যাচ্ছে যে ক্লাইভের বাহিনী আর নবাবের বাহিনী কে কোথায় অবস্থান নিয়েছিলো।
আবার এ-ও দেখা যাচ্ছে, এখনকার নদীর অবস্থান আগে কোথায় ছিল। সিরাজের বাহিনীতে কত সৈন্য ছিল? এয়রে কোতের মানচিত্র দেখেই বোঝা যায় যে নবাবের বাহিনীর সৈন্য সংখ্যা ক্লাইভের থেকে অনেক গুণ বেশি ছিল। নানা বইতে লেখা পাওয়া যায় যে সিরাজউদ্দৌলার বাহিনীতে ছিল প্রায় ৫০ হাজার সৈন্য।
"পলাশীর ষড়যন্ত্র ও সেকালের সমাজ" বইটির লেখক ও প্রখ্যাত ইতিহাসবিদ রজতকান্ত রায় বিবিসি বাংলাকে বলছিলেন যে নবাবের বাহিনীতে কখনোই অত সৈন্য ছিল না। সেনাবাহিনীর সংখ্যা অনেকটা বাড়িয়ে দেখানো হয়েছিল।
তার কথায়, 'মীর জাফরের আর রায় দুর্লভের সৈন্য ছিল তিন হাজার ঘোড়া আর খাস রিসালদার, সেনাপতি — মীর মদন উপস্থিত ছিলেন ১০ হাজার ঘোড়া নিয়ে। মোট ১৩ হাজার সৈন্য।' 'এদের মধ্যে মীর মদন যুদ্ধ করলেন। মীর জাফর এবং রায় দুর্লভ দাঁড়িয়ে দেখলেন — কিছু করলেন না। মীরজাফর এবং রায় দুর্লভ দু'জনেই যুদ্ধে উপস্থিত থাকলেন, কিন্তু যুদ্ধের সময়ে লড়াই করলেন না। কারও পক্ষেই লড়াই করলেন না। তিনি (মীর জাফর) কুরআন ছুঁয়ে শপথ করেছিলেন যে তিনি সিরাজের বিরুদ্ধে যাবেন না এবং তিনি হাত ওঠাননি,' বলছিলেন অধ্যাপক রজতকান্ত রায়।
মুর্শিদাবাদ শহরে ঢোকার একটু আগে মতিঝিলে এখন রাজ্য সরকারের বেশ কয়েক কিলোমিটার বিস্তৃত পর্যটন কেন্দ্র, বিনোদন পার্ক। আদতে ঘসেটি বেগমের বাস করার জন্য নির্মিত সাং-ই দালানের কিছু ধ্বংসাবশেষ অবশ্য এখনো দেখা যায় সেখানে। কিন্তু এখন যে পর্যটকরা ওই বিনোদন পার্কে যান, তাদের অনেকে হয়ত কল্পনাও করতে পারবেন না যে ২৬৮ বছর আগে, একটা বর্ষা-সমাগতপ্রায় সময়ের সকালে সেখানে কী চলছিল। তবে আন্দাজ করাই যায় ১৭৫৭ সালের ২১শে জুন, মঙ্গলবার এখানে কী চলেছিল। নিশ্চয়ই চূড়ান্ত ব্যস্ততা ছিল সেদিন এখানে। হাজার হাজার পাইক-বরকন্দাজ-সিপাহি প্রস্তুত — হাতি, ঘোড়া বা উটের পিঠে চেপে রওনা হওয়ার জন্য তৈরি তারা.. সঙ্গে রয়েছে বিরাট পদাতিক বাহিনী। সবার সামনে হাতির পিঠে চেপে বসেছেন মাত্রই বছর দেড়েক আগে বাংলার মসনদে আসীন হয়েছেন যে তরুণ, সেই নবাব সিরাজউদ্দৌলা। বাহিনীতে ছিলেন মীর জাফরও। মীর জাফরকে যুদ্ধে আনতে অবশ্য বেগ পেতে হয়েছিল নবাব সিরাজকে। ইতিহাসবিদরা জানাচ্ছেন যে মীর জাফর সিরাজের হয়ে যুদ্ধে যেতে রাজি ছিলেন না। ততদিনে নবাব-বিরোধী ষড়যন্ত্রের অংশ হয়ে গেছেন তিনি। তবে স্বয়ং নবাব যখন তাকে বলেন যে মীর জাফরকে যুদ্ধ করতে হবে না, শুধু উপস্থিত থাকলেই হবে এবং এই কথাটা কুরআনে হাত রেখে শপথ করেছিলেন মীর জাফর। ততদিনে কলকাতা থেকে রবার্ট ক্লাইভের নেতৃত্বে ব্রিটিশ বাহিনী মুর্শিদাবাদের দিকে অনেকটাই এগিয়ে এসেছে। দুদিন পরে, ২৩শে জুন, ১৭৫৭ দুই বাহিনী মুখোমুখি হলো পলাশীর প্রান্তরে।
কেন বাঁধল যুদ্ধ? সংঘাতের প্রেক্ষিতটা তৈরি হচ্ছিল কয়েক দশক ধরেই। অধ্যাপক রজত কান্ত রায় তার বইতে লিখেছেন, 'পলাশীর যুদ্ধের চল্লিশ বছর আগে থাকতে মনসবদার, জমিদার, সওদাগর ইত্যাদি যে সকল কায়েমী স্বার্থ গজিয়ে উঠেছিল, তাদের সঙ্গে ওলন্দাজ, ইংরাজ, ফরাসী ইত্যাদি বিদেশি কোম্পানিগুলিকেও ধরতে হবে। বিশেষ করে কলকাতার ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি মুর্শিদাবাদ দরবারে উত্তরোত্তর প্রভাবশালী হয়ে উঠছিল।' নবাব আলিবর্দি খান এই সব কায়েমী স্বার্থগুলিকে স্বীয় প্রতিভাবলে বশে রাখতে পেরেছিলেন এবং বর্গিদের হঠাতে এই সব প্রভাবশালী শক্তির সহযোগিতা আদায় করতে সক্ষম হয়েছিলেন। তার নাতি সিরাজউদ্দৌলা অধৈর্য্য তরুণ। নবাব হয়ে তিনি ঐসব কায়েমী স্বার্থগুলির উপর নিজের নিরঙ্কুশ কর্তৃত্ব চাপিয়ে দিতে তৈরি হলেন, ' লিখেছেন রজত কান্ত রায়।
পলাশীর যুদ্ধের কিছুদিন আগেই নবাব সিরাজউদ্দৌলা কলকাতা দখল করে নিয়েছিলেন। অধ্যাপক রায়ের মতে 'নতুন নবাবের গণনায় ভুল হলো'। কিন্তু তারপরে তৎকালীন মাদ্রাজ থেকে ব্রিটিশ বাহিনী আসে কলকাতা পুনর্দখল করতে। রজতকান্ত রায় বলছেন, 'মনে রাখতে হবে, এটা কিন্তু কোম্পানির বাহিনী নয়, এটা রয়্যাল আর্মি।' নিজের বইতে তিনি লিখেছেন, 'প্রথম বার নবাব তাদের অনায়াসে কলকাতা থেকে তাড়িয়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু এবার ইতিহাসের অদৃষ্টপূর্ব চক্র আবর্তনে ফ্রান্সের সঙ্গে ইংল্যান্ডের সপ্ত বর্ষের যুদ্ধ বেঁধে যাওয়ায় ইংল্যান্ডের রাজার নৌবহর ও ফৌজ মাদ্রাজে এসে ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর মদত করতে হাজির ছিল।' মীর জাফর- মুর্শিদাবাদেরই জিয়াগঞ্জ শ্রীপথ সিংহ কলেজে ইতিহাসের অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক বিষাণ কুমার গুপ্ত বলছিলেন যে জাতীয়তাবাদী ইতিহাসবিদ, মার্কসীয় ইতিহাসবিদ এবং অ-মার্কসীয় ইতিহাসবিদদের মধ্যে পলাশী যুদ্ধের বিশ্লেষণ নিয়ে গুরুতর মতভেদ আছে।
তার কথায়, মার্কসীয় ইতিহাসবিদ এবং কয়েকজন অ-মার্কসীয় ইতিহাসবিদ বিশ্লেষণ করছেন যে পলাশীর যুদ্ধটা ছিল "কালমিনেশন অফ ইভেন্টস"।' বিবিসিকে তিনি বলছিলেন, 'পলাশীর যুদ্ধ কী আটকানো যেত? এটা হতই। ইট ওয়াজ দ্য কালমিনেশন অফ ইভেন্টস।'
'আওরঙ্গজেবের রাজত্বকাল থেকে যে সংকটটা শুরু হয়েছিল। শেষকালে জায়গিরদারি ব্যবস্থা বা মনসবদারি ব্যবস্থাটা এত তীব্র হলো তার ফলে কৃষি সংকটটা আরও তীব্র হয়ে চারিদিকে বিদ্রোহ হচ্ছে অতিরিক্ত করের বোঝার বিরুদ্ধে। এটা হিন্দু কৃষকদের মুসলমান শাসকদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ নয়।' 'এবং ইংরেজরা ফিল্ড স্টাডি করে এটা বুঝতে পেরেছিল এবং তারা সার্চ করতে শুরু করেছিল কীভাবে ঢোকা যায় এবং তারা জানতে পারল যে নেটিভ যারা ফিউডাল লর্ডস তারাই তো ষড়যন্ত্র শুরু করেছে — অতএব তাদেরকে মদত দাও,' বলেন তিনি। সিরাজের বিরুদ্ধে ওই ষড়যন্ত্রকারীদের মধ্যে প্রথমেই যার নাম মানুষ জানেন, তিনি হলেন মীর জাফর। ওই যুদ্ধের পর থেকেই বাংলা ভাষায় বিশ্বাসঘাতকতার আরেক নাম হয়ে গেছে মীর জাফর। তাদের সঙ্গে আরও অনেকের মধ্যেই ছিলেন জগৎ শেঠদের মতো ধনকুবের আর কৃষ্ণনগরের মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের মতো সামন্ত-প্রভুরাও।
'নিশ্চিতভাবেই মীর জাফর "বিশ্বাসঘাতকতা" করেছিলেন,' বলছিলেন অধ্যাপক গুপ্ত।
তবে মীর জাফরের বংশধরেরা যদিও মানতে চান না যে তিনি সিরাজের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছিলেন, সে প্রসঙ্গ অন্য সময়ে। ওই দিনই বদলে যায় ভারতের ইতিহাস পলাশীর যুদ্ধে পরাজয় অবশ্যম্ভাবী টের পেয়ে ২৩শে জুনই নিজের রাজধানী মুর্শিদাবাদের দিকে উটের পিঠে চেপে রওনা হয়ে যান নবাব সিরাজউদ্দৌলা। হাজির হন গঙ্গার পশ্চিম তীরে তার নিজের শখের প্রাসাদ হীরা ঝিলে। হীরা ঝিলের সেই প্রাসাদ আজ আর নেই। বেশিরভাগটাই গঙ্গায় তলিয়ে গেছে, কিছুটা অংশ মাটির নিচে চাপা পড়ে আছে। "নবাব সিরাজউদ্দৌলা স্মৃতি সুরক্ষা ট্রাস্ট" সেই প্রাসাদ পুনরুদ্ধার করার জন্য অনেক দিন ধরে চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে, নানা সরকারের কাছে আবেদন করছে। ওই ট্রাস্টের সভাপতি সমর্পিতা দত্ত বিবিসিকে বলছিলেন, 'যখন পলাশীর, মানে ২৩ তারিখ হয়ে গেল, তারপর তিনি যখন ফিরে এলেন, হীরা ঝিলেই কিন্তু ফিরে এসেছিলেন। তখন তার মনে হলো যে মুর্শিদাবাদ থেকে আমি বেরিয়ে গিয়ে রাজমহলের দিকে যাব, গিয়ে আমি তারপর ফরাসিদের সঙ্গে যুক্ত হয়ে আবার ফিরে আসব। হীরা ঝিল থেকেই সেদিন লাস্ট বেরিয়ে গিয়েছিলেন — ২৪ তারিখ রাতে।' পথেই তিনি ধরা পড়ে যান, তাকে ফিরিয়ে আনা হয় মুর্শিদাবাদে। এবার আর হীরা ঝিলের প্রাসাদে নয়, তাকে বন্দি করা হলো মীর জাফরের প্রাসাদে। কয়েকদিন বন্দি থাকার পরে তাকে হত্যা করা হয় দোসরা ও তেসরা জুলাই মধ্যরাতে। লালবাগ কলেজের ইতিহাসের অধ্যাপক ফারুক আবদুল্লা বলছিলেন, 'তার দেহকে বহু খণ্ডে টুকরো টুকরো করা হয় এবং তার আগে তাকে অত্যাচারও করা হয়। তার দেহকে কয়েক খণ্ডে বিভক্ত করা হয় এবং সেই দেহখণ্ডগুলো বস্তায় ভরে হাতির পিঠে চড়িয়ে গোটা মুর্শিদাবাদ শহর ঘোরানো হয়েছিল।' সিরাজউদ্দৌলার দেহখণ্ডগুলো এরপরে নিয়ে যাওয়া হয় গঙ্গার পশ্চিম তীরে — খোসবাগে, তার পারিবারিক সমাধিক্ষেত্রে। সেখানেই শায়িত আছেন তিনি।

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

বৃহস্পতিবার আগরতলার দশমীঘাট পরিদর্শনে গেলেন মেয়র দীপক মজুমদার। ছবি নিজস্ব।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে বাণিজ্য আলোচনায় ইতিবাচক ইঙ্গিত, যুক্তরাষ্ট্র সফরে যাচ্ছেন আলোচক রাজেশ আগরওয়াল

নয়াদিল্লি, ১১ সেপ্টেম্বর: ভারত-যুক্তরাষ্ট্র বাণিজ্য আলোচনায় বরফ গলতে শুরু করেছে বলে ইঙ্গিত মিলেছে। আগামী সপ্তাহেই ভারতের প্রধান বাণিজ্য আলোচক রাজেশ আগরওয়ালের নেতৃত্বে একটি প্রতিনিধিদল ওয়াশিংটন সফরে যেতে পারেন বলে সরকারি সূত্রে জানা গেছে। এরই মাঝে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ও মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের মধ্যে সামাজিক মাধ্যমে সৌহার্দ্যপূর্ণ বার্তা আদান-প্রদান হয়েছে, যা দুই দেশের সম্পর্কের উন্নতির ইঙ্গিত বলেই ধরা হচ্ছে।

সম্প্রতি যুক্তরাষ্ট্র ভারতের রুশ তেল আমদানি নিয়ে অতিরিক্ত ২৫ শতাংশ শুল্ক আরোপ করলে কিছু সময়ের জন্য বাণিজ্য আলোচনা স্থগিত হয়ে পড়ে। তবে সেই অচলাবস্থা কাটিয়ে আলোচনার টেবিলে ফেরার প্রস্তুতি নিচ্ছে উভয় দেশ। ট্রাম্প এবং মোদীর মধ্যে টেলিফোনে আলোচনাও শীঘ্রই হতে পারে বলে জানা গেছে।

এদিকে, একটি প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে, ছঅঞ্জ সম্মেলনে রাশিয়া, ভারত এবং চীনের নেতাদের অনানুষ্ঠানিক সাক্ষাতের পরেই ট্রাম্প প্রশাসনের ভেতরে ভারত-বিষয়ক মনোভাব কিছুটা নরম হয়েছে। প্রাক্তন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প তার সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম ট্রুথ সোশ্যাল -এ লিখেছেন, "ভারত ও যুক্তরাষ্ট্র বাণিজ্যিক প্রতিবন্ধকতা দূর করতে আলোচনা চালিয়ে যাচ্ছে।"

তিনি আরও বলেন, "আমার খুব ভালো বন্ধু প্রধানমন্ত্রী মোদীর সঙ্গে কথা বলার অপেক্ষায় রয়েছি। আমাদের দুই দেশের জন্যই সফল ফলাফল আসবে বলে আমি নিশ্চিত।"

প্রধানমন্ত্রী মোদী এক্স প্ল্যাটফর্মে ট্রাম্পের পোস্টের জবাবে লেখেন, "ভারত ও আমেরিকা ঘনিষ্ঠ বন্ধু। আমি নিশ্চিত যে আমাদের বাণিজ্য আলোচনা দুই দেশের অংশীদারিত্বের সীমাহীন সম্ভাবনা উন্মোচনে সহায়ক হবে। আমাদের দলগুলি দ্রুত আলোচনার কাজ শেষ করার জন্য কাজ করছে।"

সম্প্রতি আমেরিকা ভারতের আমদানি পণ্যের উপর শুল্ক ২৫ থেকে বাড়িয়ে ৫০ করেছে, যা মোদী সরকারের রুশ তেল ক্রয় অব্যাহত রাখার সিদ্ধান্তের জবাব হিসেবে দেখা হচ্ছে। হোয়াইট হাউসের উপদেষ্টা পিটার নাভারোসহ একাধিক ট্রাম্প প্রশাসনের কর্মকর্তারা অভিযোগ করেছেন, রাশিয়া থেকে ভারতের তেল আমদানি ইউক্রেন যুদ্ধের পেছনে মস্কোর সামরিক তহবিল জোগাতে সহায়ক হচ্ছে।তবে ভারতের অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন সাফ জানিয়ে দিয়েছেন, দেশের শক্তি নিরাপত্তা ও মূল্য স্থিতিশীলতার কথা মাথায় রেখেই রুশ তেল আমদানি করা হচ্ছে। তিনি আরও বলেন, "আমাদের অর্থনৈতিক সিদ্ধান্ত জাতীয় স্বার্থে এবং বাস্তবতা বিবেচনায় নেওয়া হয়, বাইরের চাপের ভিত্তিতে নয়।" তথ্য অনুযায়ী, রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া মার্কিন ট্রেজারি হোল্ডিংস থেকে সরে এসে সোনায় বিনিয়োগ বাড়াচ্ছে। পাশাপাশি, ইউরোপীয় ইউনিয়নের প্রতি ট্রাম্পের আহ্বান, চীনা পণ্যের ওপর ১০০ পর্যন্ত শুল্ক আরোপের ব্যবস্থা নিতে, যা ভবিষ্যতে ভারতের ক্ষেত্রেও প্রয়োগ করা হতে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে।

বর্তমানে পরিস্থিতি বেশ অনিশ্চিত, বিশেষত যুক্তরাষ্ট্রের সম্ভাব্য শুল্ক রেয়াত নিয়ে। তবে উভয় দেশের নেতৃত্বের সদিচ্ছা থাকায় আলোচনায় অগ্রগতি হতে পারে বলেই মনে করছেন কূটনৈতিক মহল।

'আমার বিরুদ্ধে পেইড ক্যাম্পেইন চলছে': ই২০ পেট্রোল বিতর্ক নিয়ে মন্তব্য নীতিন গড়কড়ির

নয়াদিল্লি, ১১ সেপ্টেম্বর: নতুন জ্বালানি নীতির অংশ হিসেবে ই২০ পেট্রোল চালু করা নিয়ে চলমান বিতর্কের মাঝেই কেন্দ্রীয় সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক মন্ত্রী নীতিন গড়কড়ি অভিযোগ করেছেন, তাঁর বিরুদ্ধে একটি 'পেইড রাজনৈতিক ক্যাম্পেইন' সোশ্যাল মিডিয়ায় চালানো হচ্ছে। বৃহস্পতিবার দিল্লিতে অনুষ্ঠিত সোসাইটি অব ইন্ডিয়ান অটোমোবাইল ম্যানুফ্যাকচারার্স -এর ৬৫তম বার্ষিক সম্মেলনে বক্তব্য রাখতে গিয়ে গড়কড়ি বলেন, ২০ শতাংশ ইথানল মিশ্রিত ই২০ পেট্রোল নিয়ে কিছু মানুষ ইচ্ছাকৃতভাবে বিভ্রান্তিকর তথ্য ছড়াচ্ছেন এবং সাধারণ মানুষকে ভুল বোঝানো হচ্ছে।

মন্ত্রী দাবি করেন, ই২০ পেট্রোল নিয়ে প্রযুক্তিগত ও আইনি দিক থেকে কোনও সমস্যা নেই। অটোমোটিভ রিসার্চ অ্যাসোসিয়েশন অফ ইন্ডিয়া ও সুপ্রিম কোর্ট এই প্রকল্পের বৈধতা নিশ্চিত করেছে। তিনি বলেন, "সোশ্যাল মিডিয়ায় আমার বিরুদ্ধে একটি রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত, অর্থপ্রাপ্ত ক্যাম্পেইন চলছে। জনগণকে অনুরোধ করব, এর মধ্যে না জড়িয়ে প্রকৃত তথ্যের উপর নির্ভর করুন।"

সম্প্রতি বহু গাড়ি মালিক অভিযোগ করেছেন, ই২০ পেট্রোল ব্যবহারে গাড়ির মাইলেজ কমছে এবং বিশেষ করে ২০২৩ সালের পূর্ববর্তী মডেলগুলিতে ইঞ্জিনের সমস্যাও দেখা দিচ্ছে। কিছু সার্ভিস সেন্টার ও বিশেষজ্ঞরা এমন অভিজ্ঞতার কথা জানিয়েছেন। তবে গড়কড়ি এসব অভিযোগকে ভিত্তিহীন বলে উড়িয়ে দেন। গত মাসে এক অনুষ্ঠানে তিনি বলেন, কেউ যদি একটি প্রমাণ দেখাতে পারেন যে ই২০ পেট্রোল কোনো গাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত করেছে, তবে তিনি বিষয়টি বিবেচনা করবেন। এখনো পর্যন্ত এআরএআই বা সিয়াম-এর পক্ষ থেকে এমন কোনো নিশ্চিত অভিযোগ আসেনি।

সুপ্রিম কোর্টও সম্প্রতি একটি জনস্বার্থ মামলাকে খারিজ করেছে, যেখানে ই২০ পেট্রোল রোলআউট বন্ধ করে ইথানল-মুক্ত পেট্রোল বাজারে রাখার দাবি তোলা হয়েছিল। আদালতের এই রায় সরকারের পরিবেশবান্ধব জ্বালানি নীতিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে বড় সাফল্য হিসেবে ধরা হচ্ছে।

গড়কড়ি বলেন, ই২০ পেট্রোল শুধু পরিবেশ রক্ষার দিক থেকে নয়, কৃষকদের জন্যও এটি লাভজনক। তিনি জানান, ভুট্টা থেকে ইথানল উৎপাদনের সিদ্ধান্তের পর উত্তরপ্রদেশ, বিহারসহ বিভিন্ন রাজ্যে ভুট্টার চাষ তিনগুণ বেড়েছে। এর ফলে কৃষকদের আয় বৃদ্ধি পেয়েছে এবং কৃষি খাতের বৈচিত্র্যকরণ সম্ভব হয়েছে। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী আরও জানান, এই জ্বালানি নীতি ভারতের তেল আমদানির ওপর নির্ভরতা কমাবে এবং গ্রামীণ অর্থনীতিকে মজবুত করবে।পরিশেষে, তিনি আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাব তুলে ধরেনযাতে পুরনো গাড়ি স্ক্র্যাপ করার পর নতুন গাড়ি কেনার ক্ষেত্রে গ্রাহকদের জিএসটি ছাড় দেওয়া হয়। তিনি বলেন, "আমি প্রধানমন্ত্রী ও অর্থমন্ত্রীকে অনুরোধ করেছি, অনুমোদিত স্ক্র্যাপিং সেন্টারে গাড়ি জমা দিলে নতুন গাড়ি কেনায় করছাড় দেওয়া হোক, যাতে পরিষ্কার জ্বালানি ও যানবাহনের প্রতি আগ্রহ বাড়ে।" সরকারের পক্ষ থেকে বারবার বলা হয়েছে, ই২০ পেট্রোলের মাধ্যমে দেশে স্বচ্ছ জ্বালানি, কৃষক কল্যাণ এবং অর্থনৈতিক স্বনির্ভরতাএই তিনটি লক্ষ্য একসঙ্গে পূরণ সম্ভব।

ধুবরিতে কোচ রাজবংশী আন্দোলনে পুলিশি নিপীড়নের বিরুদ্ধে সরব নব কুমার সরনিয়া, ধুবরি এসপি-র বরখাস্ত দাবি

ধুবরি, ১১ সেপ্টেম্বর অসমের ধুবরি জেলার গোলকগঞ্জে কোচ রাজবংশী আন্দোলনকারীদের উপর পুলিশি বলপ্রয়োগের ঘটনায় তীব্র প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন গাঁও সুরক্ষা পার্টি -র সভাপতি ও প্রাক্তন সাংসদ নব কুমার সরনিয়া। তিনি অভিযোগ করেন, শান্তিপূর্ণ প্রতিবাদে অংশ নেওয়া সাধারণ জনগণের উপর অসম পুলিশ যে ভাবে বল প্রয়োগ করেছে, তা অগণতান্ত্রিক এবং সম্পূর্ণ অগ্রহণযোগ্য।

এক কড়া বিবৃতিতে সরনিয়া বলেন, "গোলকগঞ্জে যা হয়েছে, তা গণতন্ত্রে চলতে পারে না। দোষীদের বিরুদ্ধে অবিলম্বে ব্যবস্থা নিতে হবে।" তিনি এই ঘটনার জন্য ধুবরির পুলিশ সুপার লীনা দোলেকে দায়ী করে অবিলম্বে তাঁর বরখাস্তের দাবি জানান।

অন্যদিকে, অল কোচ রাজবংশী স্টুডেন্টস ইউনিয়ন-ও এই ঘটনার তীব্র নিন্দা জানিয়ে একে 'গণতান্ত্রিক অধিকারের উপর বর্বর হামলা' বলে উল্লেখ করেছে।

এই ঘটনার প্রেক্ষিতে অল আসাম কোচ রাজবংশী স্টুডেন্টস ইউনিয়ন বৃহস্পতিবার, ১১ সেপ্টেম্বর ধুবরি জেলাজুড়ে ১২ ঘণ্টার বন্ধ আহ্বান করে। বন্ধে জেলার স্বাভাবিক জীবন একপ্রকার স্তব্ধ হয়ে যায়।

জেলার সর্বত্র থেকে আসা রিপোর্ট অনুযায়ী, বন্ধ ছিল কার্যত সর্বাত্মক এবং শান্তিপূর্ণ। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির উপর ছিল এর বড় প্রভাব সব স্কুল ও কলেজ বন্ধ ছিল। আগোমনী উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে সকালেই শিক্ষক-শিক্ষিকাদের ও ছাত্রছাত্রীদের ভিতরে ঢুকতে বাধা দেন আরকসু-র কর্মীরা, এবং সবাইকে বাড়ি ফিরিয়ে দেন।

এক আন্দোলনকারী জানান, "আমরা দুঃখিত ছাত্রছাত্রী ও অভিভাবকদের অসুবিধার জন্য, কিন্তু এই বন্ধ অত্যন্ত প্রয়োজনীয় ছিল আমাদের দাবির জোরালো বার্তা পৌঁছে দিতে।"

পরিবহণ ব্যবস্থাও সম্পূর্ণভাবে বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। জাতীয় ও রাজ্য সড়কে কোনও যানবাহন চোখে পড়েনি, যা প্রভাব ফেলে দৈনন্দিন যাত্রী এবং ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের উপর। ধুবরির রাজপথ ও বাজার এলাকাগুলো ছিল কার্যত জনশূন্য।

এই পরিস্থিতিতে প্রশাসনের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুলছেন বিশ্লেষকরা। এখন দেখার, সরকার ও প্রশাসন কী পদক্ষেপ নেয় আন্দোলনকারীদের দাবি ও অভিযোগের প্রেক্ষিতে।

অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের নেতৃত্ব নির্ধারণে নেপালে গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক, জেনারেশন জেড-এর একক প্রার্থী সুসিলা কার্কি

কাঠমান্ডু, ১১ সেপ্টেম্বর: নেপালের চলমান রাজনৈতিক অস্থিরতার মধ্যে আজ একটি গুরুত্বপূর্ণ ত্রিপাক্ষিক বৈঠক অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। রাষ্ট্রপতি রামচন্দ্র পাওডেল, নেপালি সেনাবাহিনীর প্রধান অশোকরাজ সিগডেল এবং জেনারেশন জেড আন্দোলনের প্রতিনিধিরা এতে অংশ নিচ্ছেন। বৈঠকের প্রধান আলোচ্য বিষয় অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের নেতৃত্ব নির্ধারণ। খবর পাওয়া গেছে, জেনারেশন জেড আন্দোলনের তরফ থেকে সাবেক প্রধান বিচারপতি সুসিলা কার্কিকে অন্তর্বর্তী প্রধানমন্ত্রী হিসেবে একক প্রার্থী হিসেবে মনোনীত করা হয়েছে।

বৈঠকে জেনারেশন জেড এবং নেপালি সেনাবাহিনীর মধ্যে সরাসরি নির্বাচিত নির্বাহী ব্যবস্থার প্রবর্তন, নতুন সংসদে তরুণ প্রজন্মের প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিতকরণ, ১৯৮৯ সাল থেকে সরকারি পদে থাকা সকল কর্মকর্তার সম্পদের তদন্ত, দুর্নীতির মামলায় বিচার বিভাগীয় তদন্ত এবং সংসদ সদস্যদের মন্ত্রী হওয়ার সুযোগ সীমিত করার মত গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাব নিয়ে আলোচনা হয়।

এই পরিস্থিতিতে সিপিএন (মাওবাদী কেন্দ্র) দলের চেয়ারম্যান ও প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী পুষ্পকমল দাহাল 'প্রচণ্ড' জেনারেশন জেড আন্দোলনের প্রতি সমর্থন জানিয়ে ১০ দফা বিবৃতি প্রকাশ করেছেন। তিনি শান্তিপূর্ণ আন্দোলনের আহ্বান জানিয়ে সাম্প্রতিক সহিংসতার স্বাধীন বিচার বিভাগীয় তদন্তের দাবি তোলেন। পাশাপাশি সাংবিধানিক কাঠামোর বাইরে গিয়ে আন্দোলন করলে তা পশ্চাদপদ ও অগণতান্ত্রিক শক্তির সুযোগ হয়ে উঠতে পারে বলে সতর্ক করেন।

নিরাপত্তাজনিত কারণে নেপালি সেনাবাহিনী আগামীকাল ১২ সেপ্টেম্বর সকাল ৬টা পর্যন্ত রাজধানী কাঠমান্ডু, ললিতপুর ও ভক্তপুর জেলায় কারফিউ ও ১৪৪ ধারা কার্যকর থাকবে বলে ঘোষণা দিয়েছে। তবে নিত্যপ্রয়োজনীয় পরিষেবা ও যানবাহন চলাচলে ছাড় দেওয়া হয়েছে। এছাড়া বৃহস্পতিবার সকাল ৬টা থেকে ৯টা এবং বিকেল ৫টা থেকে ৭টা পর্যন্ত কারফিউ শিথিল থাকবে। সেনাবাহিনী নাগরিকদের ছোট ছোট দলে বিভক্ত হয়ে চলাফেরা ও দৈনন্দিন কাজ করার জন্য অনুরোধ জানিয়েছে।

একদিকে, কুলমান ঘিসিং, যিনি দীর্ঘদিন ধরে নেপালের বিদ্যুৎ সংকটের সমাধান করেছেন এবং নেপাল ইলেকট্রিসিটি অথরিটির প্রাক্তন ব্যবস্থাপনা পরিচালক ছিলেন, এখন জেনারেশন জেড তরুণ প্রজন্মের অন্তর্বর্তী প্রধানমন্ত্রী পদে প্রস্তাবিত প্রার্থীদের মধ্যে রয়েছেন। দুই দিন আগে কেপি শর্মা ওলি সরকারের পদত্যাগের পর শুরু হওয়া বিক্ষোভের মাঝে সেনাবাহিনী দেশজুড়ে কারফিউ জারি করেছে। প্রাথমিক তালিকায় কুলমান ঘিসিং ছাড়াও প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি সুশীলা কার্কি এবং কাঠমান্ডুর মেয়র বেলেন্দ্র শাহের নাম রয়েছে।

কুলমান ঘিসিং ভারতের জ্যামশেদপুরের রিজিওনাল ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজি থেকে ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে স্নাতক এবং ত্রিভুবন বিশ্ববিদ্যালয়ের পুলচোং থেকে পাওয়ার সিস্টেম ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে মাস্টার্স ডিগ্রি লাভ করেন। ১৯৯৪ সালে তিনি নেপাল ইলেকট্রিসিটি অথরিটিতে যোগদান করেন এবং ২০১৬ সালে ব্যবস্থাপনা পরিচালক হিসেবে নিযুক্ত হন। তার নেতৃত্বে ১৮ ঘণ্টার দৈনিক লোডশেডিং বন্ধ হয়ে যায়, যা দেশের জনজীবনে ব্যাপক পরিবর্তন আনে।

তবে ২০২৫ সালের ২৪ মার্চ, তার নিয়োগ মেয়াদের মাত্র চার মাস বাকি থাকা অবস্থায় কেপি শর্মা ওলি সরকার তাকে বরখাস্ত করে এবং হিতেন্দ্র দেব শাক্যকে তার স্থলে নিয়োগ দেয়। এই সিদ্ধান্তকে রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে নেওয়া হয়েছে বলে বিরোধী দল ও নাগরিক সমাজ কঠোর সমালোচনা করেছে। বর্তমানে কুলমান ঘিসিং নেপালের রাজনৈতিক অঙ্গনে একটি সম্ভাবনাময় নাম হিসেবে স্থান করে নিচ্ছেন এবং দেশের মানুষের নজর তাঁর দিকে বিশেষভাবে কেন্দ্রীভূত

বারাণসীতে নরেন্দ্র মোদির সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক বৈঠকে মরিশাসের প্রধানমন্ত্রী নবীচন্দ্র রামগুলাম, সম্পর্কের নতুন অধ্যায়ে প্রবেশ দুই দেশের

বারাণসী, ১২ সেপ্টেম্বর: ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি বৃহস্পতিবার বারাণসীতে তাঁর সংসদীয় কেন্দ্র থেকে প্রথমবারের মতো কোনো বিদেশি রাষ্ট্রপ্রধানকে আনুষ্ঠানিকভাবে স্বাগত জানালেন। মরিশাসের প্রধানমন্ত্রী নবীচন্দ্র রামগুলাম-এর সঙ্গে এই ঐতিহাসিক দ্বিপাক্ষিক বৈঠক অনুষ্ঠিত হলো বারাণসীর হোটেল তাজ-এ।

দুই নেতার মধ্যে আলোচনা হয় উন্নয়ন সহযোগিতা এবং বিভিন্ন খাতে দক্ষতা গঠনের বিষয়ে। সরকারি বিবৃতি অনুযায়ী, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি, শক্তি, পরিকাঠামো, নবায়নযোগ্য শক্তি, ডিজিটাল পাবলিক অবকাঠামো এবং ব্লু ইকোনমি-র মতো নতুন খাতও আলোচ্য বিষয়ে অন্তর্ভুক্ত ছিল।

চলতি বছরের মার্চে নরেন্দ্র মোদির মরিশাস সফরের সময় দুই দেশ নিজেদের সম্পর্ককে 'উন্নত কৌশলগত অংশীদারিত্ব' পর্যায়ে উন্নীত করে। বৃহস্পতিবারের এই বৈঠককে সেই ধারাবাহিকতারই একটি গুরুত্বপূর্ণ ধাপ হিসেবে দেখা হচ্ছে।

বারাণসীতে মোদির আগমনে শহরজুড়ে ছিল উৎসবমুখর পরিবেশ। সকাল ১১:৩০ নাগাদ তাঁর কনভয় শহরে প্রবেশ করে। পথে ঢাক-ঢোল, শঙ্খধ্বনি ও 'হার হার মহাদেব' স্লোগানে মুখরিত হয় চারপাশ। সাধারণ মানুষ ও দলীয় কর্মীরা মোদিকে স্বাগত জানাতে পথে সার বেঁধে দাঁড়ান, কেউ কেউ মরিশাসের জাতীয় পতাকাও বহন করেন দুই দেশের বন্ধুত্বের প্রতীক হিসেবে।

বাবতপুর বিমানবন্দরে প্রধানমন্ত্রীকে স্বাগত জানান উত্তরপ্রদেশের রাজ্যপাল আনন্দীবেন প্যাটেল এবং মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ। অন্যদিকে, একদিন আগেই বারাণসী পৌঁছানো নবীচন্দ্র রামগুলামকে স্বাগত জানান রাজ্যপাল ও রাজ্যের অর্থমন্ত্রী সুরেশ খন্না।

রামগুলামের সফরসূচিতে রয়েছে বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় গঙ্গা আরতির অংশগ্রহণ এবং শুক্রবার কাশী বিশ্বনাথ মন্দিরে পূজা। যদিও মোদির আগেও ফরাসি প্রেসিডেন্ট এমানুয়েল ম্যাক্রোঁ (২০১৮) এবং জাপানের প্রধানমন্ত্রী শিনজো আবে (২০২২)-কে বারাণসীতে স্বাগত জানানো হয়েছে, তবে এই প্রথম কোনো বিদেশি রাষ্ট্রপ্রধানের সঙ্গে আনুষ্ঠানিক দ্বিপাক্ষিক বৈঠক অনুষ্ঠিত হলো এই কেন্দ্রে। বিজেপি নেতারা এই ঘটনাকে বারাণসীর জন্য এক 'রাজনৈতিক ও কূটনৈতিক মাইলফলক' হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

শহরজুড়ে সাজানো হয়েছে স্বাগত ব্যানার ও হোর্ডিং, যেগুলিতে রামগুলামকে স্বাগত ও দুধজাত পণ্যে জিএসটি হ্রাসের জন্য মোদিকে ধন্যবাদ জানানো হয়েছে। সফর নির্বিঘ্ন রাখতে মোতায়েন করা হয়েছে তিন স্তরের নিরাপত্তা ব্যবস্থা।

এই সফরটি মোদির ২০১৪ সাল থেকে বারাণসীতে ৫২তম সফর, যা তাঁর এই কেন্দ্রের প্রতি রাজনৈতিক ও ব্যক্তিগত অঙ্গীকারকে স্পষ্টভাবে তুলে ধরে।

বিশেষজ্ঞদের মতে, মোদি-রামগুলামের এই বৈঠক ভারত-মরিশাস সম্পর্ককে আরও গভীর করবে। পরিকাঠামো উন্নয়ন থেকে শুরু করে নতুন প্রযুক্তিতে সহযোগিতাসব ক্ষেত্রেই দুই দেশের সম্ভাবনা বিস্তৃত। ভারত মহাসাগরীয় অঞ্চলে ভারতের ক্রমবর্ধমান প্রভাব এবং মরিশাসের টেকসই উন্নয়ন ও ডিজিটাল রূপান্তরের লক্ষ্যে এই অংশীদারিত্ব অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে।

নগাঁওয়ে ১৭,০০০'রও বেশি ছাত্রছাত্রী মিলে গাইলেন ভূপেন হাজরিকার 'মানুহে মানুহৰ বাবে', ভারতীয় রেকর্ড বুকে স্থান

নগাঁও, ১১ সেপ্টেম্বর ভূপেন হাজরিকার জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে অসমের নগাঁও জেলায় এক ঐতিহাসিক অনুষ্ঠানে ১৭,০০০'রও বেশি ছাত্রছাত্রী একসাথে গাইলেন তাঁর কালজয়ী গান *'মানুহে মানুহৰ বাবে'*। নগাঁও জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে নগাঁওর নুরুল আমিন স্টেডিয়ামে বুধবার সন্ধ্যায় অনুষ্ঠিত হয় এই গণসঙ্গীতানুষ্ঠান, যা 'ইন্ডিয়া বুক অব রেকর্ডস'-এ স্থান পেয়েছে।

৬৩টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্রছাত্রী, যার মধ্যে স্কুল ও কলেজ অন্তর্ভুক্ত, অংশ নেন এই মহতী অনুষ্ঠানে। ভূপেন হাজরিকাকে শ্রদ্ধা জানাতে এবং তাঁর মানবতাবাদী চিন্তাধারাকে তুলে ধরতেই এই আয়োজন বলে জানান জেলা প্রশাসন।

অনুষ্ঠানটি নথিভুক্ত করতে উপস্থিত ছিলেন 'ইন্ডিয়া বুক অব রেকর্ডস'-এর একটি প্রতিনিধি দল, যার নেতৃত্বে ছিলেন সুনীতা কেদিয়া। অনুষ্ঠান শেষে নগাঁও জেলার উপায়ুক্ত দেবাশীষ শর্মাকে রেকর্ডের স্বীকৃতিপত্র প্রদান করা হয়।

উপস্থিত ছিলেন নগাঁও এবং রাহার বিজেপি বিধায়ক রূপক শর্মা ও শশীকান্ত দাস, নগাঁও বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য হিতেশ ডেকা, রাজ্যের শীর্ষ সরকারি কর্তা, বিশিষ্ট শিল্পী এবং সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্বরা।

ভূপেন হাজরিকার জন্মশতবর্ষ উদযাপন ৮ সেপ্টেম্বর থেকে শুরু হয়েছে এবং তা চলবে এক বছরব্যাপী। এই উপলক্ষে আগামী ১৩ সেপ্টেম্বর নগাঁওয়ে বিশেষ শ্রদ্ধার্ঘ্য অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী।

উল্লেখ্য, ১৯২৬ সালের ৮ সেপ্টেম্বর অসমের তিনসুকিয়া জেলার সদিয়া শহরে জন্মগ্রহণ করেন 'সুধাকণ্ঠ' ভূপেন হাজরিকা। তিনি শুধু অসম নয়, সমগ্র ভারতের সাংস্কৃতিক অঙ্গনে এক উজ্জ্বল নক্ষত্র, যাঁর গান আজও মানুষকে ছুঁয়ে যায় হৃদয়ের গভীরে।

৫ম ডুকলি মহকুমা সম্মেলনে বক্তব্য রাখছেন প্রাক্তন মন্ত্রী মানিক দে। ছবি নিজস্ব।

হরেকরকম হরেকরকম হরেকরকম

গ্রীষ্মে যত্ন নিন ত্বক এবং চুলের

জলই আসল-এই গরমে প্রচুর জল পান করার প্রয়োজন। এতে শরীরে জলের ভারসাম্য যেমন বজায় থাকে তেমনই দেহের ভিতরের টক্সিক বর্জ্যগুলিও বেড়িয়ে যায়, ফলত ত্বক পরিষ্কার হয়। কাজে বেরোনোর সময় ব্যাগে নিয়ে নিন একটা ময়শ্চারাইজার এবং বাড়িতে তৈরি ফ্লেভার্ড জল।নিয়ম করে সারাদিন শরীর ও ত্বককে পানীয় দিন।

ব্যবহার করুন সানস্ক্রিন-কখনোই সঠিক এস পি এফ সহ সানব্লক ছাড়া বাড়ির বাইরে বেরোবেন না।আমরা সকলেই সানব্লক সম্পর্কে অবগত হলেও সঠিক পরিমাণে তা ব্যবহার করাও প্রয়োজন। রাস্তায় বেরোনোর ১৫-২০ মিনিট আগে সানব্লক ব্যবহার করুন এবং প্রয়োজনমতো তা সারাদিনে পুনর্ব্যবহার করুন।প্রতিদিন নিয়ম করে সানব্লক ব্যবহার করুন। পার্লার ট্রিটমেন্ট— মাসে একবার অ্যান্টি-ডালনেস অথবা ডি-ট্যানিং ফেশিয়াল করাতে পারেন।এতে আপনার ত্বক অনেক সহজে গরমের সঙ্গে লড়াই করতে পারবে।রুক্ষতা এবং ট্যান কমানোর জন্য ত্বককে বিশেষ যত্ন নেওয়া প্রয়োজন। এক্সফোলিয়েশন— ত্বকের মৃত কোষগুলিকে পরিষ্কার করে নেওয়া দরকার, এতে ত্বক ভাল এবং মোলায়েম হয়। প্রতিদিন হাইড্রেটিং ফেস ওয়াশ এবং এক্সফোলিয়েটর দিয়ে মুখ অতি অবশ্য পরিষ্কার করুন।ঘাম এবং তেল পরিষ্কার করার জন্য গ্রীষ্মে ত্বক ক্লেঞ্জিং এবং তরতাজা করা দরকার। হিটিং টুলস ব্যবহার বন্ধ করুন— গ্রীষ্মের উত্তাপ আপনার চুলকে ঘর্মাক্ত করে এবং আর্দতা চুলকে ফ্রিজি করে। তাই হেয়ার আয়রন বা ব্লো ড্রায়ারের মত হিট স্টাইলিং প্রোডাক্ট ব্যবহার না ক্রাই ভাল।পরিবর্তে হেয়ার জেল, ওয়্যাক্স বা স্প্রে ব্যবহার করতে পারেন।

হেয়ার হাইড্রেটিং এবং ফ্রিজ কন্টোলিং প্রোডাক্ট ব্যবহার করুন-গ্রীষ্মে আপনার চুল শুষ্ক এবং ফ্রিজি হয়ে যায়।এই সমস্যাগুলি কমানোর জন্য সঠিক প্রোডাক্ট ব্যবহার করা দ্রকার।চুলকে ময়শ্চারাইজ করা দরকার। এছাড়াও সিরাম এবং লিভ-ইনস ব্যবহার করুন।

শ্যাম্পু ও কন্ডিশনার-গরমে প্রতিদিন চুল ধোয়া একটু অসুবিধার হতে পারে, এতে স্ক্যাল্প শুষ্ক হয়ে যেতে পারে।এই পরিস্থিতিতে কণ্ডিশনার ব্যবহার করতে ভুলবেন না। এছাড়াও গরম জলে চুল ধোবেন না। এতে স্ক্যাল্পের উত্তাপ বেড়ে যায় এবং চুলের ক্ষতি করে।

রক্তের প্লেটলেট বাড়াতে কোনটা বেশি কার্যকর পেঁপে

রক্তে প্লেটলেট কমে যাওয়ার নানা কারণ থাকতে পারে। প্লেটলেট রক্ত জমাট বাঁধতে সাহায্য করে, রক্তপাত বন্ধ করে এবং ক্ষত দ্রুত সারতে সহায়তা করে। প্লেটলেট কমে গেলে তা বিপজ্জনক হতে পারে, কারণ এতে রক্তের জমাট বাঁধার ক্ষমতা ব্যাহত হয়।

তাই প্লেটলেট বাড়ানোর জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়া জরুরি। বিশেষ করে কেউ ডেঙ্গিতে আক্রান্ত হলে এই সমস্যা সবচেয়ে বেশি দেখা যায়। হুট করে কমে যায় প্লেটলেট। যা রোগীর জন্য জীবননাশক হয়ে উঠতে পারে। সাময়িক ভাবে তা ওষুধ দিয়ে সামলে নেওয়া গেলেও দীর্ঘস্থায়ী সুস্থতার জন্য প্রয়োজন সঠিক ডায়েট। এমন কিছু খাবার আছে যা এই সময় খাওয়াটা অত্যন্ত জরুরী। কেউ বলেন পেঁপে খাওয়ার কথা। কেউ বলেন কিউই রক্তে প্লেটলেটের মাত্রা বজায় রাখতে সাহায় করে। কিন্তু বাস্তবে কোনটা কার্যকরী? ভিটামিন সি কিউই: এতে আছে প্রচুর ভিটামিন সি। যা রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায় এবং কোলাজেন তৈরি করে রক্তনালীর দৃঢ়তা বজায় রাখে।

পেঁপে: ভিটামিন সি-তেও সমৃদ্ধ, তবে কিউইয়ের তুলনায় কিছুটা কম। রক্ত গঠনে ফোলেটের ভূমিকা কিউই: ফোলেট রয়েছে, যা লোহিত রক্তকণিকা ও প্লেটলেট তৈরিতে সহায়তা করে। পেঁপে: পেঁপে পাতার রস বিশেষভাবে পরিচিত ডেঙ্গুর সময় প্লেটলেট বৃদ্ধিতে কার্যকর হওয়ার জন্য। অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট গুণাবলি কিউই: এতে পলিফেনলস ও ক্যারোটিনয়েডসের মতো অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট থাকে, যা প্লেটলেটকে অক্সিডেটিভ স্ট্রেস থেকে রক্ষা করে। পেঁপে: বিটা-ক্যারোটিন ও ফ্ল্যাভোনয়েড সমৃদ্ধ, যা সংক্রমণ থেকে দ্রুত সেরে উঠতে সাহায্য করে।হজমে সহায়ক কিউই: অ্যাক্টিনিডিন এনজাইম রয়েছে, যা হজম ও পুষ্টি শোষণে সাহায্য করে, ফলে রক্তের স্বাস্থ্যে ইতিবাচক প্রভাব ফেলে। পেঁপে: প্যাপেইন এনজাইম হজম সহজ করে, যাতে শরীর পুষ্টিগুণ সঠিকভাবে ব্যবহার করে প্লেটলেট বৃদ্ধি করতে পারে। জলীয় অংশ ও ইলেক্ট্রোলাইট কিউই: পটাশিয়াম ও পানীয় উপাদান সরবরাহ করে, যা জ্বরের পর সুস্থ হতে সাহায্য করে। পেঁপে: এতে পানির পরিমাণ বেশি, যা ডিহাইড্রেশন প্রতিরোধ করে এবং কোষের সার্বিক স্বাস্থ্যে সাহায্য করে। প্রদাহনাশক প্রভাব কিউই: প্রদাহ কমায়, ফলে অস্থিমজ্জা ভালোভাবে কাজ করে এবং প্লেটলেট তৈরি করে। পেঁপে: কাইমোপ্যাপেইন ও প্যাপেইন নামক উপাদান প্রদাহ কমায়, যা দ্রুত আরোগ্যে সাহায্য করে। কিউই এবং পেঁপে উভয়েই অসাধারণ পুষ্টিগুণে ভরপুর। তবে প্রাকৃতিকভাবে প্লেটলেট বাড়ানোর ক্ষেত্রে পেঁপে সামান্য এগিয়ে। এটি সহজলভ্য সস্তা।

তীব্র দহনে নাজেহাল

তীব্র দাবদাহে নাজেহাল মানুষ। বৈশাখের শেষেই দহন বেড়ে গেল জ্যৈষ্ঠ এখনও বাকি। দিল্লীর মৌসম ভবন কিছুদিন আগেই জানিয়েছিল, এবার তাপমাত্রা রেকর্ড ছাড়িয়ে যাবে বিভিন্ন রাজ্যে, তার মধ্যে পশ্চিমবঙ্গও ধরা আছে। আবহাওয়া বিশেষজ্ঞরা জানাচ্ছেন, তাপমাত্রা লাগামহীনভাবে বৃদ্ধি পাবে, কারণ পরিবেশ ক্ষতিগ্রস্ত নানাভাবে। সম্প্রতি ফণী বৃষ্টি দিল-সেই সঙ্গে তাপমাত্রাও কয়েক ধাপ নেমে গেল-তাপদাহে পীড়িত রাজ্যের মানুষ অনেকটাই স্বস্তি পেলেন। কিন্তু দু'দিন যেতে না যেতেই তাপ আবার বৃদ্ধি পেতে থাকল। আলিপুর আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে এই দাবদাহ আরও বেশ কয়েকদিন চলবে।তার মানে মানুষকে দুর্বিষহ গরমে আরও ভুগতে হবে। তাপবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে আদ্রতাও বাড়ছে, যার জন্য ঘাম ঝরছে বেশি এবং মানুষ হাঁসফাস করছেন। এই তীব্র গরমে পথচলতি মানুষ, ট্রেনে বাসের যাত্রীরা ছটফট করছেন।বিশেষ করে বয়স্ক যাত্রীদের কষ্টের শেষ নেই। এদিকে গরম যেভাবে বাড়ছে তার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বাড়ছে বিদ্যুতের চাহিদাও। বিদ্যুৎ উৎপাদনে এবং প্রতিদিনের চাহিদা মেটাতে এখন কোনও অসুবিধে হচ্ছে না। কিন্তু কয়লা সরবরাহে বিঘ্ন ঘটলে উৎপাদন ব্যাহত হতে পারে বলে জানিয়েছেন পশ্চিমবঙ্গ বিদ্যুৎ উন্নয়ন নিগমের কর্তারা।তাঁরা জানিয়েছেন, রাজ্যের সবকটা উৎপাদন কেন্দ্রের ইউনিটগুলি উৎপাদনমুখী। গত দুইদিন হল রাজ্যে এলাকায় বিদ্যুতের চাহিদা বৃদ্ধি পেয়ে প্রায় তিন হাজার মেগাওয়াট ছাড়িয়ে গেছে।দহন চললে বিদ্যুতের চাহিদা লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়লে আর তা পুরণে কোনও অসুবিধে হবে না, যদি যান্ত্রিক কারণে উৎপাদন ব্যাহত হয়,তাহলে কেন্দ্রীয় বিদায় সংস্থাগুলি থেকে বিদ্যুৎ নেওয়া হলে মে মাসেই তের চাহিদা বাড়তে থাকলে বলে বিদ্যৎ কাদের। ধারণা। তত্র গরমের জন্য সরকারি এবং সরকারের সাহায্যপ্রাপ্ত সুলে গ্রীষ্মের ছুটি দেওয়া হয়েছে পুরো দু'মাস। স্কুলগুলি খুলবে ৩০ জুন অর্থ্যাৎ লম্বা ছুটি। বিষয়টি নিয়ে শিক্ষক মহল আপত্তি জানালেও যেভাবে গরম দুঃসহ পর্যায়ে চলে এসেছে তার বিচারে এখন স্কুলে ক্লাস চালানো সম্ভব নয়। কারণ ছাত্রছাত্রীরা এই গরমে অসুস্থ হয়ে পড়ার সম্ভাবনা থাকছে।

শিক্ষক সংগঠনের নেতাদের আশঙ্কা এই দীর্ঘ অবকাশের জন্য সিলেবাস শেষ হবে না, ফলে ছাত্রছাত্রীরা সঙ্কটে পড়বে। আবার ক্লাস বন্ধ থাকলেও,শিক্ষকদের প্রতিদিন স্কুলে এসে হাজিরা দিতে হবে,তা নিয়ে তাদের আপত্তি। যেভাবে গরম বাড়ছে তাতে স্কুল শিক্ষা দফতরে ছুটির সিদ্ধান্ত পাল্টানোর কোনও সম্ভাবনা এই মুহূর্তে দেখা যাচ্ছে না। তবে দীর্ঘ ছুটির ফলে ছাত্রদের পড়াশোনা ব্যাহত হবে, তা নিয়ে সন্দেহের জন্য অবকাশ নেই।

চোখের উজ্জ্বল দৃষ্টি ও সুস্থ থাকার গোপন রহস্য

চোখ আমাদের শরীরের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ। তাই এর সঠিক যত্ন নেওয়া খুব জরুরি। আজকাল বাচ্চা থেকে বড় সকলের চোখের সামনে থাকে মোবাইল ফোন। যা চোখকে রীতিমতো চাপে ফেলে। অনেক সময় এর ফলে চোখে কেউ কেউ ঝাপসা দেখেন, মাঝে মাঝে চোখে জ্বলুনি ভাব বোধ হয়। এই সকল সমস্যা থেকে মুক্তি পেতে গেলে চোখের যত্ন নিতে হবে। তাই কিছু বিষয় মেনে চলা উচিত। নিম্নে তা নিয়ে আলোচনা করা হল।

চোখের যত্নের জন্য কোন জরুরি বিষয়গুলো মাথায় রাখবেন চোখ পরিষ্কার রাখা — প্রতিদিন পরিষ্কার ঠান্ডা জল দিয়ে চোখ ধুতে হবে। বাইরে থেকে এসে চোখে হাত দেওয়ার আগে অবশ্যই হাত ভাল করে ধুয়ে নিতে হবে।

সঠিক খাবার খাওয়া — ভিটামিন এ, সি ও ই সমৃদ্ধ খাবার (গাজর, পালং শাক, কুমড়ো, ক্যাপসিকাম, আম, ডিম, বাদাম, মাছ) চোখের জন্য উপকারী। সঙ্গে পর্যাপ্ত জল পান করুন, যাতে চোখ শুষ্ক না হয়।

স্ক্রিন টাইম নিয়ন্ত্রণ — দীর্ঘ সময় মোবাইল বা কম্পিউটার ব্যবহার করলে প্রতি ২০ মিনিট পর ২০ সেকেন্ডের জন্য দূরে তাকান (২০-২০-২০ নিয়ম)। সেইসঙ্গে স্ক্রিনের উজ্জ্বলতা চোখের প্রয়োজন মতো রাখুন। সানগ্লাস ব্যবহার — রোদে বাইরে বের হলে ডব্লাপ্রটেকশনযুক্ত সানগ্লাস ব্যবহার করুন। ঘুম ও বিশ্রাম — প্রতিদিন অন্তত ৭-৮ ঘণ্টা ঘুমান। চোখ ক্লান্ত হলে কিছুক্ষণ বন্ধ রেখে বিশ্রাম নিতে হবে। চোখ অযথা ঘষা নয় — চোখে চুলকানি হলে অর্থাৎ আচমকা চোখ চুলকালে হাত দিয়ে ঘষবেন না, এতে কর্নিয়া ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। সঠিক আলোতে পড়াশোনা বা কাজ — খুব কম বা খুব বেশি আলোতে পড়বেন না। আলো সবসময় চোখের পিছন বা উপর থেকে আসা উচিত। চশমা বা লেন্স নিয়মিত ব্যবহার --- ডাক্তার যে পাওয়ার লিখে দিয়েছেন, সেটাই মেনে চলুন। লেন্স ব্যবহার করলে সঠিকভাবে পরিষ্কার ও যত্ন নিতে হবে। ধূমপান ও অতিরিক্ত অ্যালকোহল এড়িয়ে চলুন — এগুলো চোখের ক্ষতি বাড়ায় এবং ছানি ও অন্যান্য সমস্যার ঝুঁকি বাড়ায়। চোখের নিয়মিত পরীক্ষা — বছরে অন্তত একবার চোখের ডাক্তার দেখানো ভাল। চোখে ঝাপসা দেখা, জ্বালা, পানি পড়া, ব্যথা বা হঠাৎ দৃষ্টিশক্তি কমে গেলে দেরি না করে বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নিন।

কোন ডাল কতক্ষণ ভিজিয়ে রাখা উচিত

ভারতীয়দের খাদ্যতালিকার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ স্থানে রয়েছে ডাল। যা থেকে প্রোটিন এবং বিভিন্ন ধরণের পুষ্টি মেলে। প্রতিটি ডাল ভিন্ন পুষ্টির জন্য পরিচিত। অনেক ধরণের ডাল হয়, যেমন — মুগ, মসুর, অড়হড়, বিউলি, চানা ও অন্যান্য। প্রতিটি ডালের আলাদা আলাদা ও অসংখ্য উপকারিতা রয়েছে। মানুষ ভাত এবং রুটি উভয়ের সঙ্গেই ডাল খায়। দুধ ছাড়াও, শিশুদেরও প্রায়শই ডালের জলও দেওয়া হয়। তবে ডাল খাওয়ার পরে অনেকেই পেট ফাঁপার সমস্যায় ভোগেন, এ ছাড়া গ্যাস এবং পেটে ভারী ভাব বোধ করেন। এই পরিস্থিতিতে, রান্না করার আগে উপযুক্ত সময় মতো তা জলে ভিজিয়ো রাখা ভাল।

পুষ্টিবিদ লিমা মহাজন তাঁর ইনস্টাগ্রামে একটি ভিডিয়ো শেয়ার করেছেন। যেখানে তিনি ব্যাখ্যা করেছেন যে, রান্না করার আগে ডাল কেন ভিজিয়ে রাখা গুরুত্বপূর্ণ এবং কোন ডাল কতক্ষণ ভিজিয়ে রাখা উচিত। চলুন জেনে নেওয়া যাক এই সম্পর্কে।

খোসা ছাড়ানো মুগ ডাল, লাল মসুর ডাল এবং অড়হর ডাল রান্না করার আগে ৩০ মিনিট জলে ভিজিয়ে রাখতে হবে। খোসা ছাড়ানো মুগ, খোসা ছাড়ানো অড়হড় এবং চানা ডাল ২ থেকে ৪ ঘন্টা ভিজিয়ে রাখতে হবে। রান্না করার আগে গোটা মুগ, গোটা মসুর ডাল, গোটা অড়হড় ডাল ৬ থেকে ৮ ঘন্টা ভিজিয়ে রাখতে হবে। রান্না করার আগে রাজমা, সাদা ছোলা এবং কালো ছোলা সারা রাত জলে ভিজিয়ে রাখতে হবে। এর পাশাপাশি, রাজমা বা চানা ডাল রান্না করার সময়, তেজপাতা, বড় এলাচ এবং শুকনো লঙ্কা যোগ করতে হবে। ওই ভাবে পান্না করলে পেট ফাঁপা, গ্যাস, পেট ভারী হওয়ার মতো সমস্যা কমে। এবং হজমে সহায়তা করে। বিশেষ টিপস — যে জলে ডাল ভিজিয়ে রাখবেন, সেই জল দিয়ে রান্না করবেন না। ওই জল ফেলে দিয়ে পরিষ্কার জলে রান্না করতে হবে। আর স্বাদ বাড়ানোর জন্য ম্যাজিক উপায় অবলম্বন করতে ভুলবেন না। হিং, আদা ও জিরা তড়কা দিতে হবে।

মুখের দুর্গ কী করলে মিলবে স্বস্তি

মুখের দুর্গন্ধ বা হ্যালিটোসিস যেমন অস্বস্তিকর তেমন বিব্রতকর সমস্যা। অনেক সময় আমরা নিজেরাই বুঝতে পারি না মুখ থেকে দুর্গন্ধের কারণে আশপাশের মানুষ অস্বস্তিতে পড়েন। এটি কিন্তু বড় স্বাস্থ্যে সমস্যার ইঙ্গিত হতে পারে।

মুখে দুর্গন্ধ কেন হয়? ১. অপরিষ্কার দাঁত ও মাড়ি — যথাযথ ব্রাশ ও ফ্লস না করলে দাঁতের ফাঁকে খাবারের কণা আটকে যায়। সেখান থেকে ব্যাকটেরিয়া জমে দুর্গন্ধ তৈরি করে। ২. জিহ্বায় জমে থাকা ময়লা — অনেক সময় জিভের উপরিভাগে সাদা আবরণ বা জীবাণু জমে, যা দুর্গন্ধের প্রধান উৎস। ৩. শুষ্ক মুখ — লালা মুখকে স্বাভাবিকভাবে পরিষ্কার রাখে। পর্যাপ্ত লালা না হলে ব্যাকটেরিয়া দ্রুত বৃদ্ধি পায় এবং দুর্গন্ধ সৃষ্টি করে।

৪. পেট ও হজমের সমস্যা — গ্যাস, অ্যাসিডিটি বা কোষ্ঠকাঠিন্য অনেক সময় মুখের গন্ধের সঙ্গে যুক্ত থাকে। ৫. খাবারের প্রভাব — পেঁয়াজ, রসুন, কফি, মদ্যপান বা ধূমপানের কারণে মুখে দুর্গন্ধ হয়।

৬. দাঁতের রোগ বা সংক্রমণ — পায়োরিয়া, দাঁতের পচন বা মাড়ির প্রদাহ থাকলে দুর্গন্ধ আরও বেড়ে যায়। ৭. শারীরিক অসুখ --- ডায়াবেটিস, লিভার বা কিডনির সমস্যা থাকলেও মুখে দুর্গন্ধ হতে পারে। মুক্তির উপায় কী? ১. সঠিকভাবে ব্রাশ ও ফ্লস করুন — প্রতিদিন অন্তত দুইবার দাঁত ব্রাশ করতে হবে এবং ফ্লস ব্যবহার করতে হবে। দাঁতের ফাঁকে জমে থাকা খাবার বের করলে দুর্গন্ধ অনেকটাই কমে। ২. জিভ পরিষ্কার করুন — জিভের স্ক্র্যাপার বা ব্রাশের পিছনের অংশ দিয়ে জিভ পরিষ্কার করা উচিত। এতে জীবাণু জমতে পারে না। ৩. পর্যাপ্ত জল পান করুন — মুখ শুকনো থাকলে দুর্গন্ধ বাড়ে। সারাদিনে প্রচুর জল পান করলে মুখ আর্দ থাকে এবং লালা উৎপাদন ঠিক থাকে। ৪. মাউথওয়াশ ব্যবহার করুন — অ্যান্টিসেপটিক মাউথওয়াশ ব্যাকটেরিয়া কমায় এবং মুখে সতেজতা আনে। তবে কেবল মাউথওয়াশ ব্যবহার যথেষ্ট নয়, এটি ব্রাশের বিকল্প নয়। ৫. খাদ্যাভ্যাসে পরিবর্তন আনুন — রসুন, পেঁয়াজ, ধূমপান ও অ্যালকোহল কমাতে হবে। তার পরিবর্তে ফল, শাকসবজি ও ফাইবারসমৃদ্ধ খাবার বেশি খেতে হবে। ৬. চিনি ছাড়া চুইংগাম চিবোন — এটি লালারস উৎপাদন বাড়ায় এবং অস্থায়ীভাবে মুখের দুর্গন্ধ কমায়। ৭. ডাক্তারের পরামর্শ নিন — যদি নিয়মিত মুখে দুর্গন্ধ থাকে, তবে দন্তচিকিৎসককে দেখানো জরুরি। দাঁতের রোগ, সংক্রমণ বা অন্য শারীরিক অসুখ থাকলে তার সঠিক চিকিৎসা করতে হবে।

রক্তে হঠাৎ কেন শর্করা কমে যায়

রক্তে শর্করা কমে যাওয়া বা হাইপোগ্লাইসেমিয়া সাধারণত ডায়াবেটিস রোগীদের ক্ষেত্রে অত্যন্ত স্বাভাবিক। এমনটা ঘটলে শরীরে আনচান ভাব, মাথা ঘোড়ার মতো নানা সমস্যা দেখা যায়। অনেকেই হয়তো জানেন না, ডায়াবেটিস না থাকলেও হতে পারে এই সমস্যা। কমতে পারে রক্তে শর্করার পরিমাণ। কখনও কখনও এই সমস্যা কিন্তু গুরুতর স্বাস্থ্যঝুঁকি বয়ে আনে। কেন এমনটা হয়? ডায়াবেটিস না থাকলেও হাইপোগ্লাইসেমিয়া হতে পারে, যদিও তুলনামূলকভাবে কম দেখা যায়। জীবনযাত্রা, কোনও রকম অন্তর্নিহিত রোগ বা কিছু ক্ষেত্রে হরমোনের তারতম্যের প্রভাবে হতে পারে।

অগ্ন্যাশয় থেকে উৎপন্ন ইনসুলিন রক্তে শর্করার মাত্রা স্বাভাবিক রাখতে সাহায্য করে। কিন্তু যখন এই ভারসাম্য নষ্ট হয়, তখন ডায়াবেটিস না থাকলেও হঠাৎ রক্তে শর্করা নেমে যেতে পারে।

১. ওষুধ --- অন্য কারও ডায়াবেটিসের ওষুধ ভুলবশত খেয়ে ফেলা, বা কিছু নির্দিষ্ট ওষুধ খাওয়ার ফলে হাইপোগ্লাইসেমিয়া হতে পারে। যেমন, ম্যালেরিয়ার ওষুধ কুইনাইন রক্তে শর্করা কমাতে পরিচিত। শিশু এবং কিডনির রোগীরা এতে বিশেষভাবে ঝুঁকিপূর্ণ। ২. অতিরিক্ত মদ্যপান — খালি পেটে অ্যালকোহল খেলে লিভার গ্লাইকোজেন থেকে জমা গ্লুকোজ ছাড়তে পারে না, ফলে রক্তে শর্করা বিপজ্জনকভাবে কমে যেতে পারে। ৩. গুরুতর অসুস্থতা --- যেমন সিরোসিস বা হেপাটাইটিসের মতো উন্নত স্তরের লিভারের অসুখ, কিডনি বিকল হওয়া, গুরুতর সংক্রমণ বা হৃদরোগ গ্লুকোজ নিয়ন্ত্রণে ব্যাঘাত ঘটাতে পারে। বিশেষ করে কিডনি বিকল হলে ওষুধ শরীর থেকে বের হতে পারে না, ফলে হঠাৎ রক্তে শর্করা পড়ে যেতে পারে। ৪. অনাহার এবং খাওয়াদাওয়ার সমস্যা — দীর্ঘ সময় উপোস থাকা, অনাহার বা অ্যানোরেক্সিয়া নার্ভোসা-র মতো ইটিং ডিসঅর্ডারে শরীরের গ্লাইকোজেনের ভাণ্ডার ফুরিয়ে যায়, যা বারবার হাইপোগ্লাইসেমিয়ার কারণ হতে পারে। ৫. ইনসুলিনের অতিরিক্ত উৎপাদন --- খুবই বিরল একটি টিউমার ইনসুলিনোমা, যা অগ্ন্যাশয় থেকে অতিরিক্ত ইনসুলিন তৈরি করায় এবং রক্তে শর্করার মাত্রা উল্লেখযোগ্যভাবে কমিয়ে দেয়। আবার কিছু টিউমার ইনসুলিনের মতো কার্যকরী পদার্থ উৎপন্ন করে, যার ফলেও একই সমস্যা দেখা দেয়। ৬. হরমোনের ঘাটতি — অ্যাড্রেনাল বা পিটুইটারি গ্রন্থির অসুখে গ্লুকোজ বিপাকে যুক্ত হরমোনের নিঃসরণ কমে যেতে পারে। যেমনশিশুদের গ্রোথ হরমোন ঘাটতির কারণে বারবার হাইপোগ্লাইসেমিয়া হতে পারে। যদিও হাইপোগ্লাইসেমিয়া ডায়াবেটিসের সঙ্গে বেশি জড়িত, তবুও ডায়াবেটিস না থাকা ব্যক্তিরাও এর বাইরে নন। হঠাৎ মাথা ঘোরা, ঘাম হওয়া বা বিভ্রান্তি তৈরি হলে এবং এর পেছনে কোনও স্পষ্ট কারণ না থাকলে অবশ্যই চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়াটা গুরুত্বপূর্ণ।

শরীরের দূষণ দূর করে কিডনি

কিডনি শরীরের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অংশ। প্রতিদিন শরীরে যে দূষণ হয়, তা ছেঁকে বের করার কাজ কিডনির ঘাড়েই রয়েছে। আর এর ফলে যে কোনও ব্যক্তির শরীর ভাল থাকে। এই জৈবিক প্রক্রিয়া সক্রিয় রাখতে কিডনি নিজের কাজ করে যায়। আর কিডনি ঠিক কীভাবে ভাল থাকবে? এর জন্য বেশ কয়েকটি পানীয়তে ভরসা করতে পারেন। আসলে কিডনির যত্ন নিতে যদি চান, তা হলে বেশ কিছু নিয়ম মানা জরুরি। যেমন — সুস্থ জীবনযাপন করতে হবে, পর্যাপ্ত বিশ্রাম নিতে হবে, নিয়মিত পর্যাপ্ত জলপান করতে হবে, সেই সঙ্গে কিডনিকে যে পানীয় পরিষ্কার করতে পারে, তাতে চুমুক দিতে হবে। পুষ্টিবিদদের মতে বেশ কয়েকটি পানীয় সঠিক মাপে পান করলে কিডনির স্বাস্থ্য ভাল থাকে। নিম্নে তা নিয়ে আলোচনা করা হল ১) আদা ও হলুদের চা — পুষ্টিবিদদের মতে কিডনিকে দূষণমুক্ত করার জন্য সবচেয়ে ভাল পানীয় হল আদার রসের সঙ্গে হলুদ মেশানো চা। আসলে আদাতে আছে প্রদাহনাশক উপাদান। আর হলুদে রয়েছে কার্যকরী অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট। রোজ সকালে খালি পেটে এক কাপ এই চা যদি কেউ খেতে পারেন, তা হলে কিডনিকে প্রদাহজনিত সমস্যা থেকে বাঁচানো যায়। পাশপাশি সমস্ত বিষাক্ত পদার্থও শরীর থেকে দূর করা যায়। ২) লেবু-ধনেপাতা-শসার জল — কিডনি ভাল রাখার জন্য লেবু, ধনেপাতা এবং শসা দিয়ে ডিটক্স ওয়াটার বানাতে হবে। একটি কাচের বোতলে এই জল রেখে দিয়ে সারা দিনে ৩-৪ বার যদি কেউ খেতে পারেন, তা হলে কিডনিকে ভাল রাখতে সাহায্য করবে। ৩) থোড়ের রস — প্রতিদিন সকালে খালি পেটে কেউ যদি ১০০ মিলিলিটার থোড়ের রস খান, তা হলে একদিকে কিডনি স্টোনের সম্ভাবনা কমবে, পাশাপাশি মূত্রনালি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন এবং দূষণমুক্ত হবে। যদিও এই পানীয় খাওয়া আগে অবশ্যই চিকিৎসকের সঙ্গে কথা বলা উচিত।

সদর এএমসি কমিটির অষ্টম ত্রৈ-বার্ষিক সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন খাদ্যমন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী। ছবি নিজস্ব।

বাংলাদেশের রাজস্ব দপ্তরের নজরে হাসিনার বোনঝি ব্রিটিশ এমপি টিউলিপ

জাকির হোসেন, ঢাকা, ১১ সেপ্টেম্বর: বাংলাদেশের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বোনঝি ও ব্রিটিশ এমপি টিউলিপ সিদ্দিকের বিরুদ্ধে তদন্ত শুরু করেছে বাংলাদেশের জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর)। অভিযোগ, তিনি নিজেকে বাংলাদেশের নাগরিক ও করদাতা হিসেবে দেখিয়ে ট্যাক্স ফাইল খুলেছিলেন এবং ব্যাংক অ্যাকাউন্ট চালিয়েছেন। এনবিআর সূত্র বলছে, এই তথ্যের ভিত্তিতে ব্রিটেনেও তাঁর বিরুদ্ধে মামলা হতে পারে, কারণ সেখানে তিনি মিথ্যা ঘোষণা দিয়েছেন।

টিউলিপ ২০০৮-০৯ অর্থবছর থেকে ট্যাক্স রিটার্ন জমা দেওয়া শুরু করেন, যা ২০১৮-১৯ অবধি চলে। নথিতে তিনি নিজেকে বাংলাদেশে বসবাসকারী হিসেবে দেখিয়েছেনযা অনুযায়ী বছরে অন্তত ১৮২ দিন দেশে থাকার কথা। কিন্তু কর আধিকারিকদের ধারণা, তিনি সেই সময় বাংলাদেশে ছিলেন না। পাশাপাশি, ২০০৭ সালে খোলা একটি ব্যাংক অ্যাকাউন্টে প্রথম জমা হয় ৬.৫ লাখ টাকা, যা ২০১৫ সালে বেড়ে দাঁড়ায় প্রায় ৩৪.৬ লাখে। এই অর্থ ব্যবহার করে তিনি একটি সরকারি প্লটও নিয়েছেন বলে অভিযোগ।

এর আগে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক) জানিয়েছিল, টিউলিপ সিদ্দিক বাংলাদেশি নাগরিকত্ব, একাধিক পাসপোর্ট, জাতীয় পরিচয়পত্র এবং ভোটার তালিকায় নাম রেখেছিলেন। দুদকের আইনজীবী সুলতান মাহমুদ বলেছিলেন, ''আমরা যথাসময়ে এগুলো আদালতে দাখিল করব।'' তিনি আরও জানান, সমন পাঠানো ও ভোটার আইডি কার্ডে দেওয়া ঠিকানা পরিদর্শনের কাজও শেষ হয়েছে।

অভিযোগের জবাবে টিউলিপ দাবি করেন, তিনি বাংলাদেশি নন। তাঁর বক্তব্য, ''আমার কখনও জাতীয় পরিচয়পত্র বা ভোটার আইডি ছিল না। শিশু বয়স থেকে আমি কোনো বাংলাদেশি পাসপোর্টও নিইনি।'' বরং এই বিচারকে তিনি ''হয়রানি ও প্রহসন'' বলে আখ্যা দিয়েছেন। তবে এর মধ্যেই বিতর্ক ঘনীভূত হয়েছে। শেখ হাসিনা গত বছর গণঅভ্যুত্থানের জেরে ক্ষমতাচ্যুত হয়ে দেশ ছাড়ার পর টিউলিপ ও তাঁর পরিবারের বিরুদ্ধে বেআইনি সম্পদ অর্জনের অভিযোগ ওঠে। ঢাকার পূর্বাচল নতুন শহর প্রকল্পে বেআইনি প্লট নেওয়ার মামলায়ও তিনি অভিযুক্ত।

টিউলিপ সিদ্দিক চলতি বছরের জানুয়ারিতে ব্রিটিশ সরকারের সিটি মিনিস্টারের পদ থেকে ইস্তফা দেন। ওই দায়িত্বে তাঁর কাজ ছিল আর্থিক খাতে দুর্নীতি নিয়ন্ত্রণ। কিন্তু ফিন্যান্সিয়াল টাইমস প্রথমবার প্রকাশ করে, খালা শেখ হাসিনার রাজনৈতিক প্রভাবে তিনি বাংলাদেশে সুবিধা নিয়েছিলেন। এর পরই চাপের মুখে তিনি পদত্যাগ করেন।

বাংলাদেশের ভোট ঠেকানো কারও পক্ষে সম্ভব নয়, দৃঢ় আশ্বাস ইউনূস সরকারের

জাকির হোসেন, ঢাকা, ১১ সেপ্টেম্বর: ''বাংলাদেশের জাতীয় নির্বাচন ঠেকানোর ক্ষমতা কারও নেই,'' দৃঢ়তার সঙ্গে এই আশ্বাস দিলেন অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা মুহাম্মদ ইউনূসের প্রেস সচিব শফিকুল আলম। বৃহস্পতিবার ঢাকার সিরডাপ মিলনায়তনে নাগরিক কোয়ালিশনের গোলটেবিল বৈঠকে তিনি বলেন, ''সবাই সৎ থাকলে সুষ্ঠু নির্বাচন নিয়ে কোনো বাধা থাকবে না, মানুষ উৎসবমুখর পরিবেশে ভোট দিতে আসবে।''

আলম জানান, ফেব্রুয়ারিতেই নির্বাচন হবে। সময়সূচি থেকে সরে আসা জাতির জন্য ''মহাবিপর্যয়'' ডেকে আনবে। তিনি বলেন, সরকার কোনো পক্ষপাত করবে না, আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর ৮ লক্ষ সদস্য মোতায়েন থাকবে নিরাপত্তার জন্য। তাঁর কথায়, ''জনগণ যদি বন্যার জলের মতো ভোট দিতে আসে, কোনো শক্তিই সুষ্ঠু নির্বাচন ঠেকাতে পারবে না।'' ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র সংসদ তথা ডাকসু ভোটের অভিজ্ঞতাই এর প্রমাণ বলে দাবি তাঁর।

তবে বিএনপি স্থায়ী কমিটির সদস্য সালাহউদ্দিন আহমদ মনে করিয়ে দেন, গণতান্ত্রিক উত্তরণে এখনও ঐকমত্য হয়নি। তাঁর বক্তব্য, ''আমরা ফ্যাসিবাদমুক্ত হলেও নিজেদের মধ্যে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় উত্তরণের বিষয়ে ঐকমত্যে পৌঁছতে পারিনি। সময় আছে, আলোচনা করে পৌঁছব।'' তিনি বলেন, স্বাধীন নির্বাচন কমিশন, বিচার বিভাগ, তত্ত্বাবধায়ক সরকারব্যবস্থা ও মুক্ত গণমাধ্যমই অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচনের রক্ষাকবচ। সংস্কার, বিচার ও নির্বাচন পরস্পর নির্ভরশীল নয় বলেও মন্তব্য তাঁর।

এদিকে, পৃথক এক অনুষ্ঠানে জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের সহসভাপতি অধ্যাপক আলী রীয়াজ বলেন, ''জুলাই জাতীয় সনদ ২০২৫'' বাস্তবায়নের ওপরই ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে। রাজনৈতিক দলগুলোর মতামতের ভিত্তিতেই সংস্কার কার্যকর হবে।

এদিকে, প্রধান নির্বাচন কমিশনার এ এম এম নাসির উদ্দিন জানিয়েছেন, প্রবাসী বাংলাদেশিরা এবার পোস্টাল ব্যালটে ভোট দিতে পারবেন। এ জন্য তৈরি হচ্ছে 'ঞ্চদ্রম্নষ্ঠথন স্কখননদ্রষ্ঠ স্কঙ্গ' অ্যাপ। কানাডার টরন্টোয় প্রবাসীদের জাতীয় পরিচয়পত্র বিতরণ কার্যক্রম উদ্বোধন করে তিনি এই কথা জানান।

ডোডা জেলায় উত্তেজনা চরমে, আপ বিধায়ক মেহরাজ মালিকের গ্রেফতারকে কেন্দ্র করে ব্যাপক বিক্ষোভ ও সংঘর্ষ

শ্রীনগর, ১১ সেপ্টেম্বর: জম্মু ও কাশ্মীরের ডোডা জেলা এবং তার সংলগ্ন কিছু এলাকায় পরিস্থিতি অগ্নিগর্ভ হয়ে উঠেছে। ডোডা কেন্দ্রের আপ (আম আদমি পার্টি) বিধায়ক মেহরাজ মালিককে কড়া পাবলিক সেফটি অ্যাক্ট-এর আওতায় গ্রেফতার করাকে কেন্দ্র করে শুরু হয় ব্যাপক বিক্ষোভ, যা পরবর্তীতে রূপ নেয় হিংসাত্মক সংঘর্ষে।

গতকাল থেকে শুরু হওয়া এই প্রতিবাদ আজও অব্যাহত রয়েছে। বিক্ষোভকারীদের ছত্রভঙ্গ করতে পুলিশ লাঠিচার্জ ও টিয়ার গ্যাসের ব্যবহার করে। সংঘর্ষ ছড়িয়ে পড়ে পার্শ্ববর্তী ভদ্রওয়াহ শহরেও। এই ঘটনায় একাধিক বিক্ষোভকারী ও নিরাপত্তারক্ষী আহত হন, যার মধ্যে রয়েছেন দু'জন পুলিশ আধিকারিকও।

পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে প্রশাসন ডোডা জেলায় ১৪৪ ধারা জারি করেছে এবং সংবেদনশীল এলাকাগুলিতে অতিরিক্ত বাহিনী মোতায়েন করা হয়েছে। মোবাইল ইন্টারনেট ও ওয়াই-ফাই পরিষেবা বন্ধ রাখা হয়েছে সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসেবে।

সূত্রে জানা গেছে, বিভিন্ন এলাকা থেকে বিক্ষোভকারীরা বিধিনিষেধ অমান্য করে পথে নামেন, যাদের পুলিশ লাঠিচার্জ করে ছত্রভঙ্গ করে দেয়। বেশ কয়েকজন পুরুষ ও মহিলা বিক্ষোভকারীকে আটক করা হলেও, সন্ধ্যার পর তাদের ছেড়ে দেওয়া হয়।

পরিস্থিতির গুরুত্ব বুঝে জেলা জুড়ে সমস্ত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান (চিকিৎসা দোকান ব্যতীত) বন্ধ রাখার নির্দেশ দিয়েছে প্রশাসন। ভদ্রওয়াহ, ডোডা, থাথরি এবং গান্দোহ অঞ্চলে নিরাপত্তা বাহিনীর উপস্থিতি চোখে পড়ার মতো। পুলিশ গাড়ি থেকে মাইকিং করে বারবার নাগরিকদের ঘরে থাকার ও প্রশাসনের সঙ্গে সহযোগিতার আহ্বান জানানো হচ্ছে।সরকারি অফিসগুলির চত্বরে জমায়েত ঠেকাতে বহু স্থানে কাঁটাতার দিয়ে ব্যারিকেড গড়ে তোলা হয়েছে।

অপরদিকে, আপ বিধায়ক মেহরাজ মালিকের গ্রেফতারির তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছে একাধিক রাজনৈতিক দল। তারা এই পদক্ষেপকে 'গণতন্ত্র-বিরোধী' এবং 'আতঙ্ক সৃষ্টির চেষ্টার অংশ' বলে অভিহিত করেছে।

সৌদি আরবে শুরু হলো 'সাজেক্স ২০২৫' অলংকার মেলা ভারত-সৌদি রত্ন ও গয়না বাণিজ্যে নতুন দিগন্তের সূচনা

জেদ্দা, ১১ সেপ্টেম্বর: ভারতের রত্ন ও গয়না রপ্তানি প্রচার পরিষদ, জেদ্দায় ভারতের কনসুলেট জেনারেল, রিয়াধে ভারতীয় দূতাবাস এবং ভারতের বাণিজ্য ও শিল্প মন্ত্রকের যৌথ উদ্যোগে সৌদি আরবে প্রথমবারের মতো অনুষ্ঠিত হচ্ছে 'সৌদি আরব জুয়েলারি এক্সপোজিশন (সাজেক্স) ২০২৫'।জেদ্দা সুপারডোম-এ ১১-১৩ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত চলবে এই তিনদিনের আন্তর্জাতিক অলংকার মেলা। প্রায় ২০০-র বেশি প্রদর্শক ২৫০টি বুথে অংশ নিচ্ছেন, এবং ২,০০০-এরও বেশি ব্যবসায়িক দর্শক ও আন্তর্জাতিক ক্রেতার আগমনের সম্ভাবনা রয়েছে। প্রদর্শনীতে হীরা ও রঙিন রত্নখচিত গয়না, ব্রাইডাল কালেকশন, ল্যাব-গ্রো হীরা, ১৮, ২১ ও ২২ ক্যারেট সোনার অলংকার এবং আধুনিক গয়না প্রযুক্তির প্রদর্শন করা হচ্ছে।

২০২৪-২৫ অর্থবর্ষে ভারত প্রায় ৩২ বিলিয়ন মার্কিন ডলার মূল্যের রত্ন ও গয়না রপ্তানি করেছে। বিশ্বে প্রতিবছর এক বিলিয়নেরও বেশি হীরা প্রক্রিয়াজাত করে ভারত, যা মূল্যমানের ৬৫ এবং পরিমাণের ৯২ বিশ্ব হীরা বাজারে জোগান দেয়। ভারত রত্ন, রূপা, সোনা, রঙিন রত্ন এবং ল্যাব-গ্রো হীরার অন্যতম প্রধান রপ্তানিকারক দেশ। চলতি অর্থবর্ষে এই খাতে এফডিআই (বিদেশি বিনিয়োগ) বেড়েছে ৩১৫, যা ভারতের মোট ৫০ বিলিয়ন এফডিআই প্রবাহে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রেখেছে।

সাজেক্স ২০২৫ পাচ্ছে সৌদি আরবের বিনিয়োগ মন্ত্রক, জেদ্দা ও মক্কা চেম্বার অফ কমার্স-এর শক্তিশালী প্রাতিষ্ঠানিক সমর্থন। অংশগ্রহণকারী প্রতিষ্ঠানের মধ্যে রয়েছে হাসমুখ পারেখ জুয়েলার্স, কে.জি.কে. ক্রিয়েশনস ইন্ডিয়া, এশিয়ান স্টার কোং, বাফলেহ জুয়েলারি (ইউএই) এবং জাওহারা জুয়েলারি।

মেলার পাশাপাশি অনুষ্ঠিত হচ্ছে ওয়ার্ল্ড জুয়েলারি ইনভেস্টমেন্ট ফোরাম। এই ফোরামে থাকছে প্যানেল আলোচনা ও গোলটেবিল বৈঠক ট্রেড ফ্যাসিলিটেশন, বিনিয়োগ সম্ভাবনা, জিসিসি ভোক্তাদের জন্য খুচরো ও উৎপাদন প্রবণতা, এবং পরীক্ষাগার ও অ্যাসোসিয়েশনগুলির ভূমিকা নিয়ে আলোচনা। এতে অংশ নিচ্ছেন সৌদি সরকারের উচ্চপদস্থ আধিকারিক, আন্তর্জাতিক শিল্প বিশেষজ্ঞ, জিজেইপিসি প্রতিনিধি, সৌদি বিনিয়োগ মন্ত্রক এবং মহারাষ্ট্র সরকারের প্রতিনিধিরা।

১১ সেপ্টেম্বর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত রয়েছেন সৌদি আরবের বিভিন্ন উচ্চপদস্থ ব্যক্তি, সৌদি আরবে ভারতের রাষ্ট্রদূত, জেদ্দায় ভারতীয় কনসাল জেনারেল এবং অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ অতিথি। অনুষ্ঠানে থাকছে একজন ভারতীয় ডিজাইনারের কিউরেট করা জুয়েলারি-ফ্যাশন শো এবং ভারতীয় সংগীতশিল্পীদের সাংস্কৃতিক পরিবেশনা।

সৌদি আরব, যার জিডিপি বর্তমানে ১.১ ট্রিলিয়ন, ভিশন ২০৩০-এর আওতায় বিলাসবহুল খাত, খুচরো ও পর্যটনে ব্যাপক বৃদ্ধি দেখছে। দেশটির হীরা ও সোনার গয়নার বাজার ২০২৪ সালে ৪.৫৬ বিলিয়ন থেকে ২০৩০ সালের মধ্যে ৮.৩৪ বিলিয়ন-এ পৌঁছাবে বলে পূর্বাভাস, বার্ষিক বৃদ্ধির হার ১০.৬ শতাংশ। জেক্স ২০২৫ সৌদি আরবকে বিশ্বের অলংকার শিল্পের একটি আঞ্চলিক কেন্দ্র হিসেবে গড়ে তোলার পাশাপাশি ভারত-সৌদি অর্থনৈতিক সহযোগিতা আরও মজবুত করবে বলেই মনে করা হচ্ছে।

বিহারের মুখ্যসচিবের উচ্চপর্যায়ের বৈঠক

পাটনা, ১১ সেপ্টেম্বরঃ নেপালে চলমান বিক্ষোভ, সহিংস আন্দোলন এবং সম্প্রতি ঘটে যাওয়া জেল ভাঙার ঘটনাকে কেন্দ্র করে সীমান্তে উত্তেজনা সৃষ্টি হয়েছে। এই পরিস্থিতিতে বিহারের মুখ্যসচিব প্রত্যয় আমৃত রাজ্যের ভারত-নেপাল সীমান্তবর্তী জেলাগুলির নিরাপত্তা পরিস্থিতি খতিয়ে দেখতে এক উচ্চপর্যায়ের পর্যালোচনা বৈঠক করেন।

বৃহস্পতিবার পাটনার সচিবালয়ে অনুষ্ঠিত এই বৈঠকে মুখ্যসচিব সংশ্লিষ্ট আধিকারিকদের সীমান্তবর্তী এলাকায় নিরাপত্তা ব্যবস্থা আরও জোরদার করার নির্দেশ দেন। ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে সীমান্তবর্তী সমস্ত জেলার জেলা শাসক এবং পুলিশ সুপারদের সঙ্গে কথা বলেন তিনি।

প্রত্যয় আমৃত রাজ্যের পুলিশ মহাপরিদর্শক ও অন্যান্য উচ্চপদস্থ পুলিশ আধিকারিকদের নির্দেশ দেন, যেন সীমান্ত পেরিয়ে বিহারে প্রবেশকারী প্রতিটি ব্যক্তির ওপর কড়া নজরদারি রাখা হয় এবং প্রয়োজনে তাদের তল্লাশি চালানো হয়। একই সঙ্গে, তিনি রাজ্যের গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনাগুলির নিরাপত্তাও জোরদার করার নির্দেশ দেন। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য — সেতু, রেল স্টেশন, বিদ্যুৎ কেন্দ্র প্রভৃতি।

সীমান্তবর্তী অঞ্চলে বর্তমান পরিস্থিতি বিবেচনায় রাজ্য সরকার সর্বোচ্চ সতর্কতা অবলম্বন করছে বলে সূত্রের খবর।

বৈদেশিক সফরে নিরাপত্তা বিধি লঙ্ঘনের অভিযোগে কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধীকে চিঠি দিল সিআরপিএফ

নতুন দিল্লি, ১১ সেপ্টেম্বর: কেন্দ্রীয় রিজার্ভ পুলিশ ফোর্স (সিআরপিএফ) কংগ্রেস সাংসদ রাহুল গান্ধীর বিরুদ্ধে বৈদেশিক সফরে নিরাপত্তা প্রোটোকল অমান্য করার অভিযোগে চিঠি পাঠিয়েছে। বুধবার কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খড়্গের উদ্দেশেও একই চিঠি প্রেরণ করেছে সিআরপিএফ।

সিআরপিএফের ভিভিআইপি সিকিউরিটি প্রধান সুনীল জুনে চিঠিতে অভিযোগ করেছেন, রাহুল গান্ধী নিরাপত্তা ব্যবস্থাকে 'গম্ভীরভাবে নিচ্ছেন না' এবং প্রায়ই বিদেশে যাত্রার সময় কারও অবগত করেন না। চিঠিতে রাহুল গান্ধীর ইতালি (ডিসেম্বর ৩০ থেকে জানুয়ারি ৯), ভিয়েতনাম (মার্চ ১২ থেকে ১৭), দুবাই (এপ্রিল ১৭ থেকে ২৩), কাতার (জুন ১১ থেকে ১৮), লন্ডন (জুন ২৫ থেকে জুলাই ৬) ও মালয়েশিয়া (সেপ্টেম্বর ৪ থেকে ৮) সফরের উল্লেখ রয়েছে। এই সফরগুলোতে তিনি সিআরপিএফের 'ইয়েলো বুক' এ উল্লেখিত প্রোটোকল লঙ্ঘন করেছেন বলে চিঠিতে উল্লেখ করা হয়েছে।

এ বিষয়ে রাহুল গান্ধী, মল্লিকার্জুন খড়্গে বা কংগ্রেস দলের তরফ থেকে কোনো মন্তব্য পাওয়া যায়নি।

রাহুল গান্ধী, যিনি সাবেক কংগ্রেস সভাপতি, বর্তমানে জেড় ক্যাটেগরির সুরক্ষা পাচ্ছেন, যা অত্যন্ত উচ্চ নিরাপত্তার স্তর এবং এটির আওতায় প্রায় ৫৫ জন নিরাপত্তারক্ষী, যাদের মধ্যে রয়েছে ন্যাশনাল সিকিউরিটি গার্ডের কমান্ডো। এই নিরাপত্তা ব্যবস্থায় সংশ্লিষ্ট নিরাপত্তা কর্মীরা ভিআইপির সফরের পূর্বেই স্থানীয় পুলিশ ও গোয়েন্দা সংস্থার সঙ্গে সমন্বয় করে আগাম তদন্ত পরিচালনা করেন।এটি রাহুল গান্ধীর বিরুদ্ধে সিআরপিএফের প্রথম চিঠি নয়। ২০২২ সালে সিআরপিএফ জানিয়েছিল যে, ২০২০ সাল থেকে রাহুল গান্ধী ১১৩ বার নিরাপত্তা নির্দেশিকা ভঙ্গ করেছেন, যার মধ্যে ছিল কংগ্রেসের ''ভারত যোগো যাত্রা''র দিল্লি পর্যায়েও।২০২৩ সালে কংগ্রেস অভিযোগ করেছিল যে,কাশ্মীর পর্যায়ের ''ভারত যোগো যাত্রা''র সময় নিরাপত্তা ব্যবস্থায় গাফিলতি ছিল। ওই সময় গান্ধীকে অপ্রত্যাশিত বিশাল ভিড়ের মুখোমুখি হতে হয়েছিল, ফলে তিনি প্রায় ৩০ মিনিট ভিড়ের মধ্যে আটকা পড়েন।গত মাসে একটি নিরাপত্তা লঙ্ঘনের ঘটনায় রাহুল গান্ধী বিহারে ''ভোটার অধিকার যাত্রা''র সময় দুই চাকার বাইক চালাচ্ছিলেন, যখন এক অজ্ঞাত ব্যক্তি হঠাৎ তাকে জোর করে আলিঙ্গন করেন এবং কাঁধে চুম্বন দেন। নিরাপত্তা সদস্যরা ওই ব্যক্তিকে সঙ্গে সঙ্গে আটকে ফেলেন।২০১৯ সালে কেন্দ্র সরকার কংগ্রেস নেত্রী সোনিয়া গান্ধী ও তার দুই সন্তানের স্পেশাল প্রোটেকশন গ্রুপ (এসপিজি) সুরক্ষা তুলে নিয়ে সিআরপিএফের নিরাপত্তা দিয়ে থাকেন।

প্রেস বিজ্ঞপ্তি

জাতীয় লোক আদালতে নিষ্পত্তির জন্য উঠবে ৩১,৭৮৯ টি মামলা

আগামী ১৩ই সেপ্টেম্বর ২০২৫ ইংরেজি, শনিবার, রাজ্যে বসছে এবছরের তৃতীয় জাতীয় লোক আদালত। ত্রিপুরা হাইকোর্ট ছাড়াও রাজ্যের সব জেলা এবং মহকুমা আদালত চত্বরে এই লোক আদালত বসবে। মোট ৩৯ টি বেঞ্চে ৩১,৭৮৯ টি মামলা নিষ্পত্তির ন্য তোলা হবে। এরমধ্যে আদালতে জমে থাকা ২৪ হাজার ১৩ টি মামলা এবং মামলা পূর্ব বিরোধ (Pre-litigation) সংক্রান্ত ৬,৭৭৬ টি মামলা রয়েছে। জাতীয় লোক আদালতে মোটর দুর্ঘটনায় ক্ষতিপূরণ সংক্রান্ত ২০৩ টি মামলা, বৈবাহিক বিরোধ সংক্রান্ত ২৪৯ টি মামলা, ব্যাংক ঋণ পরিশোধ সংক্রান্ত ৫,৫৯৪ টি মামলা, বিএসএনএলের বিল পরিশোধ সংক্রান্ত ১,১৮২ টি মামলা, আপোষযোগ্য ফৌজদারি বিরোধের (এমবি অ্যাক্ট, টি পি অ্যাক্ট, টিজি অ্যাক্ট, এক্সাইস অ্যাক্ট) ২৩,৪৪২ টি মামলা, চেক বাউন্স (এনআই অ্যাক্ট) সংক্রান্ত ৬৮ টি মামলা, মানি স্যুট সংক্রান্ত মামলা ৮ টি, দেওয়ানি মামলা (টি এস ও এমএস মামলা) ৩৫ টি, বন অধিকার আইনে একটি মামলা এবং চাকরি সংক্রান্ত বিষয় ৭টি মামলা নিষ্পত্তির ন্য তোলা হবে। ত্রিপুরা হাইকোর্টে একটি বেঞ্চে ২৪ টি মামলা নিষ্পত্তির জন্য তোলা হবে।

ইতিমধ্যে মামলার পক্ষ-বিপক্ষ/উভয়পক্ষকে নোটিস দেওয়া হয়েছে। লোক আদালতে নোটিশ প্রাপ্ত ব্যক্তিরা গত ৮ই সেপ্টেম্বর থেকে সংশ্লিষ্ট জেলা আইনসেবা কর্তৃপক্ষ ও মহকুমা আইনি সেবা কর্তৃপক্ষের অফিসে যোগাযোগ করে মামলার প্রি-কনসিলিয়েশন বা নিষ্পত্তির সুবিধা নিচ্ছেন। লোক আদালতে নোটিসপ্রাপ্ত হয়ে আসা লোক নদের সাহায্য করবেন অধিকার মিত্র-রা। রাজ্য আইনসেবা কর্তৃপক্ষের এগজিকিউটিভ চেয়ারম্যান বিচারপতি অমরনাথ গৌড় জাতীয় লোক আদালত সফল করতে প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিয়েছেন। দ্রুত ও বিনা আইনি খরচে সংশ্লিষ্ট সবাইকে মামলা নিষ্পত্তির সুবিধা নিতে ত্রিপুরা রাজ্য আইনসেবা কর্তৃপক্ষের সদস্য-সচিব শ্রীমতি ঝুমা দত্ত চৌধুরী আবেদন করেছেন।

সন্ধান চাই

Ref: R K Pur Women PS Case No 2025 WRP 022 Dt: 13.6.2025 U/S 87/351 (2) BNS

পাশের ছবিটি পলাতক আসামী শুভম দত্ত (২৩) পিতা-শ্রী উজ্জ্বল দত্ত। সাং-পালাটানা, থানা-কাঁকড়াবন, জিলা-গোমতী ত্রিপুরা। তাহার নামে আর কে পুর মহিলা থানায় মোকদ্দমা লিপিবদ্ধ হওয়ার দিন হইতে সে পলাতক।

উক্ত পলাতক আসামাটির সম্পর্কে কোন তথ্য জানা থাকলে বা তাহার বর্তমান ঠিকানা জানা থাকলে নিম্নলিখিত টেলিফোন নম্বরে যোগাযোগ করার জন্য অনুরোধ করা যাইতেছে।

(প্রয়োজনে তথ্য দাতার পরিচিত গোপন করা হইবে)।

যোগাযোগের নম্বর ঃ

১। এস পি ডি আই জি গোমতী - ৯০৮৯৪০৮৩১০/৯৪০২১১৯৬১৩

২। ওসি আর কে পুর মহিলা থানা - ৬০৩৩২৩৭৫৫০/৮৪১৬০১৯০১৩

ICA/D-952/25

পুলিশ সুপার
উদয়পুর, গোমতী ত্রিপুরা

DHALAI DISTRICT POLYTECHNIC, AMBASSA
GOVERNMENT OF TRIPURA
WALK-IN-INTERVIEW

A walk-in-interview will be held at Dhalai District Polytechnic, Ambassa on 16th September, 2025 from 11:00 A.M. onwards for the engagement of Guest/Visiting Lecture(s) of the following subjects:-

(i) English, (ii) Management and allied subjects (iii) Sports & Yoga (iv) Computer/IT and (v) Civil Engineering.

Eligibility Criteria:

➢ For English, Management and allied subjects, Sports & Yoga first class in Masters Degree degree in relevant subjects/domain.

➢ For Engineering subjects, BE/B.Tech in the relevant branch with first class or equivalent. If any candidate has ME/M.Tech then first class in either Masters Degree or Bachelors degree.

➢ The engagement will be purely on temporary basis at remuneration of Rs. 500/- per class and maximum celing Rs 20000/-(Twenty Thouands) per month per person for the academic session 2025-26.

Interested candidates are hereby informed to report by 11:00 A.M. 16th September, 2025 positively with original and photocopies of relevant documents, bio-data and a passport size photograph. The details information will be available in the Institute website www.ddpambassa.ac.in and filled up the online form which is available in the portal.

No TA/DA will be provided for attending the interview.

Sd/-
(Dr. Sajal Kanta Das)
Principal (I/C) & H.O.
Dhalai District Polytechnic
Ambassa, Dhalai

ICA/D-949/25

NOTICE INVITING TENDER FOR ENGAGEMENT OF GROUP-'D' (CLEANING & SWEEPING ASSISTANT) UNDER THE JUDGESHIP OF GOMATI JUDICIAL DISTRICT ON OUTSOURCING BASIS.

It is proposed to engage 09 (Nine) nos. Group -'D' worker (CLEANING & SWEEPING ASSISTANT) under the Judgeship of Gomati Judicial District [07 (Seven) nos. Sweeping & Cleaning Assistant for the establishment of District & Sessions Judge, Gomati Judicial District, Udaipur and 02 (Two) nos. Sweeping & Cleaning Assistant for the establishment of Sub-Divisional Judicial Magistrate-Cum-Civil Judge (Jr. Div.), Amarpur, Gomati Judicial District].Sealed tenders are invited from licensed/registered Agencies having experience in dealing with similar nature of work in PSUs/Government offices/Autonomous & corporate bodies. Tender documents can be obtained from the Office of the District & Sessions Judge, Gomati Judicial District, Udaipur on depositing fee of Rs. 2,000/- (Rupees Two Thousand) only (non-refundable) in shape of Demand Draft/postal order drawn on any Nationalized Bank Branch in favour of the "District & Sessions Judge, Gomati Judicial District, Udaipur" on any working days between 15.09.2025 to 25.09.2025 up-to 4.00 P.M. Last date of Submission of sealed tender Bid: 25.09.2025. Detailed tender documents are also available on official website: https://districts.ecourts.gov.in/india/tripura/gomati/tender.

If the tender document is downloaded from the website the cost of the tender document Rs. 2,000/- (Rupees Two Thousand) only in shape of Demand Draft in addition to the EMD is payable. The competent authority reserves the right to accept/reject any tender without assigning any reason what so ever. All are requested to read the tender document carefully and comply with the instructions and statutory requirement. For any clarification/ information please contact Sri Debabrata Das, UDC (Estt.) of the establishment of the undersigned, Mobile- 8119043094.

(Sumit Debnath)
I/c District & Sessions Judge,
Gomati Judicial District, Udaipur

ICA/C-2239/25

Ph: (03821)-295080 (Land)

PRESS NOTICE INVITING e-TENDER NO: 24/NIT/EE/PWD/AMP/2025-26 Dated: 04-09-2025
Memo No.F.TC-I(P-I)/EE/PWD/AMP/5203-5272 Dated: 04-09-2025
Cost of Tender form: Rs.1,000.00/- (One thousand) only.
Last date and time for document downloading and bidding: 19-09-2025 upto 15.00 hrs. Time and date for opening of bid: 19-09-2025 at 16:00 hrs. (if possible.)

Sl No.	Name of work	Estimated Cost	Earnest Money	Time for Completion	Class of Bidder
1	DNIT : 18/DNIT/B/EE/PWD/AMP/2025-26	24,00,063.00	48,001.00	90 Days	Appropriate Class

Tender can also be seen in the website https://tripuratenders.gov.in.
All other necessary information can be seen in the Amarpur Division PWD(R&B) office in office hours.

For and on behalf of Governor of Tripura

Executive Engineer
Amarpur Division, PWD(R&B)
Amarpur, Gomati Tripura

ICA/C-2248/25

PRESS NOTICE INVITING e-TENDER NO: 09/NIET/EE-KLP/PWD (DWS)/2025-26

The Executive Engineer, DWS Division Kalyanpur, Khowai Tripura on behalf of the 'Governor of Tripura', invites online percentage/ item rate e-tender in single bid tendering system from the Central & State Public Sector undertaking/Enterprise and eligible Contractors/Firms/Private Ltd. Firm/Agencies of Appropriate Class& Category registered with any wing of State(s) PWD /CPWD /MES /Railway for the following work through e-procurement portal:

Sl No.	DNIe-T No.	Estimated Cost	Earnest Money	Time for Completion	Cost of Bid Fee
1	DNIe-T No. 19/EE-KLP/PWD(DWS)/2025-26	23,81,584.00	47,632.00	180 Days	1,000.00
2	DNIe-T No. 20/EE-KLP/PWD(DWS)/2025-26	23,81,584.00	47,632.00	180 Days	1,000.00

Last date and time for document downloading and bidding: 22/09/2025 up to 3:00 PM
Time and date of opening of bid: 22/09/2025 at 04:00 PM
Document downloading and biding at application: https://tripuratenders.gov.in
Class of bidder: Appropriate Class
All details are available in the https://tripuratenders.gov.in

Note: *NO NEGOTIATION WILL BE CONDUCTED WITH THE LOWEST BIDDER*

(ER. SANJOY DEBNATH)
Executive Engineer
DWS Division, Kalyanpur
Khowai Tripura

ICA/C-2232/25

PNIT NO.: 40/EE/MNP/PWD(R&B)/2025-26 Date 09/09/2025

The Executive Engineer, Mohanpur Division, PWD (R&B), Mohanpur, West Tripura on behalf of the 'Governor of Tripura', invites online percentage rate e-tender for the following work:

Sl No.	DNIeT No.	Last date and time for document downloading and Bidding	Time and Date of Opening of Bid/Technical Bid
1	DNIT No. 17/B/DNIe-T/SE-IV/PWD(R&B)/2025-26	Upto 3.00 PM on 15/09/2025	At 4.00 PM on 15/09/2025 (If Possible)

Note: The bid forms and other details including online activities should be done in the e- procurement portal https://tripuratenders.gov.in

(For & on behalf of the Governor of Tripura)

(Er. Susanta Debbarma)
Executive Engineer
Mohanpur Division, PWD (R&B),
Mohanpu, west Tripura.

ICA/C-2245/25

কর্মস্থলে গিয়ে ওএনজিসি শ্রমিকের রহস্যজনক মৃত্যু, হাহাকার অন্তঃসত্ত্বা স্ত্রী ও পরিবারের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা,১১ সেপ্টেম্বর: রহস্যঘেরা পরিস্থিতিতে মৃত্যু হল ওএনজিসি শ্রমিক প্রসেনজিৎ সূত্রধর (২৯)-এর। আগরতলার সাধুটিলা এলাকার বাসিন্দা প্রসেনজিতের অকাল মৃত্যুতে শোকস্তব্ধ পরিবার। অন্তঃসত্ত্বা স্ত্রী ও পরিজনরা দিশেহারা।

পরিবার সূত্রে জানা গেছে, গতকাল সন্ধ্যা ছ'টার দিকে বাড়ি থেকে কর্মস্থলের উদ্দেশ্যে বেরিয়েছিলেন প্রসেনজিৎ। গভীর রাতে হাঁপানিয়া হাসপাতাল থেকে পরিবারের কাছে ফোন আসে যে তিনি চিকিৎসাধীন অবস্থায় আছেন। তড়িঘড়ি হাসপাতালে পৌঁছালেও তাঁকে মৃত অবস্থায় পান পরিজনরা।

প্রশ্ন উঠছে কে বা কারা প্রসেনজিৎকে হাসপাতালে নিয়ে এল? আসলে তাঁর সঙ্গে কী ঘটেছিল? এ বিষয়ে এখনও পর্যন্ত কোনও তথ্যই মেলেনি। পরিবারের দাবি, তাঁরা ইতিমধ্যেই ওএনজিসি কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করেছেন। কিন্তু সংশ্লিষ্ট আধিকারিকের ফোন সুইচ অফ থাকায় এবং সহকর্মীদের সঙ্গেও যোগাযোগ না হওয়ায় আরও বাড়ছে ধোঁয়াশা।

প্রসেনজিতের মাথায় দুটি আঘাতের চিহ্ন রয়েছে বলে পরিবার সূত্রে জানা গেছে। ঠিক কীভাবে মৃত্যু হয়েছে, দুর্ঘটনা নাকি অন্য কিছু তা নিয়ে দ্বন্দ্বে রয়েছেন পরিবারের সদস্যরা।

অন্যদিকে পুলিশের ভূমিকা নিয়েও ক্ষোভ উগরে দিয়েছেন মৃতের পরিবার। তাঁদের অভিযোগ, থানায় যাওয়ার পরও পুলিশ শুধু তালবাহানা করছে, কোনও সদুত্তর দিচ্ছে না।

বর্তমানে প্রসেনজিতের দেহ হাঁপানিয়া হাসপাতালেই রয়েছে। পরিজনরা পুলিশের কাছে সুষ্ঠু তদন্তের দাবি জানিয়েছেন।

লাউগাংসম এডিসি ভিলেজ থেকে দুই চোর আটক

শান্তিরবাজার, ১১ সেপ্টেম্বর : শান্তিরবাজার থানায় ওসি রাজু দত্ত ও এস আই সমীর বিশ্বাস আসার পর থেকে একের পর এক বিভিন্ন অপরাধমূলক কাজ দমন করে যাচ্ছে। পুলিশকে এই কাজে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছে শান্তির বাজার মহকুমার লোকজনেরা। পুলেশের সঙ্গে হাতমিলিয়ে অপরাধ দমনে এগিয়ে আসছে স্থানীয়রা।

বিগত দিনে এমননধরনের চিত্র লক্ষ্য করা যায়নি। ওসি রাজু দত্ত ও এস আই সমীর বিশ্বাস শান্তির বাজার থানায় আসার পর থেকেই এইধরনের কর্মসূচি লক্ষ্য করা যায়। গতকাল রাত্রিবেলায় শান্তির বাজার থানার অধীনে লাউগাংসম এডিসি ভিলেজে দুই চোরকে আটক করে স্থানীয় লোকজনেরা শান্তির বাজার থানার পুলিশের হাতে তুলে দেয়। পুলিশ দুই চোরকে আটক করে থানায় নিয়েআসে। এইসকল চুরিকান্ডে কে কে জড়িত আছে তানিয়ে জিজ্ঞেসাবাদ চালাচ্ছে শান্তির বাজার থানার পুলিশ।

ওসি রাজু দত্তের উপস্থিতিতে বর্তমান সময়ে শান্তির বাজারে চুরি ও নেশার রমরমা অনেকটা কমেছে। সকলে আশাবাদী ওসি রাজু দত্ত ও এস আই সমীর বিশ্বাস সকলের সুরক্ষায় প্রতিনিয়ত এইভাবে কাজ করে যাবে।

খাদ্যের সন্ধানে জঙ্গল ছেড়ে লোকালয়ে বিরল প্রজাতির চশমা বানর

আগরতলা, ১১ সেপ্টেম্বর : খাদ্যের সন্ধানে জঙ্গল ছেড়ে লোকালয়ে এসে পড়ল বিরল প্রজাতির এক চশমা বানর। আজ সকালবেলায় সাব্রুম শহরের ব্যস্ততম এলাকাগুলোর একটি অটো স্ট্যাডে এই অপ্রত্যাশিত দৃশ্য দেখে রীতিমতো হতবাক এলাকাবাসী।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

কুমারঘাটে বনমোহৎসব উপলক্ষে নগর বনের শুভ উদ্বোধন, পালিত হল বন শহীদ দিবস

কুমারঘাট, ১১ সেপ্টেম্বর: ৭৬তম কুমারঘাট মহকুমা ও ঊনকোটি জেলা ভিত্তিক বনমোহৎসব ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানকে সাক্ষী রেখে আজ কুমারঘাট নগর বনের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন হল। প্রায় ১ কোটি ৮৯ লক্ষ ১০ হাজার টাকা ব্যয়ে গড়ে ওঠা এই নগর বনের উদ্বোধনের সঙ্গে যথাযোগ্য মর্যাদায় পালিত হয় বন শহীদ দিবস।

অনুষ্ঠানের সূচনা হয় স্থানীয় বিধায়ক ভগবান চন্দ্র দাসের হাতে চারা রোপণ ও গাছে জল দেওয়ার মধ্য দিয়ে। উপস্থিত ছিলেন ঊনকোটি জেলা সভাধিপতি অমলেন্দু দাস, ঊনকোটি জেলা বন আধিকারিক কৃষ্ণ গোপাল রায়, কুমারঘাট পৌর পরিষদের চেয়ারপারসন বিশ্বজিৎ দাস, মহকুমা শাসক এন.এস. চাকমা, মহকুমা বন আধিকারিক অমিত দে-সহ তিন রেঞ্জার ঝুমুর চন্দ, সুজিত চাকমা ও এল. হালাম। পাশাপাশি বন দপ্তরের ঊনকোটি জেলার দায়িত্বপ্রাপ্ত আধিকারিক ও সমাজসেবীরাও অনুষ্ঠানে যোগ দেন।

এদিনের অনুষ্ঠানে তিনটি স্বনির্ভর গোষ্ঠীর হাতে ১ লক্ষ টাকা করে চেক তুলে দেওয়া হয়। এছাড়া পাঁচটি গ্রুপের মোট ৩০ জন প্রতিযোগীর হাতে স্মারক ট্রফি ও সনদপত্র প্রদান করা হয়।

অতিথিরা তাঁদের বক্তব্যে জানান, প্রায় ৪০ হেক্টর জমি জুড়ে কুমারঘাট নগর বনের পথ চলা শুরু হল। এই নগর বনের সৌন্দর্য ও গরিমা ধরে রাখতে সবাইকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান তারা।

অনুষ্ঠান শেষে অতিথিরা নগর বনের চারপাশ ঘুরে দেখেন। প্রথম দিন থেকেই পর্যটকদের আনাগোনা শুরু হয়েছে বলে আশাবাদ ব্যক্ত করেন তাঁরা।

খোয়াইয়ে ক্যান্সার আক্রান্তের মৃতদেহ সৎকারে বাধা, পুলিশের গাড়ি ভাঙচুরে চাঞ্চল্য

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ সেপ্টেম্বর : খোয়াই জেলার আমতলী এলাকায় ক্যান্সার আক্রান্ত এক ব্যক্তির মৃতদেহ সৎকারকে কেন্দ্র করে ব্যাপক উত্তেজনা তৈরি হল। শুধু তাই নয়, বাধা দিতে আসা পুলিশ অফিসারকে মারধর ও পুলিশের গাড়ি ভাঙচুরের ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে এলাকায়।

পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, খোয়াই বারবিল এলাকার বাসিন্দা তপন দেব দীর্ঘদিন ক্যান্সারে আক্রান্ত ছিলেন। মঙ্গলবার সন্ধ্যায় তিনি মারা যান। রাত প্রায় ১০টা নাগাদ তাঁর মৃতদেহ আমতলী এলাকার শ্মশানঘাটে নিয়ে গেলে স্থানীয়রা আপত্তি জানায়। তাদের অভিযোগ ছিল, ক্যান্সার রোগীর মৃতদেহ ওই শ্মশানে দাহ করা যাবে না। এর জেরে মৃতের পরিবার ও গ্রামবাসীদের মধ্যে বচসা বাঁধে।

খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছালে পরিস্থিতি আরও উত্তপ্ত হয়। অভিযোগ, এলাকার এক রাষ্ট্রবাদি দলের উপপ্রধান সুদীপ দেববর্মা পুলিশকে অপমানজনক ভাষায় গালিগালাজ করে এবং গ্রামবাসীদের উসকে দেয় সৎকারে বাধা দেওয়ার জন্য। এতে এক পুলিশ অফিসার আহত হন। পাশাপাশি ক্ষতিগ্রস্ত হয় পুলিশের গাড়ি।

ঘটনার পর খোয়াই থানার পুলিশ স্বপ্রণোদিতভাবে মামলা গ্রহণ করে। অভিযুক্তদের মধ্যে রয়েছেন উপপ্রধান সুদীপ দেববর্মা, আনন্দ দেবনাথ, সনজিৎ দেবনাথ, মেম্বার গৌতম তাঁতি ও দীপক দেবনাথ। এই ঘটনায় গোটা আমতলী এলাকা উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে। পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

কমলপুরে পুকুর থেকে যুবকের অর্ধগলিত মৃতদেহ উদ্ধার, এলাকায় চাঞ্চল্য

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ সেপ্টেম্বর : সাত সকালে পুকুর থেকে অর্ধগলিত মৃতদেহ উদ্ধারের ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়ালো কমলপুরে। বৃহস্পতিবার সকালে মহাবীর পঞ্চায়েতের ২ নম্বর ওয়ার্ড এলাকায় দিগ্বিজয় গোয়ালার পুকুর থেকে ফুলচান গৌড় (৩৯)-এর মৃতদেহ উদ্ধার হয়।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, মৃত ফুলচান গৌড় ঈশ্বর গৌড়ের পুত্র এবং বিবাহিত হলেও তাঁর কোনো সন্তান ছিল না। তিনি দীর্ঘদিন ধরেই মদ্যপানে আসক্ত ছিলেন। গ্রামের বাসিন্দাদের অনুমান, মদ্যপ অবস্থায় পুকুর পাড় দিয়ে যাওয়ার সময় অসাবধানতাবশত তিনি জলে পড়ে যান এবং আর উঠে আসতে পারেননি।

পুকুর মালিক দিগ্বিজয় গোয়ালা জানান, সকালে ঘুম থেকে উঠে তিনি পুকুরে মৃতদেহ ভাসতে দেখে সঙ্গে সঙ্গে প্রতিবেশীদের খবর দেন। এরপর স্থানীয়রা এসে মৃতদেহটি ফুলচান গৌড়ের বলে শনাক্ত করেন। খবর দেওয়া হয় কমলপুর থানায়।

পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে প্রাথমিক তদন্ত শুরু করে। জানা গেছে, গত তিন দিন ধরে নিখোঁজ ছিলেন ফুলচান গৌড়। তবে তাঁর কোনো শত্রু নেই বলেই গ্রামবাসীরা জানিয়েছেন। মৃতদেহ উদ্ধারের ঘটনায় গোটা এলাকায় শোকের ছায়া নেমে আসে।

পরে ম্যাজিস্ট্রেট ও স্বাস্থ্য দপ্তরের চিকিৎসক ঘটনাস্থলে গিয়ে ময়নাতদন্ত সম্পন্ন করেন। পুলিশ আইনি প্রক্রিয়া শেষে মৃতদেহ পরিবারের হাতে তুলে দেয়।

নিজ বাড়িতে ফাঁসিতে আত্মঘাতী যুবক

আগরতলা, ১১ সেপ্টেম্বর : তেলিয়ামুড়া থানাধীন বাইশঘড়িয়া এলাকায় আজ সাত সকালে এক অস্বাভাবিক ও মর্মান্তিক ঘটনার সাক্ষী হলো গ্রামবাসী। নিজ বাড়িতে ফাঁসিতে আত্মঘাতী হয়েছে এক যুবক।

ঘটনার বিবরণে জানা গিয়েছে, বাইশঘড়িয়া এলাকায় বাসিন্দা অভয় সরকার (২৮) নামের এক যুবক আত্মহত্যার পথ বেছে নিয়েছে। স্থানীয়রা বিষয়টি প্রত্যক্ষ করে তড়িঘড়ি অভয়'কে উদ্ধার করে তেলিয়ামুড়া মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে গিয়েছে। সেখানকার কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত বলে ঘোষণা করে। প্রাথমিক তদন্তে আত্মহত্যার কারণ এখনও স্পষ্ট নয়।

এলাকাবাসীদের প্রাথমিক ধারণা, পারিবারিক অশান্তি, মানসিক চাপ কিংবা অন্য কোনো ব্যাক্তিগত কারণে এই ঘটনা ঘটতে পারে। যদিও এই ঘটনায় এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

আগরতলায় ২২০টিরও বেশি বড় দুর্গাপূজা হচ্ছে : জেলা শাসক

আগরতলা, ১১ সেপ্টেম্বর : আগরতলায় ২২০টিরও বেশি বড় দুর্গাপূজা হচ্ছে। আজ আগরতলা টাউনহলে পূজা উদ্যোক্তা, ডেকোরেটর, সাউন্ড সিস্টেম প্রোভাইডারদের নিয়ে বৈঠক করেন জেলা শাসক এবং পুলিশ সুপার নমিত পাঠক।

এদিন সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে জেলা শাসক ড: বিশাল কুমার বলেন, সামনেই বাঙালির শ্রেষ্ঠ উৎসব দুর্গাপূজা। উৎসবকে কেন্দ্র করে ইতিমধ্যেই রাজ্যজুড়ে প্রস্তুতি শুরু করে দিয়েছেন পূজা উদ্যোক্তারা। এই প্রেক্ষাপটে আজ পশ্চিম জেলার পূজা উদ্যোক্তাদের নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকের আয়োজন করা হয়েছে।

তিনি আরও, মূলত দুর্গাপূজাকে শান্তিপূর্ণভাবে এবং সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার লক্ষ্যে এই বৈঠক ডাকা হয়েছিল। পূজা উদ্যোক্তাদের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ দিক নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে।

নেশামুক্ত ত্রিপুরা গড়তে শান্তির বাজার থানার উদ্যোগে ক্রিকেট টুর্নামেন্ট

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ সেপ্টেম্বর: যুব সমাজকে নেশার করালগ্রাস থেকে মুক্ত করতে শান্তির বাজার থানার উদ্যোগে আয়োজিত হল এক প্রীতি ক্রিকেট টুর্নামেন্ট। রাজ্য সরকারের নেশামুক্ত ত্রিপুরা গড়ার লক্ষ্যকে সামনে রেখে থানার কর্তব্যরত ওসি রাজু দত্ত ও এসআই সমীর চন্দ্র বিশ্বাস এই কর্মসূচীর মূল উদ্যোক্তা হিসেবে এগিয়ে আসেন। কালাছড়া স্কুল মাঠে আয়োজিত এই টুর্নামেন্টের মাধ্যমে বার্তা দেওয়া হয় যে, খেলাধুলাই পারে যুবকদের শারীরিক ও মানসিক বিকাশ ঘটিয়ে নেশা থেকে দূরে রাখতে। ম্যাচ শুরুর আগে 'প্রয়াস' কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়। এই কর্মসূচিতে বিস্তারিতভাবে আলোচনা হয় কীভাবে নেশা ও অপরাধমুক্ত ত্রিপুরা গড়া সম্ভব।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বগাফা ব্লকের সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক মনোজ পাল, শান্তির বাজার থানার ওসি রাজু দত্ত, এসআই সমীর চন্দ্র বিশ্বাসসহ থানার অন্যান্য কর্মকর্তারা। পুলিশ কর্তৃপক্ষের এই উদ্যোগকে ঘিরে এলাকাবাসীর মধ্যে ব্যাপক উৎসাহ ও উদ্দীপনা লক্ষ্য করা যায়।

স্থানীয়দের মতে, থানার উদ্যোগে এই ধরনের সামাজিক কর্মসূচি আয়োজন করা প্রশংসনীয়। তারা শান্তির বাজার থানা কর্তৃপক্ষকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন নেশামুক্ত সমাজ গঠনে কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়ার জন্য।

রবীন্দ্র ভবন চত্বরে গড়ে ওঠা নাইট ক্লাবের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ বাম ছাত্র যুব সংগঠনের

আগরতলা, ১১ সেপ্টেম্বর : সংস্কৃতির পীঠস্থানে সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ধ্বংসকারী নাইট ক্লাব নয়। নেশা নয় - শিক্ষা ও কাজ চাই। এই স্লোগানকে সামনে রেখে টিএসইউ, এসএফআই, ডিওয়াইএফআই , টিওয়াইএফ ছাত্র যুব সংগঠনের পক্ষ থেকে এক বিক্ষোভ কর্মসূচির আয়োজন করা হয় রবীন্দ্র ভবন সংলগ্ন এলাকায়।

এদিনের বিক্ষোভ কর্মসূচি থেকে রবীন্দ্রভবন চত্বরে নাইট ক্লাব বন্ধের দাবিতে স্লোগান দিতে থাকেন বাম ছাত্র যুব সংগঠনগুলি। বিক্ষোভ সমাবেশ থেকে ডিওয়াইএফআই রাজ্য সম্পাদক নবারুণ দেব বলেন, গোটা রাজ্যব্যাপী যুবসমাজ নেশায় আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছে। প্রতিটি গলিতে নেশার সাম্রাজ্য করে উঠেছে। রাজ্য সরকার যুব সমাজের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা না করে, শিক্ষার অধিকার থেকে বঞ্চিত করে রাজ্যের বুকে নাইট ক্লাব খুলছে। ফলে যুবসমাজ আরো উচ্ছন্নে যাচ্ছে বলে দাবি করেন নবারুণ দেব।

তাঁর কথায়, রবীন্দ্র ভবন চত্বর একটি সংস্কৃতির পিঠস্থান। এই জায়গায় এ ধরনের নাইট ক্লাব রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবনের সম্মান কে খুন্ন করছে। এ ধরনের একটি সংস্কৃতিমনস্ক জায়গায় এ ধরনের নাইট ক্লাব কোনভাবেই মানানসই নয়। সরকারি একটি দপ্তরের উপর তলায় নাইট ক্লাব খোলার অনুমতি কিভাবে প্রদান করা হয়েছে তা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন তিনি। তাই অবিলম্বে এই নাইট ক্লাবকে রবীন্দ্রভবন চত্বর থেকে উঠিয়ে নেওয়ার দাবি জানান বাম ছাত্র যুব সংগঠন।

রাজ্যের ২১টি

● প্রথম পাতার পর

ও শান্তিরবাজারকে ই-মার্কেটের আওতায় আনা হবে। এরপর দ্বিতীয় পর্যায়ে আরও ১২টি বাজার দশদা , বাছাইবাড়ি, কল্যাণপুর, চম্পকনগর, বিশালগড়, জম্পুইজলা, মেলাঘর, বড়পথারী, নতুন বাজার, গণ্ডা তুইসা ও ছামনু যুক্ত হবে।

প্রতিটি বাজারে অফিস, নিলাম মঞ্চ, পানীয় জলের ব্যবস্থা, দোকান, ল্যাবরেটরি, গ্রেডিং ও বাছাই ব্যবস্থা, ওজন করার ব্যবস্থা এবং গুদাম নির্মাণ করা হবে। প্রথম সাতটি বাজারের জন্য কেন্দ্র সরকার থেকে ইতিমধ্যে ২.১০ কোটি টাকা বরাদ্দ পাওয়া গেছে। শেষে মন্ত্রী বলেন আমাদের মূল লক্ষ্য হলো কৃষকদের আয় দ্বিগুণ করা এবং তাঁদের উৎপাদিত পণ্যের যথাযথ মূল্য নিশ্চিত করা কারণ উন্নয়ন ও অর্থনীতির মূল ভিত্তি কৃষি।

কৈলাসহরে কংগ্রেসের

● প্রথম পাতার পর

সাধারণ নাগরিক থেকে শুরু করে রোগীদের।

আজ বনধের সর্মথনে শহরের পূর্ত দপ্তর, মহকুমা শাসকের অফিসে উর্দতন কর্তাদের উপস্থিতি থাকলেও কর্মচারীদের সংখ্যা ছিল কম। সর্বত্রই দোকানপাট অধিকাংশ ক্ষেত্রে বনধ সমর্থনে বন্ধ দেখা যায়। এদিকে, বনধের সমর্থনে সকাল থেকে পিকেটিং করছে কংগ্রেস কর্মী সমর্থকরা। রাষ্ট্রায়ত্ব ব্যাঙ্ক সহ অধীকাংশ সরকারি দপ্তর বন্ধ রয়েছে। কৈলাসহরের মূল বাণিজ্যিক কেন্দ্র পানিচৌকি বাজার সহ গ্রামীন এলাকার ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান বন্ধ।

১১ দফা দাবিগুলো হল, শহরের জল নিষ্কাশনের জন্য মাস্টার প্ল্যান তৈরি করা, পুরাতন ডাক বাংলো থেকে রাঙ্গাউটি পর্যন্ত শহর উত্তরাঞ্চলের সঙ্গে শহরের সংযোগের মূল সড়কটির গুনগত মানের সংস্কার সাধন, প্রধানমন্ত্রীর ঘোষনা অনুযায়ী কৈলাসহরে বিমানবন্দর ও রেল পরিষেবা চালু করা, রেগার কাজ, গতবছর বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারদের সাহায্য করা, বাঁধের কাজ সম্পূর্ণ করা, এই সমস্ত জ্বলন্ত দাবি নিয়ে আজকের বনধ।

অন্যদিকে সারা রাজ্যের সাথে কৈলাশহর মহকুমার বেশ কয়েকটি সরকারি বিদ্যালয়ে পরীক্ষা ছিল। পরীক্ষা কেন্দ্র ও ছাত্র ছাত্রীদের বনধের আওতার বাইরে রাখলেও পরীক্ষা কেন্দ্রে পৌঁছতে অনেকটাই বেগ পেতে হয় ছাত্রছাত্রীদের। সেক্ষেত্রে ছাত্রছাত্রীদের ৮ থেকে ৯ কিলোমিটার পায়ে হেঁটে পরীক্ষা কেন্দ্রে পৌঁছতে হয়েছে।

এক্ষেত্রে জেলা শিক্ষার অধিকারিক জানিয়েছেন, এই বনধেরর জন্য যারা পরীক্ষা দিতে পারবেন না তাদের পরবর্তী সময় পরীক্ষা নেওয়া হবে এক্ষেত্রে দুশ্চিন্তার কারণ নেই। এদিকে, জেলা কংগ্রেস সভাপতি মোহাম্মদ বদ্রুজ্জামান ও কৈলাশহরের বিধায়ক বিরজিৎ সিনহা বনধ স্বতঃস্ফূর্তভাবে পালন করায় কৈলাসহরবাসীকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন। তিনি বলেছেন এই বনধ কৈলাশহর মানুষের স্বার্থে বনধ। তাই সকলেই এই বনধকে সমর্থন করেছেন। এই ১১ দফা দাবি জুতো পূরণ না হলে পুজোর পরেই একাধিক আন্দোলন কর্মসূচিতে মাঠে নামবে জেলা কংগ্রেস।

ভারত থেকে বিদ্যুৎ আমদানি

● প্রথম পাতার পর

ঝুঁকছে। বাংলাদেশের শীর্ষস্থানীয় বেসরকারি বিদ্যুৎ কোম্পানি সামিট পাওয়ারের পরিচালক আদিবা আজিজ খান বলেন, "এটি ব্যয়-সাশ্রয়ের বিষয়। গ্যাস বেশি জরুরি সার শিল্পে, বিদ্যুৎ উৎপাদনে এখন সাশ্রয়ী বিকল্প ব্যবহার হচ্ছে।"

বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ডের (বিপিডিবি) এক আধিকারিক জানান, গ্যাসের চাপ কম থাকায় বিদ্যুৎকেন্দ্রগুলি পুরোপুরি চালানো যাচ্ছে না। আর কয়লাভিত্তিক কেন্দ্রগুলি রক্ষণাবেক্ষণে থাকায় উৎপাদন কমেছে। তাই বিকল্প হিসেবে আমদানির পথ বেছে নেওয়া হয়েছে। সরকারি তথ্যমতে, এই বছরের প্রথম সাত মাসে বিদ্যুৎ আমদানির হার ৯.৫ শতাংশ থেকে বেড়ে হয়েছে ১৫.৪ শতাংশ। তেলভিত্তিক বিদ্যুৎ উৎপাদনও বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১২.৬ শতাংশে। অন্যদিকে, ঢাকার ইনস্টিটিউট ফর এনার্জি ইকোনমিক্স অ্যান্ড ফাইন্যান্সিয়াল অ্যানালাইসিসের বিশ্লেষক শফিকুল আলম বলেন, মার্চ থেকে চাহিদা বাড়তে শুরু করলে সরকার আমদানি এবং তেলভিত্তিক উৎপাদন বাড়াতে বাধ্য হয়। তবে, এলএনজি আমদানি ২৪ শতাংশ বাড়লেও গ্যাসভিত্তিক বিদ্যুৎ উৎপাদন ১.২ শতাংশ কমে গেছে, যার মানে আমদানিকৃত গ্যাস বিদ্যুৎ উৎপাদনে তেমন কাজে আসেনি।

ডুকলিতে সিটিইউ-র ৫ম মহকুমা সম্মেলন: শ্রমিকদের সঙ্গে নিবিড় সম্পর্ক গড়ে তোলার আহ্বান

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ সেপ্টেম্বর: ডুকলি মহকুমার ভানু ঘোষ স্মৃতি ভবনে সেন্টার অব ইন্ডিয়ান ট্রেড ইউনিয়নের (সিটিইউ) উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হল সংগঠনের ৫ম মহকুমা সম্মেলন। সকাল থেকে শুরু হওয়া এই প্রতিনিধি সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন শতাধিক শ্রমিক প্রতিনিধি।

সম্মেলনের উদ্বোধন করে বক্তব্য রাখেন সিটিইউ-র রাজ্য কমিটির সভাপতি মানিক দে। তিনি বলেন, বর্তমান পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে শ্রমিক শ্রেণির সঙ্গে নিবিড় সম্পর্ক গড়ে তুলেই সংগঠনকে শক্তিশালী করতে হবে। তীব্র শ্রেণি সংগ্রামের মাধ্যমেই সাম্প্রদায়িক শক্তিকে রুখে দেওয়া সম্ভব।

মানিক দে আরও উল্লেখ করেন, সরকারের বিভিন্ন শ্রমিকবিরোধী নীতির ফলে সাধারণ শ্রমিকরা আজ বিপাকে পড়েছেন। বেকারত্ব, কর্মসংস্থানের সংকট, মজুরি বৈষম্য, শ্রমিক অধিকার খর্বকরণএসব সমস্যার বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে। তিনি শ্রমিক সংগঠনগুলিকে আরও বেশি করে মাঠে নামার আহ্বান জানান।

চিকিৎসক বদলি, মধুপুরে অবরোধ

আগরতলা, ১১ সেপ্টেম্বর : মধুপুর হাসপাতালে নেই পর্যাপ্ত চিকিৎসক। তার মধ্যে স্বাস্থ্য পরিষেবার মান তল্লানীতে গিয়ে ঠেকেছে। এরই মধ্যে একজন চিকিৎসক অন্যত্র বদলি করা হয়েছে। এরই প্রতিবাদে আজ পথ অবরোধে সামিল হয়েছেন এলাকাবাসী। অবরোধের জেরে যানচলাচল স্তব্ধ হয়ে পড়ে। তাতে, যাত্রীরা চরম দুর্ভোগের শিকার হয়েছেন। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে গিয়েছে বিশাল পুলিশ বাহিনী।

এলাকাবাসীদের অভিযোগ, মধুপুর হাসপাতালে চিকিৎসা পরিষেবার বেহাল দশা। ওই স্বাস্থ্য কেন্দ্রে একজন চিকিৎসক রয়েছে ডা. অর্নব দেববর্মা। তাঁকেও বদলির বিজ্ঞাপ্তি জারি করা হয়। তিনি দীর্ঘদিন ধরে এই স্বাস্থ্য কেন্দ্রে পরিষেবা প্রদান করে আসছেন। এর ফলে এলাকাবাসীরা স্বাস্থ্য পরিষেবা পাচ্ছে না। স্থানীয়দের দাবি, হাসপাতালে এমনিতেই বিভিন্ন সমস্যায় জর্জরিত। তার মধ্যে স্বাস্থ্য কেন্দ্রে একজন চিকিৎসককে বদলি করে দেওয়া হচ্ছে অন্যত্র। এর ফলে গ্রামের মানুষ বিপাকে পড়বেন বলে জানিয়েছেন তারা। গ্রামের যেকোনো বাসিন্দা অসুস্থ হলে এই স্বাস্থ্য কেন্দ্রে নিয়ে আসা হয় প্রাথমিক চিকিৎসার জন্য। এখানে যদি ডাক্তার না থাকে তাহলে চরম অসুবিধায় পড়তে হবে প্রত্যেকেই। তাই কোনোভাবেই ওই চিকিৎসককে বদলি করা যাবে না বলে এদিন বিক্ষোভ দেখিয়েছেন এলাকাবাসীরা।

এদিকে ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে গেছেন পুলিশ বাহিনি। পুলিশ অবরোধকারীদের সাথে কথা বলেন। মণ্ডল সভাপতি এসে সবাইকে আশ্বাস দিয়েছেন তিনি সেই ডাক্তারকে বদলি হতে দেবেন না। ওই আশ্বাসের ভিত্তিতে অবরোধ প্রত্যাহার করেন তাঁরা।

পুর নিগমের ১৬ কোটি

● প্রথম পাতার পর

অগ্রগতি পর্যালোচনা করবেন এবং সংগৃহীত তথ্য-প্রমাণ দ্রুত দপ্তরে জমা দেবেন।

উল্লেখ্য, আগরতলা পুর নিগমের স্মার্ট সিটি প্রকল্পের ব্যাংক একাউন্ট থেকে প্রায় ১৬ কোটি ২৬ লাখ টাকা উধাও হয়ে যাওয়ায় ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। ইতিমধ্যেই গোটা রাজ্যে এই বিষয়ে আলোড়ন সৃষ্টি হয়েছে। তবে এই বিষয়ে ব্যাঙ্কের বিরুদ্ধে কর্তব্যে গাফিলতির অভিযোগ করেছেন মেয়র দীপক মজুমদার। জাল চেকের মাধ্যমে এই টাকা আত্মসাৎ করা হয়েছে বলে অভিযোগ। রাজধানীর ইউকো ব্যাঙ্কের প্রধান শাখা থেকে এই বিপুল অর্থ অবৈধভাবে তোলা হয়েছে বলে দাবি। তাই এবার এই ঘটনার তদন্তেই গঠন করা হল বিশেষ তদন্তকারী টিম।

সরকারি বিদ্যালয়গুলিতে

● প্রথম পাতার পর

এবং অগ্রগতি সম্পর্কে রিপোর্ট দেন। এই সরকারি নির্দেশিকা শিক্ষা (বিদ্যালয়) দপ্তরের অতিরিক্ত সচিব কর্তৃক স্বাক্ষরিত হয়েছে এবং অবিলম্বে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য প্রকাশ করা হয়েছে।

ঐক্যবদ্ধ থাকুন, তবেই পূরণ

● প্রথম পাতার পর

মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী বলেন, সকল সরকারি ন্যায্য মূল্য দোকানের মালিকদের ঐক্যবদ্ধ থাকতে হবে। প্রত্যেকে সঙ্ঘবদ্ধ থেকে সরকারের সঙ্গে জনগণকে পরিষেবা প্রদান করতে হবে। এছাড়াও সমিতির যা দাবিদাওয়া রয়েছে সেগুলি মন্ত্রী বিবেচনা করবেন এবং প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন। অতি সম্প্রতি সমিতির এক প্রতিনিধি দলের সঙ্গে বৈঠক করে যাবতীয় বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হবে। সরকার সমিতির পাশে থাকবে। কিন্তু সকল ন্যায্য মূল্যের দোকান মালিকদের ঐক্যবদ্ধ থেকে কাজ চালিয়ে যেতে হবে। তবেই সরকার তাদের সাহায্যে এগিয়ে আসতে পারবে। এবং ন্যায্য মূল্যের সরকারি সুযোগ-সুবিধাগুলি জনসাধারণ পর্যন্ত পৌঁছানো সম্ভব হবে।

তিনি আরো বলেন, আজ এই বার্ষিক সম্মেলনে সরকারি ন্যায্য মূল্য দোকান পরিচালন সমিতির যে কমিটি গঠিত হয়েছে সে কমিটির কাজকর্ম আগামী মার্চ মাস ২০২৬ পর্যন্ত দেখা হবে। যদি কমিটির কোনো সদস্য সঠিকভাবে নিজের দায়িত্ব পালন না করেন তাহলে পরবর্তী সময় সেটি বিবেচনা করে দেখা হবে।

নেপালে আটকে আগরতলার

● প্রথম পাতার পর

বর্তমানে কলকাতা থেকে পিএইচডি করছেন। গত ৪ সেপ্টেম্বর তিনি একটি আন্তর্জাতিক সেমিনারে যোগ দিতে নেপালে গিয়েছিলেন।

সেখানে সেমিনার শেষ হয় ৮ সেপ্টেম্বর। পরের দিনই তাঁর কলকাতা ফেরার কথা ছিল। কিন্তু সেদিন রাত থেকেই নেপালে পরিস্থিতি হঠাৎ উত্তেজনাপূর্ণ হয়ে ওঠে। ফলে সেখানেই আটকে পড়েন তারা। তার বাবা জানিয়েছেন, সেখানে আটকে পড়েন ওই সেমিনারে যোগ দেওয়া আরো ৪০জন ভারতীয় ছাত্রছাত্রী।

পরিবার সূত্রে জানা গেছে, নেটওয়ার্ক পরিষেবা বিপর্যস্ত হয়ে পড়ায় টানা দু'দিন স্বপ্নজিতের সঙ্গে কোনও যোগাযোগ করতে পারেননি তাঁর বাবা-মা। এই সময়টুকু প্রবল উৎকণ্ঠায় কাটিয়েছেন তাঁরা। পরে কোনওভাবে যোগাযোগ স্থাপিত হলেও, এখনও ছেলে নিরাপদে বাড়ি ফিরতে পারবে কি না তা নিয়ে গভীর দুশ্চিন্তায় রয়েছেন পরিবার। রাজ্য সরকার ও কেন্দ্র সরকার যেন তাদের ছেলেকে ভারতে ফিরে আসতে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেন সেই অনুরোধ জানিয়েছেন স্বপ্নজিতের বাবা — মা।

স্বপ্নজিতের বাবা খোকন চৌধুরী জানিয়েছেন, ছেলের সেমিনার শেষ হওয়ার পর কলকাতা ফেরার কথা ছিল। হঠাৎ সবকিছু পাল্টে গেল। প্রথম দু'দিন কোনও খবরই পাইনি, পরে যোগাযোগ হলেও ওর অবস্থার কথা ভেবে খুব চিন্তায় রয়েছেন। সরকারের কাছে আবেদন জানান, যত দ্রুত সম্ভব ছেলেকে এবং অন্যান্য ছাত্রছাত্রীদের নিরাপদে দেশে ফিরিয়ে আনা হোক।

উল্লেখ্য,গত কয়েকদিন ধরে নেপালে যুবসমাজের ভয়াবহ আন্দোলন ঘিরে তীব্র অস্থিরতার সৃষ্টি হয়েছে। রাজধানী কাঠমাণ্ডুসহ একাধিক জায়গায় অগ্নিসংযোগ, ভাঙচুর এবং অবরোধের ঘটনা ঘটছে। ফলে সাধারণ মানুষের পাশাপাশি বিদেশি নাগরিকরাও চরম ভোগান্তির শিকার হচ্ছেন। বাতিল হচ্ছে একের পর এক আন্তর্জাতিক ফ্লাইট, সীমান্তে কড়াকড়ি বেড়েছে। এই পরিস্থিতিতে সেখানে আটকে থাকা ভারতীয়দের নিয়ে চরম উৎকণ্ঠায় রয়েছেন তাদের পরিবারের সদস্যরা।

ক্রীড়াঙ্গন

কেসিএ ক্রিকেটে বৃষ্টির থাবা, ত্রিপুরা ছত্তিশগড় ম্যাচের অন্তিম দিন আজ

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। কেসিএ ক্রিকেটের বৃষ্টির থাবা।চার দিনের ম্যাচের তৃতীয় দিন পুরোপুরি নিস্ফলা। ব্যাঙ্গালুরুতে প্লাটিনাম ওভালে একটি বলও খেলা হয়নি। ত্রিপুরা বনাম ছত্তিশগড়ের ম্যাচে। দ্বিতীয় দিন পর্য্যন্ত যা রেজাল্ট ছিল তাই রয়েছে। আগামীকাল ম্যাচের চতুর্থ তথা অন্তিম দিন। প্রথম ম্যাচ অর্থাৎ মধ্যপ্রদেশের বিরুদ্ধে খেলার মতোই দ্বিতীয় ম্যাচটিও হয়তো অসম্পূর্ণ অমীমাংসিত অবস্থায় শেষ হবে। কেননা ত্রিপুরার ৩১৪ রানের জবাবে ছত্তিশগড় এক উইকেট হারিয়ে ১৬৯ রান সংগ্রহ করেছে। রানের হিসেবে ছত্তিশগড় ১৪৫ রান পিছিয়ে রয়েছে। হাতে উইকেট নয়টি। আগামীকাল যদি খেলার পরিস্থিতি তৈরি হয় এবং ছত্তিশগড় ১৪৫ রান সংগ্রহ করে নেয় তবে হয়তো প্রথম ইনিংসে লিড নেওয়ার সুবাদে মূল্যবান ৩ পয়েন্ট পেয়ে যাবে। উল্লেখ্য, ঋতুরাজের পর বিক্রম দেবনাথের দুর্দান্ত ব্যাটিং। অনবদ্য স্কোরে ত্রিপুরা দলের প্রথম ইনিংসের স্কোর কার্ড কিছুটা সমৃদ্ধ হলেও শিবিরে কিন্তু চিন্তার ভাঁজ রয়ে গেছে। কেননা প্রতিপক্ষ ছত্তিশগড়ের ওপেনিং জুটির ১৬৮ রান ত্রিপুরার বিরুদ্ধে বেশ জবাব দিচ্ছে। ওপেনার ঋষভ তেওয়ারিকে ৫৮ রানে ত্রিপুরার পেশাদারি অলরাউন্ডার স্বপ্নীল সিং লেগ বিফোর উইকেট করে প্যাভিলিয়নে ফেরত পাঠালেও অনুজ তেওয়ারি কিন্তু উইকেটে রয়েছেন ব্যক্তিগত ৯০ রান নিয়ে। আগামীকাল ম্যাচের তৃতীয় দিনে শশাঙ্ক তেওয়ারিকে সঙ্গী করেই নিজের শতকটা সেরে নিতে চাইবে অনুজ। শশাঙ্ক তেওয়ারির ব্যক্তিগত স্কোর এক। উল্লেখ্য, কর্ণাটক ক্রিকেটে এসোসিয়েশন আয়োজিত ডঃ ক্যাপ্টেন কে থিম্মাপ্পিয়া মেমোরিয়াল ক্রিকেট টুর্নামেন্টের দ্বিতীয় রাউন্ডের খেলায় আলুর এক নম্বর মাঠ অথাৎ প্লাটিনাম ওভালে ত্রিপুরা ও ছত্তিশগড় পরস্পরের বিরুদ্ধে খেলছে। বুধবারে দ্বিতীয় দিনের খেলা শেষে ছত্তিশগড় ৫৫ ওভারে ১ উইকেট হারিয়ে ১৬৯ রান সংগ্রহ করেছে। এদিকে, মঙ্গলবার থেকে শুরু করে দেড় দিনে ত্রিপুরা দল ১১৩.৫ ওভার খেলে ৩১৪ রানে প্রথম ইনিংস শেষ করে। ত্রিপুরা দলের পক্ষে ঋতুরাজ ঘোষ রায়ের ৬৩ রানের পর বিক্রম দেবনাথ এর ৭৪ রান এবং শুভম ঘোষের ৪৩ রান উল্লেখযোগ্য। বিক্রম ১৫৭ বল খেলে সাতটি বাউন্ডারি হাঁকিয়ে ৭৪ রান সংগ্রহ করে। জবাবে ছত্তিশগড় ব্যাট করতে নেমে দ্বিতীয় দিনের খেলা শেষ হওয়া পর্য্যন্ত সময়ে ৫৫ ওভারে এক উইকেট হারিয়ে ১৬৯ রান সংগ্রহ করে। আজ, বৃহস্পতিবার তৃতীয় দিন বৃষ্টির জন্যে এক বলও খেলা হয়নি। ত্রিপুরা এই মুহূর্তে ১৪৫ রানে এগিয়ে রয়েছে। পক্ষান্তরে ছত্তিশগড় শিবির এই কিন্তু ন-টি উইকেট বর্তমান। আগামীকাল চতুর্থ দিনে যদি খেলা হয় ছত্তিশগড়ের লক্ষ্য থাকবে ১৪৫ রান সংগ্রহ করে ত্রিপুরার প্রথম ইনিংসের রান টপকে যাওয়া।

ক্রিকেট এখনও জেন্টলম্যানস গেম! আউট হওয়া ব্যাটারকে মাঠে ফিরিয়ে 'নায়ক' সূর্য

কথায় বলে, ক্রিকেট ইস জেন্টলম্যানস গেম। তবে ব্যাটে-বলে যুদ্ধের মাঝে আগ্রাসন দেখে অনেক সময় ক্রিকেটপ্রেমীরা দাবি করেন, 'ভদ্রতা' হারাচ্ছে ক্রিকেট। কিন্তু বুধবার দুবাইয়ে এশিয়া কাপের ম্যাচ চলাকালীন ভারত অধিনায়ক সূর্যকুমার যাদব অবশ্য প্রমাণ করে দিলেন, বহু যুগ কেটে গেলেও, বহু বিবর্তন ঘটে গেলেও ক্রিকেট এখনও জেন্টলম্যানস গেম। এদিন মাঠে তাঁর আচরণ ক্রিকেটপ্রেমীদের মন জিতেছে।

ঠিক কী করেছেন ভারত অধিনায়ক? ঘটনার সূত্রপাত ১৩তম ওভারে। তখন করতে আসেন শিবম দুবে। প্রথম বলেই উইকেট তুলে নেন তিনি। দু'বল পরে শিবমের বাউন্সারে ব্যাট ছোঁয়াতে পারেননি জুনেইদ সিদ্দিকি। সঙ্গে সঙ্গে বল ধরে নিয়ে উইকেটে ছুড়ে দেন সঞ্জু স্যামসন। জুনেইদ ক্রিজের বাইরে থাকাকালীনই সঞ্জুর থ্রোয়ে উইকেট ভেঙে যায়। অর্থাৎ নিয়ম অনুযায়ী জুনেইদ আউট। সেই সিদ্ধান্তই জানিয়ে দেন তৃতীয় আম্পায়ার।

কিন্তু হঠাৎই দেখা যায়, আম্পায়ারের সঙ্গে কথা বলছেন সূর্য। আউটের আবেদন প্রত্যাহার করে নেন। আবারও ব্যাট করতে ফেরেন জুনেইদ। কিন্তু কেন এমনটা করলেন ভারত অধিনায়ক? আসলে আউট হওয়ার বলটির ঠিক আগেই জুনেইদের কোমরে গোঁজা তোয়ালে মাঠে পড়ে যায়। তাতে হয়তো কিছুটা সমস্যা হয়েছিল আমিরশাহীর ক্রিকেটারের। সেই সমস্যাটি আম্পায়ারকে বলতে গিয়েই ভুলবশত ক্রিজ থেকে বেরিয়ে যান জুনেইদ। সেই বিষয়টি মাথায় রেখেই আউট প্রত্যাহার করেন সূর্য। তবে জুনেইদ ব্যাট করার সুযোগ পেয়েও আমিরশাহীর কোনও লাভ হয়নি। ৫৭ রানে অলআউট হয়ে যায় দল। মাত্র ৫৮ রানের টার্গেট ভারত হাসতে হাসতে তুলে দেয়। ওপেন করতে নেমে মাত্র ১৬ বলে ৩০ রান করে অভিষেক শর্মা। মাত্র ৯ বলে ২০ রান করে দলকে জিতিয়ে মাঠ ছাড়েন ভারতের সহঅধিনায়ক শুভমান গিল। কিন্তু আলাদা করে ক্রিকেটপ্রেমীদের নজর কেড়েছে সূর্যর এই আচরণ। মাঠেই হাততালি দিয়ে দর্শকরা ভারত অধিনায়ককে কুর্নিশ জানিয়েছেন।

রবিবারে লীগের অন্তিম ম্যাচের শেষে মাঠেই হবে পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। রবিবার, ১৪ সেপ্টেম্বর প্রথম ডিভিশন লীগের শেষ ম্যাচ। সুপার ফোরের এই ম্যাচে মুখোমুখি হবে এগিয়ে চলো সংঘ বনাম নাইন বুলেটস ক্লাব। এদিন ম্যাচ শেষের পরই রাজ্য ফুটবল সংস্থার তরফে উমাকান্ত ময়দানে করা হবে পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান। লিগ ফুটবলে যে দল চ্যাম্পিয়ন হবে তাদেরকে দেয়া হবে এক লক্ষ টাকার আর্থিক পুরস্কার সঙ্গে সুদৃশ্য ট্রফি। রানার্স দলকে দেয়া হবে ৭৫ হাজার টাকার আর্থিক পুরস্কার এবং সুদৃশ্য ট্রফি। এছাড়াও রয়েছে বেস্ট স্কোরারের পুরস্কার, সেরা রেফারির পুরস্কার সঙ্গে উদীয়মান তরুণ ফুটবলারের পুরস্কার ও। লীগের শেষ ম্যাচে পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবেন রাজ্যের ক্রীড়া মন্ত্রী টিংকু রায়। সঙ্গে থাকার কথা রয়েছে প্রদেশ বিজেপির সভাপতি তথা সাংসদ রাজীব ভট্টাচার্য এর ও।রাজ্য ফুটবল সংস্থার তরফে এই খবর পাওয়া গেলো।

লড়াইয়ে নামতে প্রস্তুত, সোশাল মিডিয়ার এক পোস্টেই অবসর জল্পনা উড়িয়ে দিলেন রোহিত?

তাঁর অবসর নিয়ে বহু কথা শোনা যাচ্ছে। ফিটনেস নিয়ে বহু প্রশ্ন উঠেছে। কেউ কেউ বলেছেন, অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে আসন্ন ওয়ানডে সিরিজের পরই বুটজোড়া তুলে রাখতে বাধ্য করা হবে রোহিত শর্মাকে। কিন্তু সেসব 'গুজব' কানাঘুষোকে গুরুত্ব না দিয়ে রোহিত এখনও মগ্ন ক্রিকেট সাধনায়। সোশাল মিডিয়া পোস্টে তিনি বুঝিয়ে দিলেন, সমস্তরকম লড়াইয়ের জন্য তিনি প্রস্তুত।

এমনিতে ভারতের ওয়ানডে অধিনায়ক সোশাল মিডিয়ায় সেভাবে সক্রিয় নন। বিজ্ঞাপনী পোস্ট বাদ দিলে কালেভদ্রে দু'একটা পোস্ট দেখা যায় তাঁর সোশাল মিডিয়া হ্যান্ডেলে। সেই রোহিত বুধবার সোশাল মিডিয়ায় নিজের দুটি ছবি পোস্ট করেছেন। একটিতে তিনি মাঠে নেমে ফিটনেস ড্রিল করছেন। আরেকটিতে ভারত অধিনায়ককে দেখা যাচ্ছে, প্যাড পরছেন। ঠিক যেমন যুদ্ধক্ষেত্রে নামার আগে সৈনিকরা প্রস্তুত হন, সেভাবেই। ছবিতে কোনও ক্যাপশন না থাকলেও হিটম্যানের ওই পোস্টে বার্তা খুঁজে পাচ্ছেন নেটিজেনরা। কেউ কেউ বলছেন, "আপনাকে মাঠে দেখতে মুখিয়ে।" কেউ বলছেন, "এই ছবিই বুঝিয়ে দিচ্ছে, আপনাকে ২০২৭ বিশ্বকাপেও দেখা যাবে।"

খাতায়কলমে এখনও ভারতের ওয়ানডে অধিনায়ক রোহিত শর্মা। তিনি যে ২০২৭ ওয়ানডে বিশ্বকাপ খেলতে চান, সে ইচ্ছা গোপন করেননি। সদাই রোহিত ২০ কেজি ওজন কমিয়েছেন। বিসিসিআইয়ের ফিটনেস টেস্টেও সসম্মানে উতরে গিয়েছেন। এখন নিয়মিত অনুশীলন করছেন অভিষেক নায়ারের তত্ত্বধানে। উদ্দেশ্য একটাই নিজেকে ফিট রাখা। শোনা যাচ্ছে, অস্ট্রেলিয়ার এ দলের বিরুদ্ধে ভারতের এ দলের ম্যাচেও খেলবেন হিটম্যান।

কিন্তু যা পরিস্থিতি তাতে আদৌ সাতাশের বিশ্বকাপে ভারতীয় ক্রিকেটের দুই মহারথী রোহিত শর্মা এবং বিরাট কোহলিকে দেখা যাবে কিনা তা নিয়ে রীতিমতো সংশয় তৈরি হয়েছে। বেশ কিছুদিন ধরেই শোনা যাচ্ছে, বিরাট এবং রোহিতকে বাদ দিয়েই সাতাশের ওয়ানডে বিশ্বকাপের পরিকল্পনা করছে বোর্ড। সেটা নাকি তাঁদের জানিয়েও দেওয়া হয়েছে। যদিও বোর্ডের অস্থায়ী সভাপতি রাজীব শুক্লা আপাতত সে জল্পনায় জল ঢেলে দিয়েছেন। তিনি সাফ জানিয়েছেন, বোর্ড কোনও ক্রিকেটারকে অবসর নেওয়ার কথা বলে না। সেটা নিতান্তই ওই ক্রিকেটারের ব্যক্তিগত সিদ্ধান্ত।

আইপিএল থেকে ইংল্যান্ড সিরিজ, শুভমনের সাফল্যের নেপথ্যে ফলের রস বিক্রেতা!

প্রথম আইপিএল, তার পর ইংল্যান্ড। গত এক মাস ব্যাট হাতে সময়টা ভালই গিয়েছে শুভমন গিলের। ভারতের টেস্ট দলের অধিনায়ক হওয়ার পর টি-টোয়েন্টি দলের সহ-অধিনায়ক হয়েছেন। অর্থাৎ নেতৃত্বের পথও পরিষ্কার হচ্ছে। ব্যাটার শুভমনের উত্থানের নেপথ্যে রয়েছেন ফলের রস বিক্রেতা, যিনি প্রয়োজনে শুভমনকে থোড়াউন দেন। ক্রিকেটার হওয়ার স্বপ্ন নিয়েও ব্যর্থ হওয়া এক তরুণের নিরলস প্রয়াসেই ব্যাটিংয়ে উন্নতি হয়েছে শুভমনের।মোহালি স্টেডিয়ামের বাইরে অনেক বছর ধরেই ঠেলাগাড়িতে ফলের রস বিক্রি করতেন উত্তরপ্রদেশের কুশিনগরের বাসিন্দা রামবিলাস শাহ। ছোটবেলায় রোজ সেই দোকান থেকে ফলের রস খেতেন শুভমন এবং তাঁর বাবা লখবিন্দর গিল। রামবিলাসের ছেলে অবিনাশ কুমার মোহালি স্টেডিয়ামের পিছনে একটি মাঠে জোরে বোলিং করতেন।২০১৪-এ একদিন ঠেলাগাড়িতে অবিনাশকে দেখে লখবিন্দর প্রশ্ন করেছিলেন তাঁর বাবার ব্যাপারে। অবিনাশ বলেছিলেন, ''পাজি, আমি ক্রিকেট ছেড়ে দিয়েছি। এখন স্টুডিয়োয় চাকরি করি। বাবার শরীর খারাপ বলে আজ এখানে এসেছি।'' 'টাইমস অফ ইন্ডিয়া'কে অবিনাশ বলেছেন, ''পঞ্জাব ক্রিকেট সংস্থার এক কোচকে আমার বাবা রাজি করানোর পর ক্রিকেট খেলা শুরু করি। শুভমনের থেকে আমি দু'বছরের বড়। জোরে বোলার ছিলাম। কিন্তু আর্থিক অনটনের কারণে ক্রিকেট ছেড়ে দিই।''কয়েক মাস পর আবার লখবিন্দর ঠেলাগাড়িতে অবিনাশকে দেখতে পান। তখন ক্রিকেট ছাড়ার জন্য বেশ বকাঝকা করেন তাঁকে। অবিনাশ বলেছেন, ''লখবিন্দর পাজি রেগে গিয়েছিলেন। বলেছিলেন, ক্রিকেট আমার পরিবারের অবস্থা বদলে দিতে পারে। আমার ক্রিকেট ছেড়ে দেওয়ার সিদ্ধান্তে খুশি হতে পারেননি। স্টুডিয়োয় কাজ করি জেনে আরও রেগে গিয়েছিলেন।''এক সপ্তাহ পরে লখবিন্দর একটি ভিডিয়ো দেখান অবিনাশকে। সেই ভিডিয়ো ছিল সাইড-আর্ম থ্রোয়ারের। অবিনাশকে নির্দেশ দেন সেটি অনুশীলন করতে। কী ভাবে করতে হবে সেটাও দেখিয়ে দেন। এর পর থেকেই শুভমনের সঙ্গে অবিনাশের বন্ধুত্ব হয়ে যায়। অবিনাশ বলেছেন, ''ওকে অ্যাকাডেমির দিন থেকেই চিনতাম। এখন আমি ওর ব্যক্তিগত সাইড-আর্ম থ্রোয়ার। কী দিন ছিল আর কী দিন দেখছি। আমরা একসঙ্গেই রয়েছি।''অবিনাশ দিনে ১৫০-২০০ টাকা রোজগার করেন। তবে কখনও শুভমন বা তাঁর বাবার থেকে এক টাকাও নেননি। অবিনাশের কথায়, ''শুভমনের বাবা আমার জীবনের পথ দেখিয়েছেন। হোলি বা দিওয়ালিতে টাকা দিয়েছেন। হাসপাতালে নিয়ে গিয়েছেন। এমনকি দরকারে পরিবারকেও সাহায্য করেছেন। আমি সারাজীবন কৃতজ্ঞ থাকব।''২০১৯-এ অবিনাশ পঞ্জাব দলের সাইড-আর্ম থ্রোয়ার হন। তখনই মনদীপ সিংহ, গুরকিরত মানের মতো সিনিয়রেরা তাঁকে পছন্দ করতে শুরু করেন। শুভমন, অভিষেক শর্মা, প্রভসিমরন সিংহের সঙ্গেও বন্ধুত্ব হয়ে যায়। ২০২৪-এ এক দিন হঠাৎই শুভমনকে অবিনাশ বলে দেন, ''এখন তো তুই অধিনায়ক হয়ে গিয়েছিস। আমাকেও আইপিএলে একটা সুযোগ করে দে।'' শুভমন তাঁকে পরামর্শ দেন চিন্তা না করার।এ বছরের শুরুতে, ছেলের সঙ্গে একদিন চণ্ডীগড়ের বাড়িতে খেলছিলেন অবিনাশ। হঠাৎই শুভমনের ফোন পান। ফোনের ও পার থেকে শুভমন নির্দেশ দেন ব্যাগ গুছিয়ে ফেলতে। যে কোনও মুহূর্তে গুজরাত টাইটান্স থেকে ফোন আসতে পারে। অবিনাশ হতবাক হয়ে যান। বলেছেন, ''এর আগে আমাকে জুতো, জামা, মোবাইল দিয়েছে। কিন্তু আইপিএলে সুযোগের ব্যাপারটা ভাবতেও পারিনি।''আইপিএলের আগে থেকেই ইংল্যান্ড সিরিজে চোখ ছিল শুভমনের। ছোটবেলার বন্ধু খুশপ্রীত সিংহ সাহায্য করতেন। তার সঙ্গে শুভমনের দরকার ছিল আরও একজনকে, যিনি ইংল্যান্ড সিরিজের জন্য প্রয়োজনীয় সাহায্য করতে পারেন। রঞ্জিতে পঞ্জাবের ব্যাটারদের সমস্যায় ফেলার জন্য অবিনাশের খ্যাতি ছড়িয়ে পড়েছিল। তাঁকেই সাহায্য করতে বলেন শুভমন।

রবিবার পাকিস্তানের বিরুদ্ধে কাদের খেলাবে ভারত? আমিরশাহিকে উড়িয়ে দিয়েই আভাস দিয়ে রাখলেন সূর্য

আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটে ভারতের সফলতম বোলার অর্শদীপ সিংহ। অথচ তাঁকে ছাড়াই সংযুক্ত আমিরশাহির বিরুদ্ধে খেলতে নামলেন সূর্যকুমার যাদবেরা। এশিয়া কাপের বাকি ম্যাচগুলিতেও স্পিনারদের উপর ভরসা রাখারই বার্তা দিলেন অধিনায়ক।

ম্যাচের পর সূর্যকুমার জানালেন, "এখানকার পিচ সম্পর্কে দলের অনেকেরই ধারণা রয়েছে। চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি এখানেই খেলা হয়েছিল। তখন বেশ কিছু দিন দল এখানে ছিল। পিচ প্রায় একই রকম রয়েছে। তবে একটু মন্থর। গরম ভালই আছে। মনে হয়েছিল স্পিনারেরা ভাল করবে। তাই আমরা স্পিনারদের উপর ভরসা রেখেছিলাম। কুলদীপ যাদব, বরুণ চক্রবর্তী, অক্ষর পটেল ভালই বল করল। জসপ্রীত বুমরাহ, হার্দিক পাণ্ড্য এবং শিবম দুবেরাও সাহায্য করল।" বোলারেরা সকলে উইকেট পাওয়ায় অর্শদীপের প্রথম একাদশে জায়গা পাওয়া নিয়ে প্রশ্ন থাকলই। টস জিতে প্রথম ফিল্ডিং করা নিয়ে সূর্যকুমারের বক্তব্য, "প্রথম ম্যাচে আমরা দেখে নিতে চেয়েছিলাম, পিচ কেমন আচরণ করে। পিচ দ্বিতীয় ইনিংসেও একই রকম ছিল। পরিবর্তন তেমন হয়নি।"

সঞ্চালক সঞ্জয় মঞ্জরেকর মজা করে জিজ্ঞেস করেন, এত তাড়াতাড়ি খেলা শেষ হয়ে গেল। তোমরা কি পুরো ম্যাচ ফি নেবে? জবাবে হাসতে হাসতে সূর্যকুমার বলেন, "এটা নিয়ে আমরা পরে ভেবে দেখব।" প্রশংসা করেন ওপেনার অভিষেক শর্মার। সূর্যকুমার বলেন, "অভিষেক দুর্দান্ত ব্যাটার। ২০ ওভারের ক্রিকেটে ও কেন এখন বিশ্বের এক নম্বর ব্যাটার, সেটা আরও এক বার বোঝা গেল।"

এর পর সামনে পাকিস্তান। সেই ম্যাচ নিয়েও সূর্যকুমারকে খুব একটা চিন্তিত মনে হল না। তিনি জানালেন, "আমরা সকলে ওই ম্যাচের দিকে তাকিয়ে রয়েছি। দলের সবাই খুব উত্তেজিত। আমরা আরও একটা ভাল ম্যাচ খেলতে চাই। ম্যাচটা খেলার অপেক্ষায় রয়েছি আমরা।"

৭ রানে ৪ উইকেট নিয়ে ম্যাচের সেরা ক্রিকেটার হয়েছেন কুলদীপ। তিনি জানালেন লাইন-লেংথ ঠিক রেখে সাফল্য পেয়েছেন। কুলদীপের বক্তব্য, "বোলিং এবং ফিটনেস নিয়ে পরিশ্রম করেছি। ফিটনেসের জন্য কৃতিত্ব প্রাপ্য আমাদের ট্রেনার অ্যাড্রিয়ান লেরুর। এই ম্যাচে আসলে সব কিছুই ঠিকঠাক হয়েছে। ক্রিকেটের এই ফরম্যাটে লেংথ খুব গুরুত্বপূর্ণ। ব্যাটার কী করতে চাইছে, সেটা বুঝতে পারাও জরুরি। এই দুটো ঠিকঠাক হওয়ায় উইকেট এসেছে।"

এশিয়া কাপে ভারতের পরের ম্যাচ আগামী রবিবার। প্রতিপক্ষ সলমন আঘার পাকিস্তান। অপারেশন সিঁদুরের পর এই প্রথম ২২ গজে মুখোমুখি হবে ভারত এবং পাকিস্তান।

আইপিএলে বলই করেন না, ভারতের হয়ে নেমেই তিন উইকেট, কী ভাবে প্রত্যাবর্তন হল বোলার শিবম দুবের?

গত তিন বছর ধরেই আইপিএলে সে ভাবে বল করেন না তিনি। এ বছরের আইপিএলে মাত্র দু'ওভার বল করেছেন। ফলে ভারতের দলে শুধুমাত্র ব্যাটার হিসাবে কেন তাঁকে খেলানো হবে তা নিয়ে প্রশ্ন উঠছিল। এশিয়া কাপের প্রথম ম্যাচে আমিরশাহির বিরুদ্ধে সেই প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন শিবম দুবে। কী ভাবে বোলিংয়ে শান দিয়েছেন, সে কথাও জানিয়েছেন এই অলরাউন্ডার।

আইপিএলে 'ইমপ্যাক্ট প্লেয়ার' নিয়মের কারণে ফিল্ডিংয়ের সময় তুলে নেওয়া হত শিবমকে। ফলে বল করার সুযোগ পেতেন না। ভারতের হয়ে পুরোদস্তুর অলরাউন্ডার হিসাবেই খেলতে চান শিবম। জানিয়েছেন, কোচ গৌতম গম্ভীর এবং বোলিং কোচ মর্নি মর্কেলের সাহায্যেই আত্মবিশ্বাস ফিরে পেয়েছেন।

বুধবার ম্যাচের পর শিবম বলেছেন, "ইংল্যান্ড সিরিজে দলে ফেরার পর থেকেই মর্নি আমার পিছনে পড়ে রয়েছে। নির্দিষ্ট কিছু পরামর্শ দিয়েছে। সেগুলো নিয়ে কাজ করেছি। আমাকে অফস্টাম্পের বাইরে একটা নির্দিষ্ট লাইনে বল করতে বলেছে। স্লোয়ার ডেলিভারি কী ভাবে করতে হবে সেটাও শিখিয়েছে। আমার রান-আপেও ছোট বদল এনেছে। কোচ এবং অধিনায়ক আগেই জানিয়েছিলেন এশিয়া কাপে আমার বোলিং কাজে লাগবে।"

ভারতের অন্য কোনও দলে সুযোগ পান না শিবম। তাই মাঝের দু'টি মাসে পরিশ্রম করে নিজেকে শক্তিশালী করে তুলেছেন বলে জানিয়েছেন তিনি। শিবমের কথায়, "গত দুটো মাসে নিজের ফিটনেস নিয়ে অনেক কাজ করেছি। ব্যাটিংয়ের ব্যাপারে বলতে পারি, মাঝের ওভারগুলোয় একটা নির্দিষ্ট ভূমিকা থাকবে আমার। গত কয়েক বছরে বোলারেরা শর্ট বল করে আমায় সমস্যায় ফেলেছে। তাই শটের বৈচিত্র বাড়ানোর দিকে নজর দিয়েছি। প্রতিযোগিতা যত এগোবে তত পিচ মন্থর হবে। তখন আমার স্লোয়ার কাজে লাগবে।"

ভারতীয় দলে শিবমকে বার বারই তুলনা করা হয় হার্দিক পাণ্ড্যের সঙ্গে। তবে হার্দিকের সঙ্গে যে কোনও প্রতিযোগিতা নেই তা স্পষ্ট করে দিয়েছেন শিবম। বলেছেন, "হার্দিক আমার ভাইয়ের মতো। ওর থেকে অনেক কিছু শিখি। কারণ আমার থেকে বেশি আইপিএল এবং আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে খেলার অভিজ্ঞতা রয়েছে ওর। তুলনার কথা কখনওই ভাবিনি। আমার লক্ষ্য ওর থেকে যতটা বেশি সম্ভব শেখা।"

আগামী রবিবার পাকিস্তানের বিরুদ্ধে খেলবে ভারত। তবে এই ম্যাচ নিয়ে বাড়তি মাতামাতিতে রাজি নন শিবম। বলেছেন, "আমিরশাহি হোক বা পাকিস্তান, গৌতি ভাই যা বলবেন আমি সেটাই করব। দেশের হয়ে খেললে ভাল কিছু করার ইচ্ছা সকলের মধ্যেই থাকে।"

বিশ্ব ব্যাডমিন্টনে পদক নিশ্চিত সাত্ত্বিক-চিরাগের

বিশ্ব ব্যাডমিন্টন চ্যাম্পিয়নশিপে ভারতের পদক নিশ্চিত করলেন সাত্ত্বিকসাইরাজ রানকিরেড্ডি ও চিরাগ শেট্টি। পুরুষদের ডবলসের সেমিফাইনালে উঠেছেন তাঁরা। বিশ্বের দ্বিতীয় বাছাই জুটিকে হারিয়ে ব্রোঞ্জ পদক নিশ্চিত করেছে ভারতীয় জুটি।

পিভি সিন্ধু সিঙ্গলসের কোয়ার্টার ফাইনালে হেরে যাওয়ার পর পদকের জন্য ভারতীয় ক্রীড়াপ্রেমীরা তাকিয়েছিলেন সাত্ত্বিকসাইরাজ-চিরাগ জুটির দিকে। তাঁরা হতাশ করেননি। বিশ্বের প্রাক্তন এক নম্বর ডবলস জুটি কোর্য়াটার ফাইনালে জয় ছিনিয়ে নিল মালয়েশিয়ার অ্যারন চিয়া-সো উই ইয়িক জুটির বিরুদ্ধে। শুরু থেকেই আগ্রাসী মেজাজে ছিলেন বিশ্ব ক্রমতালিকায় ন'নম্বরে থাকা সাত্ত্বিকসাইরাজ-চিরাগ। দু'পক্ষের মধ্যে ৪৩ মিনিটের লড়াইয়ের পর ভারতীয় জুটির পক্ষে ফল ২১-১২, ২১-১৯। প্রথম গেমে প্রতিপক্ষ জুটিকে প্রায় দাঁড়াতেই দেননি সাত্ত্বিকসাইরাজ-চিরাগ। দ্বিতীয় গেমে খানিকটা লড়াই হলেও তাঁদের জয় আটকাতে পারেনি মালয়েশীয় জুটি।

শুক্রবারের ম্যাচের আগে মুখোমুখি সাক্ষাতে সাত্ত্বিকসাইরাজ-চিরাগ জুটি ৩-১১ ব্যবধানে পিছিয়ে ছিল চিয়া-ইয়িক জুটির থেকে। এই রেকর্ড এবং র‍্যাঙ্কিংয়ের নিরিখে কোয়ার্টার ফাইনালে এগিয়ে থেকে নেমেছিলেন মালয়েশীয়েরা। কিন্তু ম্যাচে তা বোঝা যায়নি। সাত্ত্বিকসাইরাজ-চিরাগের আগ্রাসী খেলার সামনে শুরু থেকেই চাপে পড়ে যায় বিশ্বের দ্বিতীয় বাছাইয়েরা।

২০২২ সালের বিশ্বচ্যাম্পিয়নশিপে ব্রোঞ্জ জিতেছিলেন সাত্ত্বিকসাইরাজ-চিরাগ। এই প্রতিযোগিতায় তাঁদের জুটির দ্বিতীয় পদক নিশ্চিত হল। সেমিফাইনালে তাঁদের প্রতিপক্ষ চিনের ই লিউ-বয়াং চেন জুটি।

আইএসএল নিয়ে অনিশ্চয়তার মাঝেই সুপার কাপের ঘোষণা, বদলাচ্ছে টুর্নামেন্টের ফরম্যাট?

ইস্টবেঙ্গল, মোহনবাগানকে বাদ দিয়ে বৃহস্পতিবার আইএসএলের আট দল ফেডারেশন সভাপতির সঙ্গে আলোচনায় বসেছিল। আইএসএলের ভবিষ্যৎ নিয়ে কী হবে তা জানতে। সেখানে এআইএফএফ সভাপতি কল্যাণ চৌবে নিশ্চিত করেছেন, চলতি বছরেই হবে আইএসএল। তবে, তার আগে হতে চলেছে সুপার কাপ বলেও উঠে এসেছে ফেডারেশন সভাপতির কথায়। অন্যদিকে, বিভিন্ন আইএসএল ক্লাবের ফুটবলার ও কর্মচারীদের বেতন বন্ধ করে দেওয়া নিয়েও মন্তব্য করেছেন তিনি ক্লাব প্রতিনিধিদের সঙ্গে বৈঠকের পর কল্যাণ বলেন, "এতে কোনও সন্দেহ নেই, চলতি বছরেই আইএসএল অনুষ্ঠিত হবে। কিন্তু তার আগে, সেপ্টেম্বরের দ্বিতীয় বা তৃতীয় সপ্তাহে আয়োজিত হতে পারে সুপার কাপ। দলগুলি প্রস্তুতি নেবে। ফুটবলারদের বিদেশ থেকে আনতে ৬ থেকে ৮ সপ্তাহ সময় লাগতে পারে। পরবর্তী সভায় এই প্রতিযোগিতা শুরুর তারিখ আমরা ঘোষণা করব।" অর্থাৎ, এই বৈঠকেও স্পষ্ট বোঝা গেল না আইএসএলের ভবিষ্যৎ কোন খাতে বইতে চলেছে। অনেকেই বলছেন, হয়তো এই কারণে 'এ বছরেই আইএসএল হবে' বলে ছেড়ে দিয়ে সুপার কাপ শুরুর কথা বলেছেন তিনি।প্রসঙ্গত, আইএসএলের ভবিষ্যৎ নিয়ে জট এখনও কাটেনি। এফএসডিএলের সঙ্গে এআইএফএফের চুক্তি মাস্টার্স রাইটস এগ্রিমেন্ট অর্থাৎ এমআরএ নবীকরণ নিয়ে এখনও কোনও নিশ্চয়তা নেই। যে কারণে আগামী মরশুমের আইএসএল নিয়ে ডামাডোল অব্যাহত। দেশের শীর্ষ ফুটবল লিগ নিয়ে এই অনিশ্চয়তার মধ্যে ওড়িশা এফসি এবং বেঙ্গালুরু এফসি'র পথে হেঁটে দু'বারের আইএসএল চ্যাম্পিয়ন চেন্নাইয়িন এফসি ফুটবলার ও কর্মচারীদের বেতন স্থগিত রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এ ব্যাপারে মুখ খুলেছেন ফেডারেশন সভাপতি।তিনি বলেন, "এটা তো ক্লাবের সিদ্ধান্ত। কোন ক্লাব কীভাবে তাদের ফুটবলার বা কর্মীদের বেতন দেবে, সেটা তাদের নিজস্ব ব্যাপার। এ নিয়ে আমরা কোনওভাবেই হস্তক্ষেপ করতে পারি না। বিশ্বের যে কোনও সেরা লিগে এটাই নিয়ম।" এর ফলে ফেডারেশনের ক্লাবগুলোর সঙ্গে আলোচনা করে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে, আপাতত বিকল্প পথ একমাত্র সুপার কাপ। ২০১৮ সালে ফেডারেশন কাপের বদলে চালু হয়েছিল এই টুর্নামেন্ট। কিন্তু আইএসএলের আগে সুপার কাপ শুরু হলে টুর্নামেন্টের ফরম্যাটই বা কেমন হতে চলেছে, তা নিয়েও বিভ্রান্তি রয়েছে।প্রশ্ন হল, যে ক্লাবগুলি আইএসএলের অনিশ্চয়তার মাঝে কঠিন সিদ্ধান্তের পথে হাঁটল, তাদের কী হবে? তারা কীভাবে সুপার কাপ খেলবে? এর উত্তর নেই। এদিনের বৈঠকে অনেক আশা নিয়েই উপস্থিত হয়েছিল তারা। কিন্তু তাদের আশা যে পূরণ হল না, তা ফেডারেশন সভাপতির কথা থেকেই স্পষ্ট। উল্লেখ্য, এফসি গোয়া, নর্থ-ইস্ট ইউনাইটেড, কেরালা ব্লাস্টার্স, ওড়িশা এফসি, হায়দরাবাদ এফসি, বেঙ্গালুরু এফসি, জামশেদপুর এফসি ও পাঞ্জাব এফসি একত্র হয়ে এই চিঠি দিয়েছিল ফেডারেশনকে। তারাই উপস্থিত ছিল এদিনের বৈঠকে।

মুখ্যমন্ত্রীর সাথে সাক্ষাৎ কলকাতায় নিযুক্ত মার্কিন কনসাল জেনারেলের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ সেপ্টেম্বর।। সচিবালয়ে মুখ্যমন্ত্রী অধ্যাপক (ডা.) মানিক সাহার সাথে সাক্ষাৎ করেন কলকাতায় নিযুক্ত মার্কিন কনসাল জেনারেল ক্যাথি জাইলস ডিয়াজ।

আজ সামাজিক মাধ্যমে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, সচিবালয়ে কলকাতায় নিযুক্ত মার্কিন কনসাল জেনারেল ক্যাথি জাইলস ডিয়াজের সাথে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন তিনি। এদিন দুই দেশের পারস্পরিক সম্পর্ক আরও দৃঢ় করা, বাণিজ্য, শিক্ষা, সংস্কৃতি ও বিনিয়োগসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে সহযোগিতার সম্ভাবনা নিয়ে গঠনমূলক আলোচনা হয়।

জাতীয় বন শহীদ দিবস পালিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ সেপ্টেম্বর: বৃহস্পতিবার জাতীয় বন শহীদ দিবস। দিনটি রাজ্যেও যথাযথ মর্য্যাদা পালন করা হয়।জাতীয় বন শহীদ দিবস বৃহস্পতিবার যথাযথ মর্য্যাদায় পালিত হয়। এ উপলক্ষে বনদপ্তরের উদ্যোগে এক শ্রদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে বনমন্ত্রী অনিমেষ দেববর্মা সহ বন দপ্তরের পদস্থ আধিকারিকরা উপস্থিত ছিলেন।

অনুষ্ঠানে বনদপ্তরের কাজ করতে গিয়ে যারা শহীদ হয়েছেন তাদের শহীদবেদীতে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন বনমন্ত্রীসহ দপ্তরের আধিকারিকরা। এউপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে বনমন্ত্রী অনিমেষ দেববর্মা বলেন বনকে রক্ষা করতে গিয়ে যারা শহীদ হয়েছেন তাদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করতেই আজকের দিনে এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। রাজ্য সরকার এবং বনদপ্তর শহীদ পরিবার গুলির পাশে থাকবে বলেও উল্লেখ করেন দপ্তরের মন্ত্রী।

৪৩ মাইল এলাকার গ্রামবাসীদের সরকারি সুযোগ সুবিধা প্রদান করেন মন্ত্রী বিকাশ

তেলিয়ামুড়া, ১১ সেপ্টেম্বর : ত্রিপুরার জনজাতি অধ্যুষিত প্রত্যন্ত অঞ্চলে উন্নয়নের মূল চাবিকাঠি শিক্ষা ও সরকারের প্রকৃত সুযোগ-সুবিধা পৌঁছে দেওয়া। অথচ দীর্ঘ ৩৫ বছরের সিপিআইএম ও কংগ্রেস শাসনে সাধারণ মানুষ বিশেষত জনজাতি অধ্যুষিত এলাকার অধিবাসীরা এই ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত ছিলেন। কিন্তু বর্তমান বিজেপি সরকারের প্রশাসনিক উদ্যোগে সেই চিত্র বদলাতে শুরু করেছে।

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এবং মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডাঃ মানিক সাহার নেতৃত্বে ত্রিপুরা সরকারের একাধিক প্রকল্প আজ জনজাতি অধ্যুষিত এলাকার ঘরে ঘরে পৌঁছে যাচ্ছে। বৃহস্পতিবার জনজাতি কল্যাণ দপ্তরের মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মার উদ্যোগে তেলিয়ামুড়া মহকুমার অন্তর্গত মুঙ্গিয়াকামি ব্লকের ১৮ মুড়া পাহাড় সংলগ্ন ৪৩ মাইল এলাকার গ্রামবাসীরা পেলেন বহুল প্রতীক্ষিত সরকারি সুযোগ-সুবিধা। এই এলাকা এতদিন উন্নয়নের আলো থেকে বঞ্চিত ছিল।

অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থানের মতো ন্যূনতম প্রয়োজন নিয়েও সংগ্রাম করতে হতো এখানকার মানুষদের। যোগ্য হয়েও দীর্ঘদিন তাদের ভাগ্যে জোটেনি বিপিএল কিংবা অন্ত্যোদয় রেশন কার্ড, বরং সীমিত আয়ের মানুষদের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছিল এপিএল কার্ড। কিন্তু বর্তমান সরকার ক্ষমতায় আসার পর সেই চিত্র পাল্টেছে। যোগ্যতার ভিত্তিতে রেশন কার্ড প্রদান শুরু হয়েছে। মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা নিজে তেলিয়ামুড়া মহকুমা শাসকের কার্যালয় থেকে পিজি রেশন কার্ড, পি আর টি সি, এস টি সার্টিফিকেট সংগ্রহ করে আঠারোমুড়া ভিলেজ কার্যালয়ে পৌঁছে দেন সুবিধাভোগীদের হাতে। কারণ অর্থনৈতিক অসুবিধার কারণে এলাকার মানুষজন নিজেরাই মহকুমা কার্যালয় থেকে এই কাগজপত্র সংগ্রহ করতে পারছিলেন না।

এলাকার জুমিয়া পরিবারের সদস্য তুলারাম রিয়াং জানান, "বিগত শাসনে নেতাদের দ্বারে দ্বারে ঘুরেছি, মিছিলে অংশ নিয়েছি, তবুও বিপিএল বা অন্ত্যোদয় কার্ডের স্বপ্ন পূরণ হয়নি। কিন্তু আজ বিজেপি সরকারের উদ্যোগে পিজি রেশন কার্ড হাতে পেয়ে আমি ও আমার পরিবার কৃতজ্ঞ।"

মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা এক সাক্ষাৎকারে বলেন, "বর্তমান রাজ্য সরকার প্রকৃত সুবিধাভোগীদের হাতে সরকারি

আরএসএস কর্মী বিল্টু সিনহা খুন মামলা: কংগ্রেস নেতা টিটন পাল সহ ১৮ জন বেকসুর খালাস

নিজস্ব প্রতিনিধি, উদয়পুর, ১১ সেপ্টেম্বর: গোমতী জেলার বহুল আলোচিত আরএসএস কর্মী বিল্টু সিনহা খুন মামলায় আদালত বড়সড় রায় দিল। বৃহস্পতিবার উদয়পুরের এডিশনাল ডিস্ট্রিক্ট সেশনস জজ এসটি১৮/২০২১ মামলার রায় ঘোষণা করে কংগ্রেস নেতা টিটন পালসহ ১৮ জনকে বেকসুর খালাস দেন। ২০১৯ সালের ১৪ আগস্ট রাতে বাগমা বাজার এলাকায় গুরুতরভাবে আক্রান্ত হন বিল্টু সিনহা। প্রথমে তাঁকে গোমতী জেলা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়, পরে শারীরিক অবস্থার অবনতি হলে জিবি হাসপাতালে রেফার করা হয়। সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তাঁর মৃত্যু হয়।

ঘটনার পর আরএসএস কর্মী নিত্যানন্দ দেবনাথের অভিযোগের ভিত্তিতে মোট ১৮ জনের বিরুদ্ধে খুনের মামলা রুজু হয়। তাঁদের মধ্যে রয়েছেন তৎকালীন বিজেপির জেলা কমিটির সম্পাদক ও গোমতী জেলা পরিষদের নির্বাচিত সদস্য টিটন পাল (বর্তমানে জেলা কংগ্রেস সভাপতি), তৎকালীন পূর্ব বারভাইয়া পঞ্চায়েতের উপপ্রধান উত্তম পাল (বর্তমান জেলা কংগ্রেস সাধারণ সম্পাদক), প্রদীপ সরকার (তৎকালীন বিজেপি বুথ সভাপতি, বর্তমানে ব্লক কংগ্রেস সম্পাদক), তরুণ ঘোষ (তৎকালীন বিজেপি সদস্য, বর্তমানে জেলা কংগ্রেস কোষাধ্যক্ষ), বিমল পাল (তৎকালীন বুথ সভাপতি, বর্তমানে ব্লক কংগ্রেস সাধারণ সম্পাদক), অভিজিৎ মজুমদার (তৎকালীন বিজেপি পঞ্চায়েত প্রধান, বর্তমানে বিজেপি সদস্য), বিষ্ণু ঘোষ, গৌরাঙ্গ ঘোষ সহ আরও অনেকে।

মামলাটি ছিল ভারতীয় দণ্ডবিধির ১৪৮, ১৪৯, ৩২৩, ৩০২ ও ৫০৬ ধারায় (এসটি১৮/২০২১)। দীর্ঘ শুনানির পর আদালত বৃহস্পতিবার রায়দান করেন। প্রমাণের অভাবে সকল আসামিকে নির্দোষ ঘোষণা করা হয়। আসামীদের পক্ষে মামলাটি পরিচালনা করেন হাইকোর্টের বিশিষ্ট আইনজীবী পীযূষ বিশ্বাস, কাজল দাস ও কুন্তল দাস।

আগরতলা গভর্নমেন্ট ডেন্টাল কলেজের পেডোডন্টিক্স ডিপার্টমেন্টের সাফল্য, ১১ বর বয়সী নাবালকের জিহ্বায় সফল লেজার সার্জারি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ সেপ্টেম্বর: আগরতলা গভর্নমেন্ট ডেন্টাল কলেজ অ্যান্ড আইজিএম হাসপাতালে দাঁত ও মুখ গহ্বরের নানা সমস্যার চিকিৎসা পরিষেবা প্রদান অব্যাহত রয়েছে। প্রতিদিনই এই হাসপাতালে দাঁত ও মুখের নানা সমস্যা নিয়ে রোগীরা সফলভাবে চিকিৎসা পরিষেবা পেয়ে উপকৃত হচ্ছেন। আগরতলা গভর্নমেন্ট ডেন্টাল কলেজ অ্যান্ড আইজিএম হাসপাতালের একটি গুরুত্বপূর্ণ ডিপার্টমেন্ট হল পেডোডন্টিক্স ডিপার্টমেন্ট। এই ডিপার্টমেন্টে দন্ত চিকিৎসায় শৈশব থেকে শুরু করে বয়ঃসন্ধিকাল পর্যন্ত শিশু-কিশোরদের দাঁত, মাড়ি এবং চোয়ালের স্বাস্থ্য, রোগ নির্ণয় ও চিকিৎসা প্রদান করা হয়।

বিশেষ করে শিশুদের দাঁতের সঠিক বিকাশ নিশ্চিত করতে এবং মুখ গহ্বরের স্বাস্থ্য বজায় রাখতে এই ডিপার্টমেন্ট বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকগণ নিয়মিত পরিষেবা প্রদান করছেন। সম্প্রতি আগরতলা গভর্নমেন্ট ডেন্টাল কলেজ অ্যান্ড আইজিএম হাসপাতালে স্থানীয় যোগেন্দ্রনগরের ১১ বৎসর বয়সী এক নাবালকের জিহ্বায় সমস্যা সংক্রান্ত বিষয়ে তার পিতা-মাতা নিয়ে আসেন। নাবালকটির মুখে ও জিহ্বায় সমস্যা ছিল এবং এই বয়সেও সে স্পষ্টভাবে কথা বলতে পারতো না। তখন তাকে পেডোডন্টিক্স ডিপার্টমেন্টের বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকগণ তাকে পরীক্ষা নিরীক্ষা করে দেখেন যে সে জিহ্বাটাই অ্যাঙ্কিলোগ্লোসিয়া নামে একটি রোগে আক্রান্ত। পেডোডন্টিক্স ডিপার্টমেন্টের বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকগণ এই সমস্যাটির ব্যাপারে নাবালকটির পিতা-মাতাকে অবহিত করেন। এই সমস্যাটির সমাধানের জন্য নাবালকটির একটি ছোট্ট অস্ত্রোপচার প্রয়োজন যা, আধুনিক লেজার সার্জারি ব্যবস্থাপনায় করা হবে।

এরপর নাবালকটির পিতা-মাতার সম্মতির ভিত্তিতে লেজার সার্জারির মাধ্যমে পেডোডন্টিক্স ডিপার্টমেন্টের বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকগণ অস্ত্রোপচার করেন এবং সফলভাবে তার জিহ্বার সমস্যাটির সমাধান করেন। এটি একটি অত্যাধুনিক অস্ত্রোপচারের পদ্ধতি। এই পদ্ধতিতে অপেক্ষাকৃত কম রক্তক্ষরণ হয় এবং সময়ও অনেক কম লাগে। এটি সেলাইবিহীন, অস্ত্রোপচারের পর ব্যথা এবং ফোলা কম থাকে ও দ্রুত ক্ষতের নিরাময় ঘটে। এছাড়া এটি চিরাচরিত প্রথার চেয়েও অত্যন্ত নিরাপদ, কার্যকর ও স্বাচ্ছন্দ্যদায়ক অস্ত্রোপচার। এই অস্ত্রোপচারের পরেই তাকে হাসপাতাল থেকে ছুটি দিয়ে দেওয়া হয় এবং কয়েকদিনের মধ্যেই তার জিহ্বায় সমস্যাটি ঠিক হয়ে যায়। এখন সে স্পষ্টভাবে কথা বলতে পারছে। উক্ত লেজার সার্জারিতে ছিলেন আগরতলা গভর্নমেন্ট ডেন্টাল কলেজ অ্যান্ড আইজিএম হাসপাতালের পেডোডন্টিক্স ডিপার্টমেন্টের অ্যাসিসট্যান্ট প্রফেসর ডাঃ নির্মল দেববর্মা ও অ্যাসিসট্যান্ট প্রফেসর ডাঃ স্মিতা পাল সহ ৩টি নার্স। আগরতলা গভর্নমেন্ট ডেন্টাল কলেজ অ্যান্ড আইজিএম হাসপাতালের বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকগণের মাধ্যমে সম্পূর্ণ বিনামূল্যে এই সফল অস্ত্রোপচারের সুবিধা লাভ করে নাবালকটির পিতা-মাতা চিকিৎসক সহ সকল স্বাস্থ্যকর্মীদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন ও ধন্যবাদ জানান।

জাঙ্গালিয়া মন্দির সহ একাধিক স্থানে চুরির ঘটনায় গ্রেপ্তার কুখ্যাত চোর

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিশালগড়, ১১ সেপ্টেম্বর : বিশালগড় জাঙ্গালিয়া মন্দির সহ একাধিক স্থানে চুরির ঘটনায় গ্রেপ্তার কুখ্যাত চোর। বিশালগড় জাঙ্গালিয়া এলাকায় গত ৭ই সেপ্টেম্বর গভীর রাতে কালী মন্দির, শনি মন্দির সহ এলাকার এক অসহায় মহিলার বাড়িতে হানা দেয় চোরের দল। কালীমন্দিরে হানা দিয়ে কালী মায়ের সমস্ত স্বর্ণালংকার, শনি মন্দিরে হানা দিয়ে সমস্ত আসবাবপত্র পাশাপাশি এলাকার এক অসহায় মহিলার ঘরে হানা দিয়ে নগদ অর্থ সহ প্রয়োজনীয় সামগ্রী চুরি করে নিয়ে পালিয়ে যায় চোরের দল। এই ঘটনায় রীতিমত এলাকায় আতঙ্ক ছড়িয়েছে জনমনে।

ঘটনার খবর পেয়ে বিশালগড় পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারপার্সন অতুসী দাস সহ স্থানীয় নেতৃত্বরা ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন। উক্ত তিন তিনটি চুরির ঘটনায় জড়িত অভিযুক্তদের কঠোর শাস্তির দাবিতে বিশালগড় থানায় সৌরভ সিংহ নামে এক ব্যক্তি মামলা দায়ের করেন। মামলার নাম্বার ৮৬/২৫ বিএলজি। মামলা হাতে নিয়ে বিশালগড় থানা পুলিশ আধিকারিকরা উক্ত চুরির ঘটনায় জড়িত বিপ্লব দাস নামে জাঙ্গালিয়া এলাকার এক কুখ্যাত চোরকে গ্রেফতার করে।

জানা যায়, গ্রেফতার চোর ইতিমধ্যে বিভিন্ন নেশায় আসক্ত হয়ে পড়েছে। নেশার টাকার যোগাড় করতে প্রতিনিয়ত এলাকায় অসামাজিক কার্যকলাপ করে যাচ্ছে। ৭ই সেপ্টেম্বর রাতে এলাকায় তিন তিনটি চুরির ঘটনা করার পর এলাকায় জনমনে আতঙ্ক তৈরি হয়। তার সাথে আরও অনেক চোর জড়িত রয়েছে পুলিশ চোরকে গ্রেফতার করতে পারলেও চুরির সামগ্রী উদ্ধার করতে পারেনি তবে দ্রুত সমস্ত সামগ্রী উদ্ধার করতে সক্ষম হবে বলে বৃহস্পতিবার দুপুরে বিশালগড় থানায় সাংবাদিক সম্মেলন করে বিস্তারিত জানান ওসি বিজয় দাস ।

অস্ত্রোপচারের মাধ্যমে মহিলার জীবন বাঁচিয়ে সুস্থ করে তুললেন বিশেষজ্ঞ অর্থোপেডিক সার্জন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ সেপ্টেম্বর: ঊনকোটি জেলা হাসপাতালে অস্ত্রোপচারের মাধ্যমে ধলাই জেলার মনু এলাকার ৫২ বৎসর বয়সী এক রোগীনিকে নিরাময় করলেন চিকিৎসকরা। বছর দেড়েক আগে উনি বাঁ পায়ে আঘাত পেয়েছিলেন। মহিলার পায়ের সঠিক সময়ে সুচিকিৎসা না করার ফলে পায়ের মধ্যে ক্ষত শুরু হয়ে যায়। অবশেষে উনার পরিবার পরিজনেরা গত ৫ সেপ্টেম্বর ২০২৫ মহিলাকে ঊনকোটি জেলা হাসপাতালে বিশেষজ্ঞ অর্থোপেডিক সার্জনডাঃ নির্মল দেববর্মার কাছে নিয়ে আসেন। তখন ডাঃ দেববর্মা দেখতে পান যে মহিলার বাম পায়ের হাঁটুর নিচের আঘাতপ্রাপ্ত স্থানে গ্যাংগ্রিন শুরু হয়ে গেছে, যা দ্রুত শরীরের অন্যান্য অংশে ছড়িয়ে পড়তে পারে।

তাই তিনি জানান যে, মহিলার জীবন বাঁচাতে হলে পায়ের নিচের অংশ কেটে বাদ দেওয়া ছাড়া আর অন্য কোন উপায় নেই। এই কঠিন সিদ্ধান্ত মেনে নেওয়া মহিলার পরিবার পরিজনদের জন্য ছিল অত্যন্ত বেদনাদায়ক। তবে, তখন চিকিৎসক সহ হাসপাতালের স্বাস্থ্যকর্মীরা মহিলার পরিবার পরিজনদেরকে সাহস যোগান এবং এই সমস্যাটির জন্য অস্ত্রোপচারের মাধ্যমে মহিলার জীবন বাঁচিয়ে সুস্থ করে তোলার ব্যাপারে বুঝিয়ে বলেন। অবশেষে মহিলার পরিবার পরিজনদের সম্মতির ভিত্তিতে ঊনকোটি জেলা হাসপাতালের বিশেষজ্ঞ অর্থোপেডিক সার্জন ডাঃ নির্মল দেববর্মা উনার অস্ত্রোপচারের সিদ্ধান্ত নেন। এরপর গত ১০ সেপ্টেম্বর ২০২৫ মহিলার বাম পায়ে দেড় ঘন্টাব্যাপী সফল অস্ত্রোপচার করা হয়। এদিকে মহিলার হিমোগ্লোবিনের মাত্রা অনেক কম থাকায় অস্ত্রোপচারের সময় উনাকে তিন ইউনিট রক্ত দেওয়া হয়।

ঊনকোটি জেলা হাসপাতালের বিশেষজ্ঞ অর্থোপেডিক সার্জন ডাঃ নির্মল দেববর্মার নেতৃত্বে উক্ত অস্ত্রোপচার টিমে ছিলেন অ্যানেস্থেসিওলজিস্ট ডাঃ রূপময় দাস, নার্সিং অফিসার ছিলেন কাবেরী সাহা এবং ওটি অ্যাসিস্ট্যান্ট ছিলেন সুভাষ দেববর্মা ও মিঠুন মল্ল। এই অস্ত্রোপচার টিমে সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টা ও পেশাদারিত্ব সুচারুভাবে পালনের মধ্য দিয়েএই জটিল অস্ত্রোপচার সফলভাবে সম্পন্ন করা হয়। উল্লেখ্য মহিলার আয়ুষ্মান ভারত প্রধানমন্ত্রী জন আরোগ্য যোজনায় এই অস্ত্রোপচার সম্পূর্ন বিনামূল্যে করা হয়েছে। এক্ষেত্রে মহিলা যদিও একটি অঙ্গ হারিয়েছেন, তবুও উনার মনের জোর হারাননি, বরং এই সমস্যাটি তাঁর জীবনের শেষ নয়, শুরুর এক বার্তা। মহিলা এবংউনার পরিবার পরিজনরা বুঝতে পেরেছেন যে আঘাতপ্রাপ্ত পায়ের ক্ষত স্থানে গ্যাংগ্রিন শুরু হয়ে তা দ্রুত শরীরের অন্যান্য অঙ্গে ছড়িয়ে পড়ার আশংকা ছিল যা, মহিলার জীবন সংশয় ঘটতে পারতো। ঊনকোটি জেলা হাসপাতালের চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মীদের অক্লান্ত পরিশ্রম ও চিকিৎসা পরিষেবায় মহিলা নতুন জীবন লাভ করায় তাঁর পরিবার পরিজনেরা অর্থোপেডিক সার্জন সহ সকল স্বাস্থ্যকর্মীদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন ও ধন্যবাদ জানিয়েছেন।

বিশালগড় গ্রামীণ ব্যাংকের ক্যাশিয়ারের বিরুদ্ধে টাকা আত্মসাতের অভিযোগ, থানায় মামলা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ সেপ্টেম্বর: সবজি বিক্রি করে সঞ্চিত টাকা জমা দেওয়ার পরও সেই অর্থ একাউন্টে না রেখে আত্মসাৎ করার অভিযোগ উঠল ব্যাংক ক্যাশিয়ারের বিরুদ্ধে। ঘটনাকে ঘিরে বিশালগড়ে ব্যাপক চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়েছে।

অভিযোগ, বিশালগড় নিউ মার্কেটের এক অসহায় মহিলা সবজি বিক্রেতা কয়েক বছর আগে ত্রিপুরা গ্রামীণ ব্যাংকের বিশালগড় শাখায় মোট ২৪ হাজার টাকা জমা দেন। কিন্তু সেই টাকা তাঁর একাউন্টে জমা না করে আত্মসাৎ করেন ব্যাংকের ক্যাশিয়ার সূর্যকান্ত সাহা। অভিযোগকারিণী মহিলা বৃহস্পতিবার দুপুরে বিশালগড় থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। তাঁর দাবি, সঞ্চয়ের অর্থ আত্মসাৎ হওয়ায় তিনি চরম আর্থিক সমস্যার মুখে পড়েছেন। ব্যাংক থেকে প্রায়শই করছেন, তার টাকা ফেরত দিতে।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, অভিযুক্ত ক্যাশিয়ারের বিরুদ্ধে এর আগেও বহু গ্রাহকের অর্থ আত্মসাতের অভিযোগ রয়েছে। তবে এবারের ঘটনায় আনুষ্ঠানিকভাবে থানায় মামলা দায়ের হওয়ায় বিষয়টি বিশেষ গুরুত্ব পেয়েছে। পুলিশ অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত শুরু করেছে।

দশমীঘাটে প্রতিমা নিরঞ্জন স্থল ও বটতলা মহাশ্মশান পরিদর্শনে মেয়র

আগরতলা,১১ সেপ্টেম্বর: সামনেই শারদীয়া দুর্গোৎসব। উৎসবের পর শহর জুড়ে শুরু হবে প্রতিমা নিরঞ্জন। আর সেই লক্ষ্যে আজ দশমীঘাট এলাকা পরিদর্শন করলেন আগরতলা পুরনিগমের মেয়র দীপক মজুমদার।

পরিদর্শন শেষে মেয়র বলেন, আগরতলার বেশিরভাগ দুর্গাপূজার প্রতিমা নিরঞ্জন এই দশমীঘাটেই হয়। তাই এখানে ভিড়ও থাকে সর্বাধিক। এবছরেও নির্বিঘ্ন প্রতিমা নিরঞ্জনের জন্য যাবতীয় প্রস্তুতি নেওয়া হবে।

তিনি আরও জানান, আলোর ব্যবস্থা থেকে শুরু করে নিরাপত্তা, পরিচ্ছন্নতা ও যানবাহন নিয়ন্ত্রণ সব ক্ষেত্রেই পুরনিগম সক্রিয় ভূমিকা নেবে। শহরবাসীর সুবিধা নিশ্চিত করতে প্রশাসনের অন্যান্য দপ্তরের সঙ্গেও সমন্বয় করা হবে। মেয়রের দাবি, প্রতিবারের মতো এবছরও যাতে শান্তিপূর্ণভাবে প্রতিমা নিরঞ্জন সম্পন্ন হয়, সেজন্য প্রয়োজনীয় সব উদ্যোগ গ্রহণ করবে পুরনিগম।

সৎকারের কাজে মানুষকে আরো উন্নত পরিষেবা দেওয়ার লক্ষ্যে আজ আগরতলা পুর নিগমের মেয়র দীপক মজুমদার বটতলা মহাশ্মশান পরিদর্শন করেন।

এদিন সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে মেয়র বলেন, এই পরিদর্শনের মূল উদ্দেশ্য ছিল শ্মশান ঘাটে বর্তমান পরিকাঠামো ও পরিষেবার মান যাচাই করা এবং সেখানে যেসব সমস্যা বা ঘাটতি রয়েছে, সেগুলির দ্রুত সমাধান নিশ্চিত করা। পাশাপাশি, এদিন তিনি পরিকাঠামো উন্নয়ন, মৃতদেহ সৎকারের জন্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী ও পরিষেবা এসব বিষয়ে খতিয়ে দেখেন।

মেয়র দীপক মজুমদার জানান, বটতলা মহাশ্মশানকে আধুনিকীকরণ করে জনসাধারণকে উন্নত পরিষেবা প্রদান করার কাজ খুব শীঘ্রই শুরু হবে। আগরতলার বটতলা মহাশ্মশানে আরেকটি নতুন চুল্লী বসানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে পুরনিগম। তাছাড়া হাওড়া নদীর তীরে আরেকটি ঘাট নির্মানের সিদ্ধান্তও নেওয়া হয়েছে। আজ স্মার্ট সিটি প্রকল্পের আওতায় আগরতলা শহরের সৌন্দর্য্যায়নের কাজ খতিয়ে দেখতে বটতলা মহাশ্মশান এলাকা পরিদর্শন করেন তিনি।

জাতীয় মঞ্চে উত্তর-পূর্বের সেরা কার রেন্টাল কোম্পানির স্বীকৃতি পেল নীলজ্যোতি ট্রাভেলস

নয়াদিল্লি, ১০ সেপ্টেম্বর ।। রাজ্যের পর্যটন শিল্প এখন যেন নতুন ভোরের আলোয় স্নাত। পাহাড়, ঝরনা, সবুজের সমারোহ কিংবা ঐতিহ্যের রঙিন পটে আঁকা এই রাজ্য শুধু প্রকৃতির সৌন্দর্যে নয়, পরিষেবা ক্ষেত্রেও আজ দেশজুড়ে এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। উত্তর-পূর্বের এই প্রান্তে পর্যটন-বান্ধব পরিস্থিতি ক্রমশ সুদৃঢ় হচ্ছে, আর সেই সাফল্যের অন্যতম প্রতীক হয়ে উঠল নীলজ্যোতি ট্রাভেলস।

বুধবার নয়াদিল্লির লা মার্ডিন হোটেলের তারকাখচিত মঞ্চে ভারতের পর্যটন শিল্পের মহোৎসব যেন উজ্জ্বল আলোয় ভরে উঠেছিল। সারা দেশ থেকে আগত পর্যটন-উদ্যোগীরা জমায়েত হয়েছিলেন এই অনুষ্ঠানে, আর সেখানেই গোটা ভারতের সেরা কার রেন্টাল কোম্পানি হিসেবে সম্মানিত হলো নীলজ্যোতি ট্রাভেলস। পুরস্কারটি তুলে দিলেন কেন্দ্রীয় পর্যটন মন্ত্রী গজেন্দ্র সিং শাখাওয়াত। মুহূর্তটি কেবল একটি প্রতিষ্ঠানের নয়, গোটা উত্তর-পূর্বের গর্বের প্রতীক হয়ে উঠল।

এমন অর্জন শুধু এক কোম্পানির নয়, বরং রাজ্যের ক্রমবর্ধমান পর্যটন শিল্পের প্রতিচ্ছবি। আজ পর্যটকরা নিরাপদ, আরামদায়ক এবং নির্ভরযোগ্য যাতায়াত চানআর সেই চাহিদার সঠিক উত্তর দিতে পেরেছে নীলজ্যোতি ট্রাভেলস। সুশৃঙ্খল পরিষেবা, সময়নিষ্ঠতা, আধুনিক যানবাহনের বহর এবং সর্বোপরি আন্তরিক আতিথেয়তা এই সংস্থাকে দেশের সেরা আসনে বসিয়েছে।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন এয়ার ইন্ডিয়া এক্সপ্রেস-এর অধিকর্তা সহ সরকারি-বেসরকারি পর্যটন শিল্পের দিকপালরা। তাঁদের সামনে উত্তর-পূর্বের এই সংস্থা যে ভাবে জাতীয় স্বীকৃতি পেল, তা নিঃসন্দেহে এই অঞ্চলের পর্যটন শিল্পের সম্ভাবনাকে নতুন উচ্চতায় পৌঁছে দিল। যদিও হোটেল ও হসপিটালিটি ক্ষেত্রে গুয়াহাটির হোটেল ম্যায়ফেয়ার পুরস্কার জিতেছে, তবুও কার রেন্টাল ক্ষেত্রে সবার চোখে একমাত্র উজ্জ্বল নক্ষত্র হয়ে উঠেছে এ রাজ্যের গর্ব নীলজ্যোতি ট্রাভেলস।

কোম্পানির কর্ণধার সঞ্জীব আচারা্য পুরস্কার হাতে নিয়ে আবেগঘন কণ্ঠে বলেন, এ অর্জন আমার একার নয়, এ রাজ্যের মানুষের। তাঁদের বিশ্বাস, ভালোবাসা আর সহযোগিতাই আজ আমাদের এই পর্যায়ে এনেছে। জাতীয় ক্ষেত্রে এই সম্মানে নীল জ্যোতির ট্রাভেলসের সঙ্গে যুক্ত সমস্ত পরিবহন কর্মীদের তিনি অভিনন্দন জানান। তাঁর এই বক্তব্য যেন পুরো উত্তর-পূর্বাঞ্চলের অন্তরের কণ্ঠস্বর হয়ে প্রতিধ্বনিত হলো।

রাজ্যের পর্যটন শিল্পকে ঘিরে আজ যে উন্নতির ছাপ দেখা যাচ্ছে, তার পেছনে রয়েছে পরিকাঠামোগত অগ্রগতি, বিমান পরিষেবা, রেল ও সড়ক পথের উন্নয়ন এবং পর্যটন-বান্ধব নীতি। পাহাড়ি অরণ্যের পথ ধরে কিংবা সীমান্ত ঘেঁষা নদীর ঢেউ পেরিয়ে জম্পুই হিল থেকে সাব্রুম পর্যন্ত আজকের ভ্রমণ আরও সহজ, আরও আরামদায়ক। সেই সহজতাকে পূর্ণতা দিচ্ছে নীলজ্যোতি ট্রাভেলসের মতো সংস্থা।

এই সম্মান প্রমাণ করে, উত্তর-পূর্ব আর শুধু দূরবর্তী প্রান্ত নয়এ অঞ্চল আজ ভারতের পর্যটন মানচিত্রে এক উজ্জ্বল গন্তব্য। আর সেই গন্তব্যকে বিশ্ব দরবারে তুলে ধরতে পরিবহন পর্যটনের নির্ভরযোগ্য নাম নীলজ্যোতি ট্রাভেলস।

স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক ও মুদ্রক সন্দীপ বিশ্বাস কর্তৃক রেণ্বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস, আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল. এন. বাড়ী রোড, আগরতলা, ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক - সন্দীপ বিশ্বাস।
Printed by the Owner, Publisher and Printer Sandeep Biswas from Rainbow Printing Works, Agartala and Published from Jagaran Office, L.N. Bari Road. Agartala, Tripura. Editor- Sandeep Biswas